

ডেমোক্র্যাটদের প্রতি ঐক্যের ডাক বারাক ওবামার পৃষ্ঠা ১৬

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 18 December 2025, 9th Year, Issue 457, 40 Pages



বিতর্কিত অঙ্গভঙ্গি, মুকুট হারালেন মিস ফিনল্যান্ড পৃষ্ঠা ৩৬

বৃহস্পতিবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ৩ পৌষ ১৪৩২, ২৭ জমাদিউস সানি ১৪৪৭, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৫৭, পৃষ্ঠা ৪০



শরিফ ওসমান হাদি

ওসমান হাদি আর নেই

ঢাকা অফিস

জুলাই বিপ্লবের অন্যতম বলিষ্ঠ মুখ শরীফ ওসমান হাদি আর নেই। সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টায় তিনি মারা যান। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিল ৩২ বছর। তার মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ পুরো বাংলাদেশ।

এর আগে চিকিৎসাধীন শরিফ ওসমান হাদির অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন বলে জানিয়েছিলেন সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণান।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

মানুষে মানুষে বন্ধনের গল্প নিয়ে ব্যতিক্রমী এক সন্ধ্যা

কমিউনিটি সংযোগ

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা ও হিউম্যান কন্সার্ন ইউএসএ'র উদ্যোগে ১২ ডিসেম্বর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিশেষ প্রতিনিধি



অনুষ্ঠানে আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অতিথিদের একাংশ। নিউইয়র্কের গুলশান টেরেসে। আরও ছবি পৃষ্ঠা ২০-২১

সম্পর্কের বুননে গাঁথা মানব সমাজ ও সভ্যতা একে অন্যের বাড়িয়ে দেয়া হাতে হাত ধরেই এগিয়ে যাচ্ছে। অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বিশ্বে এখন মানব সমাজে মানবতাবাদী মানুষের বেশি প্রয়োজন। সবাইকে নিয়ে ভালো থাকা, সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই মানব সভ্যতার শিক্ষা। সমাজ ও সংযোগের কাজে স্বেচ্ছা নিবেদিত কিছু মানুষ আর সংগঠনকে নিয়ে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা ও হিউম্যান কন্সার্ন ইউএসএ কমিউনিটি সংযোগ অনুষ্ঠান করেছে ১২ ডিসেম্বর শুক্রবার। প্রচণ্ড শীতের হিমঝরা সন্ধ্যায় নিউইয়র্কসহ উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সুধিজনের উপস্থিতিতে টানা চারঘন্টার অনুষ্ঠান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মানুষ, মানবতা, সময় ও সামাজিকতার দায় নিয়ে আলোকিতজনদের অভিজ্ঞতা বিনিময় ছিল আলোচনার অগ্রভাগে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা ও হুম্যান

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১



তারেক রহমান

২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরছেন তারেক রহমান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরছেন ২৫ ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে লন্ডনের সিটি প্যাভিলিয়নে লন্ডন বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি দেশে ফেরার কথা জানান। সভায় তিনি বলেন, ২৫ তারিখে আমি দেশে ফিরে যাব।

তারেক রহমান বলেন, সবার কাছে দোয়া চেয়ে যাচ্ছি। আপনারা দয়া করে দোয়া করবেন। দেশনেত্রী বেগম খালেদা

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

নিউইয়র্কে সরকারি স্কুলে কমছে শিক্ষার্থী

ইফতেখারুল ইসলাম

নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যজুড়ে গত এক দশকে সরকারি স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, গত ১০ বছরে সারা রাজ্যে সরকারি স্কুল ব্যবস্থা ছেড়ে গেছে ২ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী।

গবেষকরা বলছেন, এই প্রবণতার পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—জনসংখ্যাগত পরিবর্তন, দেরিতে ও কম সন্তান নেওয়ার প্রবণতা এবং কোভিড-১৯ মহামারির পর শেখার ধরণে পরিবর্তন। এসব কারণে নিউইয়র্কের প্রায় ৮৮ শতাংশ স্কুল জেলায় শিক্ষার্থী সংখ্যা কমেছে।

তবে শিক্ষার্থী কমার কারণ শুধু স্কুল-বয়সী শিশুর সংখ্যা হ্রাস নয়। দিন দিন আরও বেশি পরিবার চার্টার স্কুল ও হোমস্কুলিংসহ বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছে।

হোমস্কুলিং করা অভিভাবক কুইনিয়া আশিমা-আট জানান, তিনি তার

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪







Queens Social Adult Day Care Center Inc
কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক



কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা
  (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic





আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলা-ভাঙচুর

ঢাকা ডেস্ক

সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর দেশে প্রচার হওয়ার পর সারাদেশে বিক্ষুব্ধ মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। ছাত্রজনতা শাহবাগ অবরোধ করে। এ সময় আন্দোলনকারীরা হাদির ওপর হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে ঢাকার কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয় ও ডেইলি স্টারে হামলা চালায় একদল বিক্ষুব্ধ জনতা।

বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে এই হামলা চালানো হয় বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

এসময় প্রথম আলোর কার্যালয়ের ভবনের সামনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা প্রথম আলো ও ভারতবিরোধী নানা স্লোগান দেন।

এ ছাড়াও আওয়ামী লীগের নেতাদের বাড়ি ঘরে হামলার খবর পাওয়া গেছে। ছাত্র-জনতা ভারতীয় হাই কমিশন অফিস ঘিরে রেখেছে বলে জানা গেছে। রাজধানী ছাড়াও চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাতেও একই ধরনের বিক্ষোভের খবর পাওয়া গেছে।

চট্টগ্রামে ওসমান হাদীর মৃত্যুর খবরে সাবেক মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মুহিবুল হাসান চৌধুরীর বাসায় ভাঙ্গচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। রাত ১১টার দিকে নগরীর ২ নং গেট থেকে একটি মিছিল গিয়ে প্রথমে বাসার সামনে একটি মোটর সাইকেলে আগুন দেয় এবং পরে ভেতরে বিভিন্ন মালামালে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন, অর্থাৎ শুক্রবার রাজধানীর বিজয়নগরে সন্ত্রাসীদের গুলিতে গুরুতর আহত হন ওসমান হাদি। মাথায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল এবং পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার তাঁকে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

চলতি সপ্তাহেই মামদানির প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগের ঘোষণা আসছে

নিজস্ব প্রতিবেদক



জোহরান মামদানি

নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি তার প্রশাসনের জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগের ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন। চলতি সপ্তাহেই এসব নিয়োগের তথ্য প্রকাশ হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে। সম্ভাব্য নিয়োগগুলোর মধ্যে সিটি হলের বাজেট পরিচালকও রয়েছেন।

সোমবার মামদানির আসন্ন প্রথম ডেপুটি মেয়র ডিন ফুলাইহান সিটিজেনস বাজেট কমিশন আয়োজিত এক ফোরামে জানান, এই সপ্তাহে আরও কয়েকটি শীর্ষ পর্যায়ের নিয়োগের ঘোষণা আসতে পারে। তবে তিনি নির্দিষ্ট করে কোন কোন পদে বা কতজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে, সে বিষয়ে কিছু বলেননি।

দুটি সূত্রের তথ্য মতে, মামদানি চলতি সপ্তাহেই নিউইয়র্ক সিটির মেয়র অফিস অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেটের (ওএমবি) পরিচালক হিসেবে শরিফ সোলিমানকে নিয়োগ দিতে পারেন। তিনি সিটি সরকারের অভিজ্ঞ কর্মকর্তা। সাবেক মেয়র বিল ডি ব্লাসিওর প্রশাসনে তিনি অর্থ দপ্তরের কমিশনারসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। পরে মেয়র এরিক অ্যাডামসের অধীনে প্রধান নীতিনির্ধারক হিসেবেও কাজ করেন। ২০২৩ সালের শেষ দিকে তিনি পদত্যাগ করে সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের (কিউনি) প্রধান আর্থিক কর্মকর্তার দায়িত্ব নেন, যে পদে তিনি বর্তমানে রয়েছেন।

ওএমবি পরিচালকের পাশাপাশি এখনো শিক্ষা চ্যান্সেলরসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ ঘোষণা করেননি মামদানি। ডেপুটি মেয়র পর্যায়ের বেশির ভাগ পদও এখনো খালি রয়েছে।

সবশেষ গত ১৯ নভেম্বর মামদানি ঘোষণা দেন, জেসিকা টিশ নিউইয়র্ক পুলিশ কমিশনার হিসেবে বহাল থাকবেন। এর এক সপ্তাহ আগে তিনি ডিন ফুলাইহানকে প্রথম ডেপুটি মেয়র এবং এলি বিসগার্ড-চার্চকে চিফ অব স্টাফ হিসেবে নিয়োগ দেন। এখন পর্যন্ত এ দুজনই তার শীর্ষ পর্যায়ের প্রধান নিয়োগ।

তবে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে কোনো বিলম্ব হচ্ছে না বলে দাবি করেছেন ফুলাইহান। সিটিজেনস বাজেট কমিশনের ওই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'আমরা পিছিয়ে নেই।'

তুলনামূলকভাবে, ২০২১ সালে নির্বাচনের পর একই সময়ে তৎকালীন মেয়র এরিক অ্যাডামসও মাত্র দুটি শীর্ষ নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি ৯ ডিসেম্বর শিক্ষা চ্যান্সেলর এবং ১৫ ডিসেম্বর পুলিশ কমিশনার নিয়োগ দেন।

মামদানি ১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তার দপ্তরের এক মুখপাত্র শরিফ সোলিমানের সম্ভাব্য নিয়োগ নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি। সোলিমানও এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেননি।

নিউইয়র্ক সিটির প্রশাসনে ওএমবি পরিচালক অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি পদ। সিটি কাউন্সিলের সঙ্গে বার্ষিক বাজেট আলোচনায় মেয়রের প্রধান আলোচক হিসেবে কাজ করেন তিনি। পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরের অর্থায়ন ও জনবল নিয়োগেও তার বড় ধরনের প্রভাব থাকে।

মামদানির ওএমবি পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পেলে শরিফ সোলিমান মেয়র-ইলেক্টের ব্যয়বহুল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। এসব কর্মসূচির মূল লক্ষ্য নিউইয়র্ক সিটিকে আরও বসবাসযোগ্য ও সাশ্রয়ী করা।

আগামী জানুয়ারির শেষ নাগাদ ২০২৭ অর্থবছরের প্রাথমিক বাজেট প্রস্তাব প্রকাশ করতে হবে মামদানিকে। এই প্রস্তাব দিয়েই সিটি কাউন্সিলের সঙ্গে বাজেট আলোচনা শুরু হবে।

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
আমাদের সেবাসমূহ
• যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
• প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
• রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
• জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
• হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
• স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
• প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
• অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
• আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
• বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
• আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
• নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোস *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাসটডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

WE ARE OPEN 7 DAYS a week
Do you want apply for a green card?
Are you being deported?
Are you having credit card problems?
Are you unable to pay your debts?
Has your bank account been sealed?
Are you getting harrassed by creditors?
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
আমরা বাংলায় কথা বলি

সুরাইয়া রহমান

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পাকিস্তানিরা নয়, ভারতীয়রাই হত্যা করেছিল

বলেছেন গোলাম পরওয়ার

ঢাকা অফিস



গোলাম পরওয়ার

পাকিস্তানিরা নয়, বরং ভারতীয়রাই হত্যা করেছিল শহীদ বুদ্ধিজীবীদের—এমন দাবি করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। রোববার রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে জামায়াতের ঢাকা মহানগর উত্তর আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ দাবি করেন।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, 'এ দেশের দিল্লির তাঁবেদাররা বুদ্ধিজীবী হত্যার ঘটনা নিয়ে প্রথাগতভাবে সমস্ত দায়দায়িত্ব ঘৃণিতভাবে জামায়াতে ইসলামীর ওপরে চাপানোর চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসের অনেক তথ্য আবিষ্কার হচ্ছে যে, দিল্লির পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতে ভারতীয়রাই আমাদের এই সেরা সন্তানদের হত্যা করেছে।'

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, '৮ ডিসেম্বর বিজয়ের আগে ভারতীয় ছত্রী সেনারা ঢাকায় অবতরণ করেছে, এর রেকর্ড আছে। তখন রাজধানী ঢাকাসহ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ভারতীয় সেনাদের নিয়ন্ত্রণে। পাকিস্তানি সেনা, রাজাকার-আল-বদরেরা তো আত্মসমর্পণ, নিজেদের প্রাণ বাঁচানো, পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল; কে কাকে খুঁজে কোথায় হত্যা করবে? নিজেদের জীবন বাঁচাতেই ততক্ষণ তারা ব্যস্ত ছিল।'

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, 'ভারতের জনগণের প্রতি আমাদের কোনো আক্রোশ নেই। তবে ভারতের সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদী সরকার, যারা ক্ষমতায় এখনো আছে, বারবার যারা এসেছে, তারাই এ দেশের স্বাধীন সত্তাকে বিকিয়ে দিয়ে এ দেশের ইসলামি মূল্যবোধ ধ্বংসের জন্য বারবার এ দেশের মানুষের ওপরে হত্যার ষড়যন্ত্র চাপিয়ে দিয়েছে।'





KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY



We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs



Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ আবারও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আবারও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। নির্বাচন রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যকার আস্থার পুনর্নবীকরণ। এই আস্থা ভেঙে পড়লে রাষ্ট্র দুর্বল হয়, আর শক্তিশালী হয় অনিশ্চয়তা, অবিশ্বাস ও সংঘাত। যা আমরা অতীতে দেখেছি এর মূল্য দিয়েছি। তাই আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ঘিরে জনমনে যে প্রত্যাশা, শঙ্কা ও প্রশ্ন জমে উঠেছে—তা উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নির্বাচন কখনো উৎসব, কখনো আতঙ্ক, কখনো আবার রক্তক্ষয়ী সংঘাতের নাম হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পর পাঁচ দশকের বেশি সময় পেরিয়েও আমরা এখনো একটি সর্বজনগ্রাহ্য, অংশগ্রহণমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনী সংস্কৃতি পুরোপুরি গড়ে তুলতে পারিনি—এটি এক নির্মম বাস্তবতা। ক্ষমতাসীন দল, বিরোধী দল, রাষ্ট্রযন্ত্র এবং নাগরিক সমাজ—সবার সম্মিলিত ব্যর্থতার দায় এড়ানোর সুযোগ নেই।

এবারের নির্বাচনকে ঘিরে সেই পুরোনো আশঙ্কাগুলোই আবার মাথা তুলছে। নির্বাচন বানচালের চেষ্টা হতে পারে—এমন কথাবার্তা রাজনীতির মাঠে শোনা যাচ্ছে। সহিংসতা, হরতাল, অবরোধ, প্রশাসনিক পক্ষপাত, ভয়ভীতি—সবকিছুর স্মৃতি আমাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় তাজা। এই বাস্তবতায় সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি হলো: এই নির্বাচন কি সত্যিই গণতন্ত্রের পথে একটি অগ্রসর পদক্ষেপ হবে, নাকি আরেকটি বিভাজনের অধ্যায় যোগ করবে?

গণতন্ত্রের মৌলিক সত্যটি খুব সরল—জনতাই রাষ্ট্রক্ষমতার মালিক। এই মালিকানা কেবল সংবিধানের পাতায় লেখা কোনো বাক্য নয়; এটি কার্যকর হয় ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। মানুষ যখন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে, নিজের পছন্দের প্রতিনিধিকে বেছে নিতে পারে, তখনই রাষ্ট্রের নৈতিক বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভোট যদি নিয়ন্ত্রিত হয়, ভয় দেখানো হয়, কিংবা একতরফা হয়ে পড়ে—তাহলে নির্বাচন নামের সেই আয়োজন গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে না, বরং তাকে ক্ষতবিক্ষত করে।

জনপ্রত্যাশা এখানে খুব স্পষ্ট। মানুষ চায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। মানুষ চায় অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। মানুষ চায় এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে জয়-পরাজয় যাই হোক, ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তুলতে না হয়। গ্রাম থেকে শহর, তরুণ থেকে প্রবীণ—সবার কণ্ঠে আজ একটাই কথা: ভোট যেন সত্যিকারের ভোট হয়। এই প্রত্যাশা পূরণ করার প্রথম দায় রাষ্ট্রের। নির্বাচন কমিশনকে প্রমাণ করতে হবে যে তারা কেবল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়, বাস্তব অর্থেই স্বাধীন ও কার্যকর। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে থাকতে হবে নিরপেক্ষ। রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রাখার চেয়েও গণতান্ত্রিক বৈধতা রক্ষা করা দীর্ঘমেয়াদে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে রাজনীতি করলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় গণতন্ত্রই।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি বড় সংকট হলো পারস্পরিক অবিশ্বাস। সরকার বিরোধী দলকে রাষ্ট্রবিরোধী হিসেবে দেখে, বিরোধী দল সরকারকে অবৈধ বলে মনে করে। এই চক্র ভাঙা না গেলে নির্বাচন যতবারই হোক, সংকট থেকেই যাবে।

এবারের নির্বাচনকে ঘিরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তরুণ সমাজ। দেশের জনসংখ্যার বড় একটি অংশ তরুণ। তারা চাকরি চায়, নিরাপত্তা চায়, ভবিষ্যৎ চায়। তাদের অনেকেই রাজনীতিতে আগ্রহ হারাচ্ছে, কারণ তারা দেখে—ভোট দিলেও কিছু বদলায় না। এই হতাশা গণতন্ত্রের জন্য ভয়ংকর। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনই পারে তরুণদের আবার রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিও উপেক্ষা করা যাবে না। বাংলাদেশ আজ বৈশ্বিক অর্থনীতি ও রাজনীতির অংশ। নির্বাচন কীভাবে হচ্ছে—তা শুধু দেশের মানুষ নয়, বিশ্বও দেখছে। তবে মনে রাখতে হবে, চূড়ান্ত বিচারক বিদেশি পর্যবেক্ষক নয়; বিচারক বাংলাদেশের জনগণ। তাদের আস্থা অর্জনই আসল পরীক্ষা।

এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো দায়িত্বশীলতা। কথার উত্তেজনা কমাতে হবে। সহিংসতার রাজনীতি থেকে সরে আসতে হবে। নির্বাচন বানচালের যেকোনো চেষ্টা—যে দিক থেকেই আসুক—তা হবে জনগণের অধিকারের বিরুদ্ধে। গণতন্ত্র কোনো দলের একক সম্পত্তি নয়; এটি সবার।

নির্বাচন মানেই সব সমস্যার সমাধান নয়। কিন্তু সঠিক নির্বাচন ছাড়া কোনো সমস্যারই টেকসই সমাধান সম্ভব নয়। তাই এই নির্বাচনকে দেখতে হবে একটি সুযোগ হিসেবে—ভাঙা আস্থা জোড়া লাগানোর সুযোগ, বিভক্ত সমাজকে আবার সংলাপের পথে ফেরানোর সুযোগ।

ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করে না। আমরা যদি আবারও এই সুযোগ হারাই, তাহলে তার দায় কেবল রাজনীতিবিদদের নয়, পুরো রাষ্ট্রের ওপরই এসে পড়বে। এখনো সময় আছে সঠিক পথে হাঁটার। গণতন্ত্রের পথে আসছে নির্বাচন—এটি যেন সত্যিই একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হয়ে ওঠে, কেবল আরেকটি বিতর্কিত অধ্যায় নয়।

আমেরিকার প্রথম রাজধানী নিউইয়র্ক; ইতিহাস, আলো আর পর্যটনের শহর

শেখ শফিকুর রহমান

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী হিসেবে ইতিহাসে সুপরিচিত নিউইয়র্ক শহর। স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৭৮৫ থেকে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত এই শহরই ছিল দেশের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র। শহরের ডাউনটাউনের ওয়াল স্ট্রিটে অবস্থিত ঐতিহাসিক ফেডারেল ভবন এখনও সেই সময়ের সাক্ষ্য বহন করছে।

নিউইয়র্কের পূর্ব নাম ছিল নিউ আমস্টারডাম। এটি মূলত ডাচ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে এসে শহরের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় নিউইয়র্ক। ক্রিস্টোফার কলম্বাস যখন এই অঞ্চলে পৌঁছান, তখন রেড ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠী এখানে বসবাস করত। বর্তমানে এই জনগোষ্ঠী শহরে নেই, তবে শহরের বৈচিত্র্যময় জনসংখ্যা বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত।

নিউইয়র্ক শহরের সবচেয়ে আলোচিত এবং পর্যটকপ্রিয় স্থান হলো টাইমস স্কয়ার। দিন-রাত, গ্রীষ্ম-শীত—সব সময়ই এখানে পর্যটকদের পদচারণা চোখে পড়ে। বিশাল ডিজিটাল সাইনবোর্ড এবং আলোর ঝলকানি এ স্থানের মূল আকর্ষণ। বছরের শেষ রাতে অনুষ্ঠিত থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপনে টাইমস স্কয়ারে হাজার হাজার পর্যটক জড়ো হন। রাত বারোটায় গ্লোব ড্রপ অনুষ্ঠান দেখতে এখানে বিশ্বজুড়ি থেকে মানুষ আসে।

নিউইয়র্কের আরেকটি আইকনিক স্থাপনা হলো ব্রুকলিন ব্রিজ। হাডসন নদীর ওপর নির্মিত এই ঝুলন্ত সেতুর মাধ্যমে ম্যানহাটন থেকে ব্রুকলিনে গাড়ি, সাইকেল কিংবা পায়ে হেঁটেও যাতায়াত করা যায়। সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে ম্যানহাটনের উঁচু দালান ও দূরে স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখা যায়। পর্যটকরা ব্রিজের সৌন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি এখানে সেলফি তুলতে ভালোবাসেন।

ইতিহাস, আধুনিকতা ও বৈচিত্র্যের অনন্য মেলবন্ধন নিউইয়র্ক শহরকে করে তুলেছে বিশেষ। আমেরিকার প্রথম রাজধানী হিসেবে অতীতের গৌরবের সঙ্গে আজকের বিশ্ববিখ্যাত পর্যটন নগরী হিসেবে শহরটি ভ্রমণপিপাসুদের স্বপ্নের গন্তব্য। নিউইয়র্কের সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি প্রত্যেক পর্যটকের মনে অম্লান ছাপ ফেলে, যা সময়ের সঙ্গে আরও গভীর হয়ে উঠেছে।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

বিজয় দিবস: নতুন প্রজন্মের রাষ্ট্রচিন্তার দিকদর্শন

মাহরুফ চৌধুরী



বিজয় দিবস আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের মূলভিত্তি। ইতিহাসবিদ বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন (১৯৩৬-২০১৫) তাঁর 'কল্পিত সমাজ' (ইমাজিন্ড কমিউনিটিজ) গ্রন্থে দেখিয়েছেন, একটি জাতি কেবল ভৌগোলিক সীমানা দিয়ে নয়, বরং নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের কল্পনা ও সংজ্ঞায়িত করে। সেই অর্থে বাংলাদেশের জাতিসত্তা কোনো আকস্মিক নির্মাণ নয়; এটি দীর্ঘ সময়জুড়ে

গড়ে ওঠা এক যৌথ কল্পনা ও ঐতিহাসিক চেতনার ফসল। ভাষা আন্দোলন (১৯৫২), শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম (১৯৬২), ছয় দফা আন্দোলন (১৯৬৬), ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বশেষ মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) এসব ঘটনার ধারাবাহিক প্রতিরোধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস আমাদের জাতীয় সত্তাকে ধাপে ধাপে সুদৃঢ় করেছে। এই সংগ্রাম কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি ছিল বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়কে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করার লড়াই; একই সঙ্গে বাংলাদেশি হিসেবে আমাদের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক স্বীকৃতি অর্জনের সংগ্রাম। ভাষা, সংস্কৃতি ও সম্মানের প্রশ্নে আপসহীন অবস্থানই এই আন্দোলনগুলোকে সাধারণ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে পৃথক করেছে এবং একে জাতি-নির্মাণের ঐতিহাসিক প্রকল্পে রূপ দিয়েছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধ ছিল শুধু একটি যুদ্ধ নয়; এটি ছিল রাষ্ট্র, নাগরিকত্ব ও সম্মিলিত ভবিষ্যৎ কল্পনার পুনর্গঠন।

এই প্রেক্ষাপটে বিজয় দিবস কোনো আনুষ্ঠানিক স্মরণ উৎসব মাত্র নয়, কিংবা কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলের কৃতিত্ব বন্দনার দিনও নয়। বরং এটি বাংলাদেশি হিসেবে জাতির আত্ম-সন্ধান ও আত্ম-নির্মাণের দীর্ঘ দার্শনিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পথচলার এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বিজয় দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, জাতি হওয়া একটি চলমান প্রক্রিয়া। অতীতের সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানের দায়িত্ব গ্রহণ এবং ভবিষ্যতের রূপকল্প নির্মাণই এর প্রকৃত তাৎপর্য। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তাই একটি মৌলিক ও অস্বস্তিকর প্রশ্ন সামনে আসে: বাংলাদেশ কি সত্যিকার অর্থেই রাষ্ট্র হিসেবে জনগণের হয়ে উঠতে পেরেছে? মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক ও মর্যাদাপূর্ণ সমাজের স্বপ্ন দেখা হয়েছিল, রাষ্ট্র কি সেই লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হয়েছে? ইতিহাসবিদ এ. এফ. সালাউদ্দিন আহমদ (১৯২০ - ২০১৪) উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, উপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর খুব দ্রুতই একটি উত্তর-ঔপনিবেশিক অভিজাত (পোস্ট-কলোনিয়াল এলিট) শ্রেণির উদ্ভব ঘটে, যারা জনগণের মুক্তির ভাষ্য ব্যবহার করলেও বাস্তবে ক্ষমতা ও সম্পদের নতুন কেন্দ্র তৈরি করে। ফলে শাসকের চরিত্র বদলায়, কিন্তু শাসিতের জীবনে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি অনুপস্থিতই থেকে যায়।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাও এ বৈশ্বিক প্রবণতা থেকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন নয়। এখানেও নব্য অভিজাত শ্রেণির হাতে ব্যক্তি, পরিবার ও দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণ স্বার্থে স্বাধীনতার বয়ান বারবার পুনর্লিখিত ও বিকৃত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ, যা ছিল আপমর জনগণের সামষ্টিক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম, ক্রমে একটি বিশেষ গোষ্ঠির হাতে রাজনৈতিক ফায়দা লাভের হাতিয়ারে পরিণত হয়ে প্রতীকী পুঁজির রূপ নেয় যার মাধ্যমে ক্ষমতার বৈধতা দাবি করা হয়, কিন্তু জবাবদিহিতা দায় এড়িয়ে যাওয়া হয়। এর ফলে ইতিহাস নিজেই তর্ক-বিতর্ক ও বিভাজনের উপাদানে পরিণত হয়, আর রাষ্ট্র ধীরে ধীরে গণমানুষের বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্নতার সবচেয়ে গভীর পরিণতি হলো যুদ্ধের অর্জন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অর্থবহভাবে কখনোই প্রতিফলিত না হওয়া। যে মুক্তি জাতিকে শোষণ, বৈষম্য ও বঞ্চনার অবসানের কথা বলেছিল, তা রাষ্ট্রীয় নীতিতে ও সামাজিক বাস্তবতায় পূর্ণতা পায়নি। ফলে স্বাধীনতা একটি জীবিত অভিজ্ঞতা না হয়ে ক্রমে স্মৃতিনির্ভর বয়ানে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যা বছরের পর বছর ধরে বিজয়ের আনন্দ উদযাপন করলেও শাসক শ্রেণিকে বিজয়ের দায়বদ্ধতা স্মরণ করিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইতিহাস কোনো স্থবির সত্তা নয়; তা তার নিজস্ব গতিতেই অগ্রসর হয়।

আর সংগ্রামী জনগণের স্বকীয়তা, স্বাধীনতা ও স্বনির্ভর হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও কখনো বাতাসে মিলিয়ে যায় না। বিপ্লব ও মুক্তিচিন্তার তাত্ত্বিক ফ্রাঞ্জ ফ্যানন (১৯২৫–১৯৬১) তাঁর লেখায় স্পষ্ট করে বলেছেন, জনগণের অসমাপ্ত মুক্তির দায়ভার প্রতিটি যুগে নতুন প্রজন্মের কাঁধেই এসে পড়ে। পূর্ববর্তী প্রজন্মের ভুল, সীমাবদ্ধতা ও বিচ্যুতি সংশোধনের মধ্য দিয়েই ইতিহাস এগিয়ে যায়, এবং সেই প্রক্রিয়ায় তরুণেরা কেবল উত্তরাধিকারী নয়, বরং সক্রিয় নির্মাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় তরুণদের এই ভূমিকা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর বাকশালী একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান, এমনকি ২০১৮ সালের রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান প্রতিটি পর্বেই দেশের তরুণেরা গণতান্ত্রিক অধিকার ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রের দাবিতে অগ্রভাগে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রীয় দমন, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ও আত্মত্যাগের ঝুঁকি সত্ত্বেও তারা বারবার দেখিয়েছে যে ইতিহাসের সংকটময় মুহূর্তে নীরবতা নয়, প্রতিরোধই তাদের রাজনৈতিক ভাষা। এই ধারাবাহিক সংগ্রাম আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য উন্মোচন করে। তরুণদের রাজনৈতিক চেতনা ব্যক্তিপূজা বা ক্ষমতার আনুগত্যে আবদ্ধ নয়; বরং তা ন্যায়, স্বাধীনতা ও মানবিক রাষ্ট্র নির্মাণের আদর্শে প্রোথিত। তাদের আন্দোলন স্মরণ করিয়ে দেয়, বিজয় কেবল অতীতের স্মৃতিতে বন্দি কোনো ঘটনা নয়; এটি একটি চলমান নৈতিক দায়, যা প্রতিটি প্রজন্মকে নতুন করে ধারণ ও বহন করতে হয়।

কায়েমি স্বার্থান্বেষীদের কুটকৌশলের কারণে ইতিহাসের নামে বিভেদ সৃষ্টির রাজনীতি আজও সক্রিয়

রয়েছে। দার্শনিক মাইকেল ফুকো (১৯২৬–১৯৮৪) ক্ষমতা ও জ্ঞানের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, ক্ষমতা কখনো নিরপেক্ষ থাকে না; বরং সে ইতিহাসকে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী পুনর্লিখন করতে চায়। এই প্রক্রিয়াকেই তিনি 'ইতিহাসের রাজনৈতিক বয়ান' (পলিটিক্স অব হিস্টোরিক্যাল ন্যারেশান) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যখন ইতিহাস ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হয়, তখন তা নাগরিকদের স্মৃতিকে বিভক্ত করে এবং রাষ্ট্রকে একটি সামষ্টিক গণতান্ত্রিক প্রকল্প হিসেবে বিকশিত হতে বাধা দেয়। তাই আজও যারা ইতিহাসকে দলীয়করণ করে নাগরিকদের মধ্যে কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি করে, তারা কার্যত রাষ্ট্রকে জনগণের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখার এক সূক্ষ্ম কৌশল প্রয়োগ করে।

এরা ইতিহাসকে মুক্তির প্রেরণা হিসেবে নয়, বরং ক্ষমতা ধরে রাখার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। যার ফলে গণতন্ত্র রূপ নেয় সীমিত অংশগ্রহণের আনুষ্ঠানিকতায়, আর রাষ্ট্র ক্রমে জনমানুষের নৈতিক দাবি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে সময়ের পরিক্রমায় আত্মউপলব্ধির মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্ম এই কুটকৌশলগুলো অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে। তারা অতীতকে আর বিবাদ ও প্রতিহিংসার উপাদান হিসেবে নয়, বরং শিক্ষা, দায়বদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করছে। এই প্রজন্ম নতুন করে 'দেশ ও দশের কল্যাণে' নিজস্ব 'দায় ও দরদের ভিত্তিতে' একটি 'স্বৈরাচারমুক্ত' ও 'বৈষম্যহীন' রাষ্ট্র বিনির্মাণে অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে।

গণঅভ্যুত্থান-উত্তর বর্তমান বাস্তবতায় যারা ইতিহাসকে ঘৃণা ও বিভেদের হাতিয়ার বানায়, তারা প্রকৃতপক্ষে জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। তারুণ্যের সংঘবদ্ধ চেতনা ও নৈতিক শক্তির উন্মোচনের মুখে এসব শক্তি আজ ক্রমেই ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে। তরুণদের জন্য এখনই সেই সময় এই দুর্বৃত্তায়িত ও দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতিকে সচেতনতা, সংগঠিত উদ্যোগ ও নৈতিক দৃঢ়তার মাধ্যমে মোকাবিলা করে ইতিহাসকে তার প্রকৃত মুক্তির অবারিত ধারায় ফিরিয়ে আনার। আমাদের মনে রাখতে হবে, অতীত আমাদের পরিচয়ের বাহক হলেও ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় বর্তমানের বুদ্ধিবৃত্তিক সততা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার মাধ্যমে। রাজনৈতিক দার্শনিক হেগেল (১৭৭০–১৮৩১) ইতিহাসকে কেবল অতীত ঘটনাপুঞ্জের ধারাবিবরণী হিসেবে দেখেননি; তিনি একে মানবমুক্তির ক্রমবিকাশমান প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, ইতিহাস আমাদের বলে দেয় শুধু কী ঘটেছে তা নয়, বরং কোন সম্ভাবনার দিকে মানবসমাজ অগ্রসর হতে পারে সে দিকনির্দেশনাও দেয়। অর্থাৎ ইতিহাস তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে, যখন তা ভবিষ্যৎ নির্মাণের বোধ ও নৈতিক দায়িত্বকে জাগ্রত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেতনা কেবল অতীতের গৌরবগাথা নয়; এটি আমাদের বর্তমান কর্তব্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার নৈতিক ভিত্তি।

মুক্তিযুদ্ধ যে কল্যাণমুখী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তা ছিল মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, জনগণের অংশগ্রহণে পরিচালিত এবং বৈষম্যহীন এক সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপকল্প। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায় আজ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় নতুন প্রজন্মকেই বহন করতে হবে। অতএব আজকের বাংলাদেশে বিজয় দিবস উদযাপনের প্রকৃত অর্থ হবে মানবিক রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করা এবং বৈষম্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণকে ইতিহাসচেতনার নতুন স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। এই চেতনা বিজয়কে অতীতের স্মৃতিতে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে ভবিষ্যৎ নির্মাণের সক্রিয় নৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারবে। আর বিজয় দিবস হয়ে ওঠবে চিন্তার, দায়িত্বের ও সমষ্টিগত অগ্রযাত্রার অঙ্গীকারের দিন। সমকালীন বিশ্বে যে সংকীর্ণ ও বর্জনমূলক জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার বিপরীতে আমাদের প্রয়োজন 'নাগরিক জাতীয়তাবাদ' (সিভিক ন্যাশানালিজম) নামে একটি ভিন্ন রাষ্ট্রচিন্তা। এই ধারণায় রাষ্ট্র ও জাতির ভিত্তি নির্ধারিত হয় রক্ত, ধর্ম বা নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়ে নয়;

বরং নাগরিকত্ব, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক দায়দায়িত্বের যৌথ চুক্তির মাধ্যমে। আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বে এটাই সেই পথ, যেখানে ভিন্নতা রাষ্ট্রের দুর্বলতা নয়, বরং তার শক্তির উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে 'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য', ন্যায়ের শাসন, ভাষার প্রতি সম্মান, এবং ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন কোনো অলংকারমূলক শব্দাবলি নয়; বরং একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক শর্ত। ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে, যে রাষ্ট্রে শাসক শ্রেণি ভিন্নমতকে শত্রুতে পরিণত করে, সে রাষ্ট্রযন্ত্র শেষ পর্যন্ত নাগরিকের আস্থা হারায় এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্রের ভিতকে দুর্বল করে তোলে।

বিপরীতে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও পারস্পরিক সম্মান যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়, সেখানেই রাষ্ট্র নাগরিকের হয়ে ওঠে। আমরা যে 'দায় ও দরদ'-ভিত্তিক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি, তা কোনো আবেগী শ্লোগান নয়; এটি একটি সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক প্রকল্প। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে তখনই, যখন এ প্রজন্মের নবীন নেতৃত্ব সংকীর্ণ ক্ষমতাচিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে সুদূরপ্রসারি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি, নৈতিক দৃঢ়তা ও কার্যকর কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে নতুন করে কল্পনা ও নির্মাণে এগিয়ে আসবে। সেখানেই বিজয় দিবস অতীতের স্মরণ থেকে ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনায় রূপ নেবে।

আমাদের গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে বিজয় দিবস কেবল অতীতের স্মৃতি রোমান্থনের দিন নয়; এটি ভবিষ্যতের নির্দেশনা নির্ধারণ এবং আগামীর স্বপ্নকল্পকে বাস্তব রূপ দেওয়ার নতুন পদক্ষেপ গ্রহণে প্রেরণার উৎস। বিজয়ের স্মরণ তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা আমাদের বর্তমানকে প্রশ্ন করে এবং ভবিষ্যতের দায় স্মরণ করিয়ে দেয়। এই অর্থে বিজয় দিবস আমাদের শেখায় যে স্বাধীনতা শুধু একটি রাষ্ট্র অর্জনের ঘটনা নয়; স্বাধীনতা হলো মানুষের মর্যাদা, সমতা ও মানবিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার অবিরাম ও সচেতন সংগ্রাম।

নতুন প্রজন্ম ক্রমেই উপলব্ধি করছে দেশপ্রেম মানে কেবল অতীতের গৌরবগাথা উচ্চারণ নয়, কিংবা আনুষ্ঠানিক দিবস পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা নয়। প্রকৃত দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটে বর্তমানকে মানবিক করার প্রচেষ্টায় এবং ভবিষ্যৎকে ন্যায়ভিত্তিক ও জনকল্যাণমুখী করে গড়ে তোলার সংকল্পে কর্মপ্রচেষ্টায়। এই বোধই তরুণ প্রজন্মকে স্মৃতি-নির্ভর আবেগ থেকে দায়িত্ব-নির্ভর রাজনৈতিক চেতনার দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। ইতিহাস আমাদের কাছে শুধু বর্ণনা নয়; এটি এক গভীর রক্তঋণ।

পূর্বসূরিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত রাষ্ট্র ও নাগরিকত্ব আমাদের কেবল অধিকার দেয় না, বরং আরোপ করে এক গুরুদায়িত্ব। আর সেটা হলো এই রাষ্ট্রকে ন্যায়, মানবিকতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আলোয় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই বিজয় দিবস স্মৃতির দিন থেকে রূপ নেয় কর্মের ও প্রতিজ্ঞার দিনে। ইতিহাসের পালাবদলে গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা আর কোনো এক ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের একচেটিয়া দখলে থাকবে না। রাজনৈতিক বক্তব্যে কেউ নিজের একক কৃতিত্বকে প্রাধান্য দিতে পারবে না, কারণ এই দেশ সকলের, ইতিহাস সকলের, আর স্বাধীনতার প্রকৃত মালিক হলো দেশের জনগণ। যারা ইতিহাসকে বিভেদ ও শত্রুতার হাতিয়ার বানায়, তারা বাস্তবে ইতিহাসের শত্রু। বিপরীতে, যারা দায়িত্ব পালন করে, বর্তমানকে মানবিক করে এবং ভবিষ্যৎ নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা রাখে, ইতিহাস তাদেরই স্মরণ করে তাদের কৃতিত্ব সর্বজনীন ও চিরস্থায়ী হয়।

গণঅভ্যুত্থান-উত্তর গণআকাঙ্ক্ষা পূরণে আমাদের সকলকে দল, মত ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সংকল্পবদ্ধ হতে হবে একটি স্বৈরাচারমুক্ত, বৈষম্যহীন, শান্তিপূর্ণ ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলায়।

এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে নাগরিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার স্থায়ীভাবে নিরাপদ থাকবে। নতুন প্রজন্মের শক্তি, অধ্যবসায় এবং বুদ্ধিবৃত্তি এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। বিজয় দিবস আজ সেই পথ নির্দেশ করে অতীতের সংগ্রামকে স্মরণ করিয়ে দেয়, বর্তমানের দায়বদ্ধতা জাগ্রত করে এবং ভবিষ্যতের ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণে প্রেরণা যোগায়।

আমাদের মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা অর্জনের পর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো স্বাধীনতার অর্থ কেবল সনদে সীমাবদ্ধ না রেখে, সেটিকে মানুষের জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় বাস্তবতায় প্রতিফলিত করা। এখানেই বিজয় দিবসের প্রাসঙ্গিকতা, শক্তি ও শিক্ষার মূল তাৎপর্য নিহিত। তাই বিজয় দিবস আমাদের কাছে কেবল একটি ঐতিহাসিক তারিখ বা দিন নয়; এটি জাতীয় জীবনের একটি চলমান নৈতিক অঙ্গীকার। এই দিন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, স্বাধীনতা কোনো স্থির অর্জন নয়; এটি একটি সচেতন প্রক্রিয়া, যা প্রতিদিন নতুন করে রক্ষা ও বিকশিত করতে হয়।

অতীতের আত্মত্

শ্রীমঙ্গলে সুরম্য দালানের শতবর্ষ–ছোঁয়া গল্প : দুই প্রজন্মের মানবিক উত্তরাধিকার

সংগ্রাম দত্ত



পর্যটননগরী ও বাংলাদেশের চায়ের স্বর্গরাজ্য হিসেবে দেশ–বিদেশে পরিচিত শ্রীমঙ্গল উপজেলা শহরের পুরান বাজারে প্রবেশ করলেই দূর থেকে চোখে পড়ে সময়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা এক স্থাপত্য—চুন–সুরকি দিয়ে নির্মিত আশি বছরের পুরোনো একটি দালান।

এই দালান শ্রীমঙ্গলের মানুষের কাছে শুধু একটি বাড়ি নয়; যেন এক সময়যান, যা শহরের উন্নয়ন, মানুষের গল্প, রাজনৈতিক উত্থান–পতন ও মানবিকতার ইতিহাস আজও বহন করে চলেছে।

বর্তমান সময়ে যেখানে নতুন দালানগুলো ভূমিকম্প বা সময়ের সামান্য চাপেই নড়বড়ে হয়ে পড়ে, সেখানে এখনো দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এই ভবন যেন বলে—"আমাকে শত বছরের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।"

প্রকৃতপক্ষে, স্থাপত্যশিল্পের শুদ্ধতা ও প্রকৌশলীর নিখুঁত অনুপাতে গড়া এই ভবনের প্রতিটি ইট, প্রতিটি দেয়াল এক পরিবারের ইতিহাস বহন করে। সেই পরিবার হলো শ্রীমঙ্গলের রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগামী ক্ষীরদ বিহারী দেব চৌধুরী এবং তাঁর পিতা রাধানাথ দেব চৌধুরীর পরিবার।

ভবনটি যে গল্প বলে: দালানটিতে প্রবেশ করলেই বোঝা যায়, এটি কোনো সাধারণ পরিবারের বসতভিটা ছিল না; বরং ছিল শ্রীমঙ্গলের অভিজাত সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষার সমান্তরাল ইতিহাসের নীরব সাক্ষী।

এখানেই নেওয়া হতো গরিব মানুষের সহায়তার সিদ্ধান্ত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য জমি দানের পরিকল্পনা, রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রস্তুতি, সমাজসেবামূলক কর্মসূচি এবং এলাকার শান্তি ও সহমর্মিতা রক্ষার উদ্যোগ। আজও পুরোনো কাঠের দরজায় হাত দিলে যেন সেই সময়ের আলোচনার মৃদু প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

রাধানাথ দেব চৌধুরী: যার নামে রাধানগর

উনিশ শতকের শেষভাগে জন্ম নেওয়া জমিদার রাধানাথ দেব চৌধুরী ছিলেন শ্রীমঙ্গলের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক উন্নয়ন ও জমিদারি ব্যবস্থার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।

তার অবদান শ্রীমঙ্গলে এতটাই ব্যাপক যে শহরের নানা দিকে তাকালেই তার উত্তরাধিকার চোখে পড়ে- চন্দ্রনাথ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দীনময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের (বর্তমান শ্রীমঙ্গল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়) জন্য জমি দান, শ্রীমঙ্গল শহরতলির বিরামপুরে বিরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (একসময়ের রাধানাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়), নাট্যমন্দির, মন্দির ও টাউন হল প্রতিষ্ঠা ও উদ্বোধনে সহায়তা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অগ্রগামী ভূমিকা এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আজকের আন্তর্জাতিক পর্যটনকেন্দ্র রাধানগর।

রাধানগরে বর্তমানে আন্তর্জাতিক মানের পাঁচতারকা হোটেল, ৫০টিরও বেশি রিসোর্ট, শত কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং হাজারো মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এই উন্নয়নের পেছনের মূল ভিত্তি ছিল ব্রিটিশ আমলে তার ক্রয় করা ১৭৮ বিঘা পাহাড়ি ভূমি। তার নামেই এলাকাটির নামকরণ—রাধানগর।

ক্ষীরদ বিহারী দেব চৌধুরী: রাজনীতি, মানবিকতা ও সমাজসেবার শিল্পী

এই সুরম্য দালানটির সঙ্গে সবচেয়ে গভীরভাবে যুক্ত মানুষটি হলেন ক্ষীরদ বিহারী দেব চৌধুরী। তিনি শুধু শিক্ষানুরাগী বা সমাজসেবক ছিলেন না; ছিলেন এক প্রজন্মের নীরব পথপ্রদর্শক।

তার জীবনের ক্ষেত্রসমূহ—

রাজনীতি: কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক ও পরে ন্যাপের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা, একাধিকবার কারাবরণ, শোষিত মানুষের অধিকার আদায়ে সংগ্রাম।

মুক্তিযুদ্ধ: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংগঠক হিসেবে কাজ, সভা–সমিতির মাধ্যমে তরুণদের যুদ্ধে উৎসাহ দেওয়া।

ব্যবসা ও কর্মসংস্থান: চা–বাগান, মিল, কাঁচামাল ব্যবসা ও বিড়ি প্ল্যান্টেশন ও বহু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

মানবিকতা: ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে প্রতিদিন প্রায় ২০০ মানুষকে আহার প্রদান ও গরিব, ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীদের পাশে দাঁড়ানো।

শিক্ষা ও সমাজসেবা: স্কুল, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে সহায়তা অসহায় পরিবারগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ। এই দালানের প্রতিটি ঘর ক্ষীরদ বিহারী দেব চৌধুরীর এসব কর্মকাণ্ডের স্মৃতি বহন করে।

দালানটি শুধু স্থাপনা নয়, এক যুগের দলিল: শ্রীমঙ্গলের উন্নয়ন ইতিহাসে রাধানাথ ও ক্ষীরদ বিহারী দেব চৌধুরীর অবদান যেমন বিশাল, তেমনি এই ভবনও সেই উত্তরাধিকার বহনকারী একটি জীবন্ত স্মারক।

এটি ইতিহাসের ঘ্রাণমাখা এক স্থাপত্য, মানুষের সেবায় নিবেদিত এক পরিবারের স্মৃতিবাহী দলিল। নির্মাণশৈলীর সময় পরীক্ষিত উদাহরণ, শ্রীমঙ্গলের সামাজিক–রাজনৈতিক স্মৃতির ভান্ডার। আজকের দিনে ভবনটি যেমন সৌন্দর্যের উৎস, তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক ইতিহাস–পাঠশালা। যারা নিজের স্বার্থ নয়, সমাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, তারাই ইতিহাসে অমর হয়ে থাকেন।

ক্ষীরদ বিহারী দেব চৌধুরী ও তার পিতা রাধানাথ দেব চৌধুরীর অবদান সেই অমরত্বের প্রতীক। আর পুরান বাজারে দাঁড়িয়ে থাকা আশি বছরের এই সুরম্য দালান তদের কর্ম, অবদান ও মানবিকতার নীরব স্মারক।

যতদিন দালানটি থাকবে, ততদিন শ্রীমঙ্গলের মানুষের কাছে এক পরিবারের মানবিকতা, দানশীলতা ও ইতিহাস নির্মাণের গল্প চিরজাগরুক হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন করুন, নিজেদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ রাখতে প্রশ্ন করুন

কাকন রেজা

ধীরে ধীরে বন্ধুহীন হচ্ছে বিএনপি। লেবার পার্টির ইরান সাহেব দীর্ঘদিন ছিলেন বিএনপির সঙ্গে। ছিলেন মান্না ভাই, জোনায়েদ সাকিসহ অন্যরা। মান্না ভাইয়ের বিরুদ্ধে চলছে ক্যাম্পেইন। সঙ্গে না থাকলেও ব্যারিস্টার ফুয়াদরা ছিলেন ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের সহযোগী ও সহায়ক শক্তি। যারা নির্দ্বিধায় শহীদ জিয়া ও বেগম খালেদা জিয়াকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, তাদের সবাইকে দূরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। সুসময় ভেবে দুঃসময়ের সঙ্গীদের ত্যাগ করা একধরনের রাজনৈতিক আত্মহনন।

প্রশ্ন করুন, আত্মহননের পথে কে ঠেলে দিচ্ছে বিএনপির মতো একটি দলকে! প্রশ্ন করুন, প্রশ্ন করার জন্যই জুলাই রেভল্যুশন ঘটিয়েছে তরুণরা। বিএনপির তরুণ নেতৃত্ব, যারা জুলাই রেভল্যুশনের অগ্রভাগের সৈনিক, তারা প্রশ্ন করুন: নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে রেভল্যুশন ঘটালেন, সেই রেভল্যুশনের মূল চিন্তা থেকে কি দলটি সরে যাচ্ছে? যদি যায়, কেন যাচ্ছে, প্রশ্ন করুন।

যারা রেভল্যুশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, যাদের ছবি ও ভিডিও ক্লিপ রয়েছে বিপক্ষের হাতে, সেই প্রত্যক্ষদের ভবিষ্যৎ কী, প্রশ্ন করুন। ফারুক–রশিদরা যদি ফাঁসিতে ঝুলতে পারে, তবে আপনারা নন কেন? আবার যদি ফিরে আসে ফ্যাসিবাদ, তাহলে আপনাদেরও বিচার করবে। ফ্যাসিস্ট সুপ্রিমো হাসিনা তো প্রকাশ্যেই ঘোষণা দিচ্ছেন, কাউকে ছাড়া হবে না। আপনারা কি ভাবছেন, আপনারা ছাড় পাবেন? যদি ভেবে থাকেন, তবে বোকার স্বর্গে বাস করছেন।

শহীদ জিয়ার উদারতায় হাসিনা ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরার সময় বলেছিলেন, তিনি দেশে ফিরছেন পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে। এবার যদি ফেরেন, তবে তাকে যারা রাজনৈতিকভাবে হত্যা করেছেন, তার ভাবমূর্তি ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন, তাদের প্রতি তিনি কতটা প্রতিশোধপরায়ণ হবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই প্রতিশোধ থেকে কর্মীদের বাঁচানোর, জুলাই বিপ্লবের বিপ্লবীদের রক্ষার কী প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছে, প্রশ্ন করুন। কেন জুলাই সনদ নিয়ে বিভেদ হলো, প্রশ্ন করুন।

প্রশ্ন করুন, এখন প্রশ্ন করতে না পারলে একসময় আপনাদের উত্তর দিতে দিতে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। যদি ফ্যাসিবাদের প্রতিশোধ থেকে কোনোভাবে প্রাণে বেঁচেও যান, আপনাদের জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে। জানতে চাইবে আপনাদের পরবর্তী প্রজন্ম, যারা আপনাদের রেভল্যুশনে অংশগ্রহণের জন্য ভোগান্তিতে পড়বে। যাদের চাকরি হবে না, ব্যবসা করতে পারবে না, যাদের জীবনযাপন নরক হয়ে যাবে। তাদের বলা হবে 'লাল–বদর' এর বংশধর। তাদের মানবিক সব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হবে। আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাঁচবে মাথা নিচু করে।

এর বিপরীতে আপনার অবস্থান কী? আপনার প্রতিরোধ কী? হ্যাঁ, প্রতিরোধ একটাই, যে যার দলকে প্রশ্ন করুন। তরুণেরা, যারা আছেন, তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে জবাবদিহিতার মুখোমুখি না হতে এখনই নিজেদের নেতৃত্বকে প্রশ্ন করুন, তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনুন। যারা জবাবদিহিতা করবেন না, তাদের ছুড়ে ফেলে দিন। আগামীর নেতৃত্ব নিজেদের কবজায় নিন। 'তরুণরাই দেশের ভবিষ্যৎ' এই কথা বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ রাখবেন না, নিজের ভবিষ্যৎ নিজের হাতে তুলে নিন। এখনই সময়, সময় গেলে সাধন হয় না। আবার বলছি, সময় গেলে থাকবে শুধু আফসোস—করুণ আফসোস।

আওয়ামী লীগের চরম দুঃসময়েও কিছু দল তাদের সঙ্গে রয়েছে। বিপরীতে সুসময়ে যেসব দলকে দূরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, দুঃসময়ে কি তাদের কাছে পাওয়া যাবে? তরুণদের পাশাপাশি বৃদ্ধরাও প্রশ্ন করুন—নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের প্রশ্ন থেকে বাঁচতে। নাহলে মৃত্যুর পর কবরও আক্রান্ত হতে পারে, যেমন হয়েছিল সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর। সুতরাং প্রশ্ন করুন। আপনার এখনকার প্রশ্নই আপনার ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত ও নিরাপদ করতে পারে।



অহংকার পতনের মূল

মো. ইমতিয়াজ মাহমুদ আনাস



অহংকার মানুষের অন্তরে এমন এক অদৃশ্য আগুন, যা বাইরে থেকে কখনো রাজসিক, কখনো আত্মবিশ্বাস বলে মনে হতে পারে; কিন্তু ভিতরে ধীরে ধীরে বিশ্বাস, বিবেক, নম্রতা এবং আল্লাহর ভয়, সব কিছুকে পোড়াতে থাকে। অহংকার শুধু একটি গুনাহ নয় এটি আধ্যাত্মিক অন্ধত্বের সূচনা। মানুষ যখন নিজের অবস্থান, ক্ষমতা, যোগ্যতা বা সাফল্যকে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে না দেখে নিজের কৃতিত্ব বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে, তখনই পতনের দরজা নিঃশব্দে খুলে যায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে অহংকার বা কিবর মূলত এমন একটি মানসিক বিকৃতি, যেখানে মানুষ নিজেকে অন্যের চেয়ে উচ্চে দেখতে চায়, আল্লাহর নির্দেশনা ও মানুষের অধিকারকে তুচ্ছ মনে করে, এবং নিজের ভেতরকার দুর্বলতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। এই ব্যাধি আত্মার স্বাভাবিক বিনয়কে ধ্বংস করে দেয়, যা একজন মুমিনের ঈমান, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভিত্তি।

কুরআন অহংকারকে শুধু নিষিদ্ধ করেনি, বরং এটি এমন একটি নৈতিক বিকৃতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে যা মানুষকে আল্লাহর দয়া ও হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করে। কুরআন অহংকারকে সরাসরি হৃদয়ের রোগ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। সূরা আন-নাহলের ব্যাখ্যায় আমরা দেখি, আল্লাহ কখনও অহংকারীদের ভালোবাসেন না, কারণ অহংকার মানুষের হৃদয়কে এমনভাবে কঠিন করে তোলে যে তা আর আল্লাহর নৈকট্যের যোগ্য থাকে না। (সূরা আন-নাহল, ১৬:২৩)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) অহংকারকে জাহান্নামের অন্যতম দরজা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না (সহীহ মুসলিম, ১৪৭)। এই বাণীর মধ্যে মানবচরিত্রের গভীরতম সত্য লুকিয়ে আছে: সত্য গ্রহণে অনীহাই অহংকারের মূল। আর অন্য মানুষকে ছোট ভাবার প্রবণতা, এটাই কিবরের আচরণগত প্রকাশ। রাসূল (সঃ) –এর সংজ্ঞা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ করা। অর্থাৎ অহংকারের স্থান অন্তরে, কিন্তু এর প্রভাব প্রকাশ পায় আচরণে, কথায়, সিদ্ধান্তে, সম্পর্কগুলোতে।

অহংকারের বাস্তব রূপ আমাদের সমাজে নানাভাবে দেখা যায়। মাঝেমধ্যে কথার ভঙ্গিতে, কখনো আচার-ব্যবহারে, কখনো নিজের জ্ঞান, যোগ্যতা বা পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে গর্বে। এটি এমন একটি অন্তর্নিহিত মানসিক প্রবণতা, যা মানুষকে সত্যের প্রতি অন্ধ করে তোলে। যার মধ্যে অহংকার প্রবেশ করে, সে আর সত্যকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে চায় না; নিজের ভুল স্বীকার করাকে পরাজয় মনে করে। অন্যের মতামত, অধিকার বা সম্মানকে গুরুত্ব না দেওয়া, এগুলো অহংকারের স্বাভাবিক ফল।

এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। সর্বপ্রথম যে ক্ষতিটি ঘটে তা হলো, মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়। কারণ, আল্লাহর দয়ার দরজা সবসময় তাদের জন্য খোলা থাকে যারা বিনয়ী। অহংকার অন্ধ করে দেয় অন্তরকে; হিদায়াতের আলো তার মধ্যে প্রবেশ করে না। বিনয়ের পরিবর্তে অস্থিরতা, রাগ, স্বার্থপরতা এবং আত্মমর্যাদার ভ্রান্ত ধারণা তার জীবনের অংশ হয়ে যায়। সমাজেও অহংকারী মানুষ কখনো প্রিয় হয় না। তারা সম্মান দাবি করে, কিন্তু সম্মান পায় না। মানুষ তাদের সংশোধন করতে চায় না, দূরে সরে যায়। ফলে অহংকারী ব্যক্তি ধীরে ধীরে নিজেই নিজের তৈরি দেয়ালের ভেতর বন্দী হয়ে পড়ে।

অহংকারের প্রতিকার তাই আত্মার গভীর স্তরে কাজ করা ছাড়া সম্ভব নয়। সর্বপ্রথম প্রয়োজন আল্লাহর মহিমা ও নিজের অসহায়ত্বের উপলব্ধি। মানুষ মাটির তৈরি, এ চিন্তা কেবল তথ্য নয়, এটি আত্মাকে নম্র রাখার শক্তিশালী থেরাপি। যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে তার ক্ষমতা, জ্ঞান বা মর্যাদা সবই আল্লাহর দান, তখন অহংকার ভেঙে যায়। নিজেদের সীমাবদ্ধতা নিয়ে চিন্তা করা, ভুল স্বীকার করা, অন্যের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া, এই অভ্যাসগুলো মানুষকে অন্তরে বিনয়ী করে। বিনয় একটি শক্তি এটি দুর্বলতার পরিচয় নয়। যারা বড় হয়, তারা বিনয়ের মধ্যেই বড় হয়।

> অহংকারের বাস্তব রূপ আমাদের সমাজে নানাভাবে দেখা যায়। মাঝেমধ্যে কথার ভঙ্গিতে, কখনো আচার-ব্যবহারে, কখনো নিজের জ্ঞান, যোগ্যতা বা পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে গর্বে। এটি এমন একটি অন্তর্নিহিত মানসিক প্রবণতা, যা মানুষকে সত্যের প্রতি অন্ধ করে তোলে।

সৎ মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব, নিয়মিত আত্মসমালোচনা, দোয়া এবং অন্তরে বিনয় লালন করা, এসবই অহংকারের আগুনকে নিভিয়ে দেয়। ইমাম গাযালী ও ইবনুল কাইয়িম উভয়েই বলেছিলেন: অহংকারের চিকিৎসা হলো, নিজেকে বাস্তব অবস্থানে নিয়ে আসা, আর মানুষের সম্মানকে নিজের সম্মানের মতো মূল্য দেওয়া। একজন মানুষ যত বেশি মানুষকে সম্মান দেয়, তত বেশি তার হৃদয় আল্লাহর নিকট সম্মানিত হয়।

অহংকার শুধু একটি চরিত্রগত ত্রুটি নয়, এটি ধ্বংসের সূচনা। আখেরাতের জন্য এটি ভয়াবহ, এবং দুনিয়ার জীবনেও এটি সম্পর্ক, শান্তি, সম্মান সবকিছু নষ্ট করে দেয়। একজন বিশ্বাসীর কর্তব্য হলো নিজের অন্তরকে অহংকারের গোপন ফাঁদ থেকে রক্ষা করা, আর আল্লাহর সামনে নিজের সামান্যতা ও দুর্বলতাকে বারবার স্মরণ করা। কারণ সত্যিকারের সম্মান, মর্যাদা এবং সফলতা শুধু তাদের জন্যই, যারা বিনয়, কৃতজ্ঞতা এবং আল্লাহমুখী জীবনের উপর স্থির থাকে।

খতীব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

হতাশার অন্ধকারে ইসলামের আশার বার্তা

মো. মেহেদী হাসান

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মানুষ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি অস্থির। কর্মক্ষেত্রের অনিশ্চয়তা, জীবিকার চাপ, সংসারের দায়, সম্পর্কের জটিলতা, সামাজিক তুলনা, সব মিলিয়ে অনেকেই এক ধরনের নীরব মানসিক ক্লান্তি বহন করছেন। বাইরে হাসি থাকলেও ভেতরে ভাঙনের শব্দ শোনা যায়। মনে হয়, জীবন যেন কেবল দায়িত্বের তালিকা, অনুভূতির জন্য জায়গা নেই। এই জায়গাতেই মানুষ সবচেয়ে বেশি হারিয়ে ফেলে আশাকে। ইসলাম এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে না। বরং মানুষের মানসিক ভাঙনকে স্বাভাবিক বলেই গ্রহণ করে কিন্তু সেখানে থেমে যাওয়াকে গ্রহণ করে না। কুরআন মানুষের এই দুর্বল মুহূর্তেই সরাসরি কথা বলে।

আল্লাহ বলেন-"তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।" (সূরা যুমার, আয়াত ৫৩)

এই আয়াত শুধু ধর্মীয় সান্ত্বনা নয়; এটি এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি- ভুল, ব্যর্থতা বা পাপের পরেও জীবন শেষ হয়ে যায় না। মানুষ যত দূরেই সরে যাক না কেন, ফিরে আসার দরজা বন্ধ হয় না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যাকে second chance mindset বলা হয়, কুরআন সেই ধারণাকেই শত শত বছর আগে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছে।

অনেকেই ইবাদতকে শুধু পরকালমুখী বিষয় হিসেবে দেখে। কিন্তু ইসলামে ইবাদতের আরেকটি বড় দিক হলো- মানসিক ভারসাম্য। কুরআনে নামাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে- "নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবূত, আয়াত ৪৫)

এখানে 'মন্দ কাজ' শুধু বাহ্যিক পাপ নয়; এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে ভেতরের অস্থিরতা, হতাশা, আত্মঘৃণা। নামাজ মানুষকে দিনে পাঁচবার থামতে শেখায়। ব্যস্ত জীবনের মাঝখানে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে নিজের বোঝা আল্লাহর সামনে রেখে দেওয়া এটাই ইসলামের সবচেয়ে বাস্তবধর্মী মানসিক চিকিৎসা।



আজ মনোবিজ্ঞান যাকে mindfulness বা grounding practice বলে, ইসলাম সেটাই নামাজ ও দোয়ার মাধ্যমে শেখায় কোনো কোর্স ছাড়াই, কোনো খরচ ছাড়াই।

হতাশার সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো এটি মানুষকে একা করে দেয়। মানুষ কথা বলা বন্ধ করে, সাহায্য চাইতে লজ্জা পায়। ইসলাম ঠিক এই জায়গাতেই সামাজিক বন্ধনের কথা বলে।

আল্লাহ বলেন "সৎকাজ ও তাকওয়ায় একে অপরকে সহযোগিতা করো।" (সূরা মায়িদা, আয়াত ২)

এটা শুধু দান- সদকার নির্দেশ নয়; এটা মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ। পরিবারের একজন সদস্য, বন্ধুর নীরব উপস্থিতি, বা কেউ শুধু মন দিয়ে শোনা এসবই ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদতের অংশ। হতাশ মানুষের জন্য অনেক সময় উপদেশ নয়, বরং একজন শ্রোতাই সবচেয়ে বড় নিয়ামত।

কুরআন খুব বাস্তবভাবে বলে, জীবন মানেই পরীক্ষা:"আমি তোমাদের পরীক্ষা করবো ভয়, ক্ষতি, ক্ষুধা ও সম্পদের ঘাটতির মাধ্যমে।" (সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৫)

এখানে কষ্টকে কোনো অভিশাপ বলা হয়নি। বরং এটাকে জীবনের অংশ বলা হয়েছে। ইসলাম মানুষকে শেখায় কষ্ট এলে নিজেকে ব্যর্থ ভাবার দরকার নেই। বরং কষ্টের ভেতর নিজের অবস্থান মূল্যায়ন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

নবী (সঃ) বলেছেন "বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে হিসাব করে।" (তিরমিজি, হাদীস: ২৪৫৯)

এই আত্মসমালোচনা মানুষকে হতাশা থেকে বের করে বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনে। অভিযোগ নয়, বরং উপলব্ধি মানুষকে সামনে এগিয়ে নেয়।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে হতাশা একটি অস্থায়ী অবস্থা, পরিচয় নয়। মানুষ ভেঙে পড়তে পারে, কিন্তু সে ভাঙা মানুষ হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকে না। আশা, ধৈর্য ও আল্লাহর ওপর ভরসা এই তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে ইসলাম মানসিক স্থিতির ভিত্তি তৈরি করে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের resilience ধারণা আসলে ইসলামের এই শিক্ষারই নতুন ভাষা। ইসলাম মানুষকে বলে যে ভেঙেছে, সে আবার দাঁড়াতে পারে।যে পথ অন্ধকার, সেখানে আলো আসতে পারে।

হতাশার দরজার পাশেই আরেকটি দরজা থাকে ফিরে আসার দরজা। এই দরজাটা খোলার জন্য শুধু একটিই শর্ত মানুষ যেন আশা ছাড়ে না।

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

দোয়া মুসলমানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র

আবদুল্লাহ শুয়াইব



মানবজীবন এক অবিরাম যাত্রা, যা সুখ ও দুঃখ, আশা ও হতাশা, সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে এগোয়। আমরা চেষ্টা করি, সংগ্রাম করি, পরিকল্পনা করি, জ্ঞান অর্জন করি, ধন-সম্পদ সংগ্রহ করি এবং মানুষের সহায়তা আশা করি। তবু একটি গভীর সত্য আমরা অনুধাবন করি, মানুষের শক্তি সীমিত, তার সক্ষমতার সীমানা আছে। কতই না জ্ঞান, ধন বা সহায়তা থাকুক, কিছু কিছু মুহূর্তে নিজের সীমাবদ্ধতা মানুষকে বোঝায়। সেই সময়ই প্রকৃত শক্তি অনুধাবন হয়, একটি অদৃশ্য অথচ পরম শক্তির ওপর নির্ভরতা ছাড়া শান্তি ও স্থিরতা অর্জন করা সম্ভব নয়। ইসলাম সেই নির্ভরতার নাম দিয়েছে দোয়া।

দোয়া শুধু চাওয়ার প্রক্রিয়া নয়; এটি বান্দা ও আল্লাহর মধ্যকার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের এক অটুট সেতু। এটি আত্মার গভীর আবেগ, হৃদয়ের নীরব আর্তি এবং বিশ্বাসের সর্বোচ্চ প্রকাশ। যখন একজন মানুষ অবলম্বনের শেষ সীমায় পৌঁছায়, যখন প্রচেষ্টা, জ্ঞান, সম্পদ বা মানুষের সহায়তা যথেষ্ট মনে হয় না, তখন দোয়া অন্তরকে আলোকিত করে, আশা জাগায় এবং সাহস যোগায়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের স্পষ্টভাবে বলেন: "তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।" (সূরা গাফির, আয়াত ৬০) । রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন:"দোয়া ইবাদতের মূল।" (তিরমিযী, হাদিস ৩৫৪৯) ।

এই আয়াত ও হাদিস আমাদের শেখায় যে দোয়া কেবল প্রয়োজন প্রকাশ নয়; এটি ঈমানের প্রকাশ, ভরসার চূড়ান্ত রূপ, আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। যে বান্দা বেশি দোয়া করে, সে আল্লাহর নৈকট্যকে অধিকতর অনুভব করে এবং প্রিয় হয়ে ওঠে।

ইতিহাস আমাদের দেখায়, নবীগণের জীবনে দোয়ার শক্তি কতটা কার্যকর। নবী ইউনুস (আ.) যখন সমুদ্রের গভীরে মাছের পেটে বন্দী ছিলেন, তিনি দোয়ার মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছিলেন (সূরা সাহাফ, ৮৭)। নবী ইব্রাহিম (আ.) যখন জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছিলেন, দোয়া ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের কারণে আগুন তার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল (সাহিহ বুখারি ৩৮২৪, সহিহ মুসলিম ২৩৭৯)। নবী মুসা (আ.) যখন ফেরাউনের শক্তিশালী বাহিনীর মুখোমুখি ছিলেন, দোয়ার মাধ্যমে তিনি সাহস পেয়ে বিপদকে জয় করেছিলেন। এই ঘটনাগুলো আমাদের শেখায়, যে দোয়া কেবল মনোবল জাগায় না, বরং আল্লাহর অনুগ্রহে বাস্তব জীবনেও পরিবর্তন আনে।

দোয়া মানুষকে তিন ধরনের কল্যাণ দেয়। প্রথমত, আল্লাহ দোয়া কবুল করেন, যা আমরা চাই তার মতো। দ্বিতীয়ত, দোয়ার বিনিময়ে কোনো বড় বিপদ দূর করা হয়। তৃতীয়ত, দোয়া কিয়ামতের দিনে অগণিত নেকি হিসেবে জমা হয়। অতএব, একজন মুমিন কখনো দোয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

দোয়ার সর্বোচ্চ প্রভাব পেতে কিছু আদব পালন করা জরুরি। দোয়া শুরু করা উচিত আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূল (সঃ) -এর ওপর দরুদ পাঠের মাধ্যমে (সাহিহ মুসলিম, হাদিস ৪০৫)। এরপর দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা করতে হবে যে আল্লাহ তা অবশ্যই শুনবেন। দোয়া শুধু বিপদে নয়, সুখের মুহূর্তেও করতে হবে। হালাল রিজিক সচেতনভাবে গ্রহণ করা উচিত। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ফলাফল না পেলেও ধৈর্য্য হারানো যাবে না। কারণ আল্লাহর রহমত শুধুমাত্র তাদের মধ্যে নেমে আসে যারা পরীক্ষার মুহূর্তেও স্থির থাকে (সূরা বাকারাহ, আয়াত ২৮৬)।

দোয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হওয়া উচিত। নামাজের পরে, তাহাজ্জুদের সময়, আনন্দের মুহূর্তে বা দুঃখের সময়ে দোয়া করা উচিত। কারণ মানুষ ক্লান্ত হলে মানুষ তাকে ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু মুমিন ক্লান্ত হলে আল্লাহ তাকে নিজের দিকে টেনে নেন। দোয়া হলো এমন এক অস্ত্র, যা কারও ক্ষতি করে না; বরং যে এটি ব্যবহার করে তাকেই শক্তি দেয়, রক্ষা করে এবং আশার আলো দেখায়। দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত সাফল্যের দরজা খুলে দেয় দোয়া।

যার পাশে দোয়ার শক্তি আছে, তাকে কোনো পরাজয় জয় করতে পারে না। কারণ দোয়ার সঙ্গে থাকা মানেআল্লাহর সান্নিধ্য সঙ্গে থাকা। দোয়া মানে এক অন্তরঙ্গ আলাপ, যেখানে অন্তরের আর্তি আল্লাহর কাছে পৌঁছে, চোখের জল ও নীরব ব্যথা শোনার মতো কেউ নেই। দোয়া হলো মুমিনের সবচেয়ে বড় শক্তি, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়, এবং জীবনের প্রতিটি পরীক্ষায় সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহযাত্রী।

শিক্ষার্থী, কুওয়াতুল ইসলাম কামিল মাদরাসা, কুষ্টিয়া

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)



এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরকিান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা



আটলান্টিক সিটিতে বেংগল ক্লাবের উদ্যোগে বিজয় দিবসের বর্ণাঢ্য আয়োজন

সুব্রত চৌধুরী

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বর্ণাঢ্য কার র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বিকেলে বেংগল ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত এ র‍্যালিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

বিকেল চারটার পর আটলান্টিক সিটির বেদার্স ফিল্ড থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় বেদার্স ফিল্ডে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে অংশ নেওয়া গাড়িগুলোতে উড়ছিল লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা। প্রবাসের মাটিতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের চেতনায় মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা।

কার র‍্যালি চলাকালে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কালজয়ী গান বাজানো হয়। এসব গান ও সুর প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে এবং বিজয়ের আনন্দকে আরও গভীর করে তোলে।

অনুষ্ঠানে বেংগল ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলী চৌধুরী তান্নু এবং সাধারণ সম্পাদক কাজল বাড়ৈ উপস্থিত ছিলেন। তারা বিজয় দিবসের এই আয়োজনে অংশগ্রহণের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

আয়োজকেরা জানান, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও বিজয়ের চেতনা ছড়িয়ে দিতেই এই আয়োজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও জাতীয় দিবসগুলো ঘিরে এমন আয়োজন অব্যাহত থাকবে বলে জানান তারা।

মানুষে মানুষে বন্ধনের গল্প নিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কনসার্ন ইউ এস এ কে সবাই এমন ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং এ পথ পরিক্রমায় পারস্পরিক সংযোগ বৃদ্ধির প্রয়াসকে আরও দৃঢ় করার কাজে সবাইকে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

নিউইয়র্কের গুলশান টেরসে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় অধিকাংশ অভ্যাগতরা আসতে শুরু করেন। প্রথম আলো কর্মিরা অথিথিদের স্বাগত জানিয়ে উপহার প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ইনিডিয়ানা ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী ও ইউএস কংগ্রেসে শিক্ষানবিশ শিক্ষার্থী মালিহা মাহবুব চমৎকার উপস্থাপনায় সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরীকে মঞ্চে স্বাগত জানান। এরমধ্যেই চারজন কাউন্সিল উওম্যান, সিটি অফিসিয়েলসহ কমিউনিটির অগ্রসজন আসন গ্রহণ করেন। ইব্রাহীম চৌধুরী তাঁর বক্তৃতায় কমিউনিটি সংযোগের এ উদ্যোগ নেয়ার কাজে সহযোগিতা করার জন্য মানবতাবাদী সংগঠন হিউম্যান কন্সার্নকে কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন , প্রবাসে যারা নীরবে কাজ করে যান, তারা অনেকসময়েই জনসমক্ষে আসতে চান না। তাদের চিহ্নিত করে, সংযোগ সৃষ্টি করে সমাজ ও মানুষের জন্য ভালো করার ক্রমাগত প্রয়াসে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা অবিচল থাকবে।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক পত্রিকাটির কমিউনিটি বিনির্মান নিয়ে একটি ভিডিও দেখার আহ্বান জানান। তিনি তাঁর স্বাগত বক্তৃতায় বলেন, "আজকের এই কমিউনিটি কানেক্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সবার সাথে হয়তো শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে না। কিন্তু আমরা যদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসুচীতে নিজেদের ক্রমশ সম্পৃক্ত করতে পারি তাহলে এই সংযোগ সফল হয়ে উঠবে।

হিউম্যান কনস্যার্ন কতৃক বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিপন্ন মানুষের কাজের উপর একটা সংক্ষিপ্ত ভিডিও দেখানোর পর সংস্থার ইউএসএ চ্যাপ্টারের নির্বাহী প্রধান মাসুম মাহবুব তাঁর বক্তৃতা বলেন, " আজকের এই সন্ধ্যা সংযোগের—পুনরায় একে অন্যকে জানার, আপনার গল্প শোনার, আপনার অভিজ্ঞতা থেকে শেখার এবং এই অভিযাত্রায় আপনাদের যুক্ত হওয়ার আমন্ত্রণ জানানোর। আপনি যদি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, জলবায়ু সহনশীলতা বা অর্থনৈতিক সুযোগ নিয়ে ভাবেন—আপনার সমর্থন শুধু নিউইয়র্ক বা নিউ জার্সিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। তা পৌঁছাতে পারে বাংলাদেশের পরিবারগুলোর কাছে, বিপন্ন শিশুদের কাছে, সেই তরুণদের কাছে—যারা অপেক্ষায় আছে, দেখা ও সহায়তা পাওয়ার আশায়। "

হিউম্যান কনসার্ন ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান মাহমুদা খান কানাডা থেকে অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য কয়েক ঘনটার জন্য নিউইয়র্কে আসেন। তিনি তাঁর মোহনীয় বক্তৃতায় বিশ্বের বিপন্ন মানুষের জন্য তাঁর সংঠনের কাজ ও প্রয়াসকে তুলে ধরেন। তিনি প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে এমন সংযোগের কাজে উদ্যোগী হওয়ার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

বিখ্যা ফিলান্থ্রপিষ্ট সৈয়দ জাকি হোসেন যিনি ঘোষণা দিয়েছেন, মৃত্যুর আগে তাঁর সমস্ত উপার্জন মানুষের কল্যাণে দিয়ে যেতে চান। প্রচারবিমূখ সঈয়ইদ জাকি হোসেন ও তাঁর স্ত্রী রাহাত হোসেন অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকেন। জাকি নিজের প্রবাসী হওয়া এবং অর্থ উপর্জনের কষ্টকর অভিযাত্রার গল্প শুনিয়ে বলেন, কিছুই যখন আমরা সঙ্গে নিয়ে যাবো না, মানুষ ও মানবতার জন্য কাজ করে যেতে পারলে মানব জন্ম সার্থক হয়ে উঠে। হল ভর্তি দর্শক দাড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানান।

এসময় নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনীত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ জিউয়াদ্দিন আহমেদের একটি বক্তৃতার ভিডিও বার্তা দেখানো হয়। বার্তায় ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমদ বলেন, সংযোগের এ যাত্রাকে সংগঠিত করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে প্রথম বাংলাদেশি কাউন্সিলউওম্যান এবং উদীয়মান রাজনৈতিক তারকা শাহানা হানিফ কৈশোর থেকে মানুষের জন্য তাঁর লড়াইয়ের কাহিনী তুলে ধরেন। তিনি বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর ক্রমগত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ঘোহশনা করেন এবং বলেন নব নির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানীর সাথে কাজ সাধারণ মানুষের অনেক অধিকার আদায় সম্ভব হবে বলে তিন প্রত্যাশা করেন।

নিউজার্সির ফ্রাংকলিন টাউনশীপের ডেপুটি মেয়র শেফে উদ্দিন বলেন, তার জন্ম অ বেড়ে উঠা নিউজার্সির প্যাটার্সন শহরে হলেও একজন বাংলাদেশি হিসেবে নিজের উৎসের সাথে সম্পর্ক রেখেই সবাইকে নিয়ে তিনি কাজ করেন। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নারী লেখক ও সাংবাদিকদের সাথে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কের কথা বক্তৃতায় উল্লেখ করেন।

নিউজার্সির ব্রিজওয়াটার টাউনশিপের নব নির্বাচিত কাউন্সিলউওম্যান রিদওয়ানা ইসলা প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি কোন উনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁর প্রবাসী হওয়া এবং জনপ্রতিনিধি হওয়ার গল্প বলেন উদ্দীপনাময় কথামালায়। একই শহরের উপর নবনির্বাচিত কাউন্সিলউওম্যান জোয়ান গ্রেগার বাংলাদেশি অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানান।

নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটি নির্মানের এক আইকনিক নাম নার্গিস আহমেদ। শুরুতেই তাঁকে সম্মাননা জানানো হয় মঞ্চে। নীরবে কাজ করে যাওয়া এ নারীর কর্মপ্রয়াসের গল শুনে আবারও মুগ্ধ হন হল ভর্তি দর্শক শ্রোতা। নার্গিস আহমেদ বলেন, তাঁকে খুঁজে এনে প্রথম আলো এভাবে সম্মানিত করেছে। তিনি ধন্যবাদ জানান আয়োজকদের।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ও বক্তৃতা করেন পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান,লেখক সাংবাদিক হাসান ফেরদৌস, প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাইদ, জোহরান মামদানি ট্রানজিশন টিমের কাজী ফৌজিয়া, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা শামসুল হক, পরিবেশ সংগঠন ধরার সমন্বয়ক সেলিনা উদ্দিন, নাগরিক সংগঠন বাগের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সাধারণ সম্পাদক শাহানা মাসুম, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান সেলিম, এটর্নি মঈন চৌধুরি, টাইম টিভি সিইও আবু তাহের, শিল্পপতি গোলাম ফারুক ভূঁইয়া, প্রবীণ কমিউনিটি নেতা মীর চৌধুরী, ব্যবসায়ী লুবান সিদ্দিকী, সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, এসেন্সলি উওম্যান প্রার্থি মেরি জোবাইদা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদু, তার সহধর্মিণী আছিয়া আক্তার, ইন্জিনিয়ার ফজলুল হক, সাংবাদিক নাজমুল আহসান, দীপক আচার্য, আবুল কাশেম, নরুল খান, রুদ্র মাসুদ, আবৃত্তিকার এম এ সাদেক, প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতির উপদেষ্টা মামুন রাশেদ, সভাপতি ইন্জিনিয়ার প্রদুস চক্রবর্তী, গ্রি মেকানিক্যাল ইয়াংকার সিইও তোফায়েল চৌধুরি, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী আযম,মিরসরাই সমিতি ইউএসএর সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য কাজী সাইফুল আলম , মিরসরাই সমিতি সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা মজহারুল্লাহ চৌধুরি, মঈনুল হক চৌধুরী হেলাল, মুকুল হক, প্রতিষ্ঠাতা প্রধান উপদেষ্টা আবুল হাসেম, নিউইয়র্ক লায়লক্লাবের সাবেক সভাপতি আহসান হাবিব, প্রোহেলথ হোমকেয়ার সিইও মামুন উর রশিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই সভাপতি এসএম আলম, নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি এএসএম মাইনুদ্দিন পিন্টু, সালমান গ্রোবাল এক্সপ্রেস সিইও মাসুদ রানা তপন, আসাল ওজন পার্ক উইম্যান চেয়ার শাহনাজ হোসাইন, দুবাই প্রবাসী ও রিয়েল স্টেট ব্যবসায়ী ইফতেখার রানা, শিক্ষিকা সালমা ফেরদৌস, ব্যবসায়ী মাকসুদুল চৌধুরী প্রমুখ।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পরিবারের লেখক সাংবাদিক মাহবুব রহমান, এইচ বি রিতা, শেলী জামান খান, রওশন হক, রোকেয়া দীপা, সোহানা নাজনীন, ফরিদা ইয়াসমিন, রুপা খানম, শেমু আফরোজা, কান্তা কবির, রাশিদা আক্তার, ফার্মিস আক্তার, কুলসুম আখতার সুমি, মাহিন আক্তার, এম এইচ পাহলভি, মুকুল হক, আবু সাইদ, শাহানা বেগম, সুমাইয়া চৌধুরী, জাকির হোসেন, মনিজা রহমান, জেবুন্নেসা জ্যোৎস্না, গীতিকার মাহফুজুর রহমান, সায়ান সিদ্দীক, সৈয়দ উতবা, এমবি তুষার, সৈয়দ মাসুদুল কবির প্রমুখ।

নিউইয়র্কে সরকারি স্কুলে কমছে শিক্ষার্থী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সন্তানদের জন্য একটি নমনীয় ও হাইব্রিড শিক্ষাপদ্ধতি বেছে নিয়েছেন। যেখানে বাসায় পড়াশোনার পাশাপাশি সপ্তাহে একদিন সমবায়ী শিক্ষাক্রমে অংশগ্রহণ করা হয়। তিনি জানান, প্রায় ১৬ বছর আগে তার বড় সন্তানের মাধ্যমে হোমস্কুলিং শুরু করেন এবং এরপর থেকে এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন।

তার মতে, হোমস্কুলিংয়ে কিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানের আচরণ, শেখার আগ্রহ ও একাডেমিক মনোযোগে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখে উৎসাহিত হচ্ছেন। কোভিড-১৯ মহামারি পরিবারগুলোকে বুঝতে সাহায্য করেছে—কোন শিক্ষাপরিবেশ তাদের সন্তানের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম অন অ্যাপ্লায়েড ডেমোগ্রাফিক্স-এর তথ্য অনুযায়ী, গত এক দশকে নিউইয়র্কে সরকারি স্কুলে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৩১ লাখ থেকে কমে ২৮ লাখে নেমে এসেছে। একই সময়ে চার্টার স্কুল ও হোমস্কুলিংয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। বর্তমানে মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৬ দশমিক ৫ শতাংশ চার্টার স্কুলে এবং প্রায় ১ দশমিক ৮ শতাংশ হোমস্কুলিং ব্যবস্থায় পড়াশোনা করছে।

গবেষকরা এই পরিবর্তনকে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা হিসেবে নয়, বরং একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর হিসেবে দেখছেন। শিক্ষার বিকল্প সুযোগ বাড়ায় পরিবারগুলো এখন তাদের মূল্যবোধ ও সন্তানের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি বেছে নিচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে স্কুল জেলাগুলোকে সম্পদ বণ্টন, পুরোনো অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা এবং নতুন কর্মসূচি সম্প্রসারণ নিয়ে নতুন করে ভাবতে হতে পারে।

হোমস্কুলিংয়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে আশিমা-আট বলেন, যথাযথ প্রতিশ্রুতি ও দৃঢ়তা থাকলে অভিভাবকরাই সফলভাবে সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে পারেন। যদি তারা সঠিক শিক্ষাপদ্ধতি খুঁজে পান।

২৫ তারিখে দেশে ফিরছেন তারেক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জিয়ার জন্য দোয়া করবেন। আপনাদের সামনে যে পরিকল্পনা তুলে ধরেছি আল্লাহ যেন আমাকে সেই তৌফিক দেন। দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য সেই কাজগুলো যেন করতে পারি।

তিনি বলেন, আমি একটি বিনীত অনুরোধ করতে চাই। কী সেই বিনীত অনুরোধ। আপনাদের সঙ্গে আমি ১৮ বছর ছিলাম। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেক মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আপনাদের সঙ্গে বহু স্মৃতি আমার রয়ে গিয়েছে, আপনাদের সঙ্গে বহু দুঃখ কষ্ট আমি শেয়ার করেছি।

তিনি আরও বলেন, আপনারা বিভিন্ন সময় যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের প্রবাসী বিশেষ করে যারা জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশি রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন আপনারা বহু মানুষ বিভিন্ন সময় আমার, আমার পরিবারের ও দলের বিপদের সময় আমাকে মানসিকভাবে সাহস দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন, সমর্থন যুগিয়েছেন।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ২৫ তারিখে ইনশাআল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর রহমতে আমি দেশে ফিরে যাব। কিন্তু এখানে উপস্থিত, এই ঘরে উপস্থিত প্রত্যেকটি মানুষের কাছে আমার অনুরোধ, দয়া করে কেউ আপনারা এয়ারপোর্টে সেদিন যাবেন না।

তিনি বলেন, এয়ারপোর্টে গেলে একটি হট্টগোল তৈরি হবে এবং মানুষ জানবে যে এরা সব বাংলাদেশি। এতে দেশের সুনাম নষ্ট হবে, দলের সুনাম নষ্ট হবে। আমার আজকের এই অনুরোধ যারা রাখবেন, আমি ধরে নেবো তারা দল এবং সর্বোপরি দেশের সম্মানের প্রতি মর্যাদা রাখবেন। আর আমার মানা করা সত্ত্বেও আমার অনুরোধ করার পরেও যারা যাবেন, আমি ধরে নেব তারা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সেখানে গিয়েছেন।

তারেক রহমান বলেন, আমি এক বছর আগে আপনাদের বলেছিলাম, সামনে কিন্তু আমাদের কঠিন সময়। ষড়যন্ত্র থেমে নেই এবং এই নির্বাচনও কিন্তু খুব সহজ নয়। আপনারা অনেকেই কিন্তু ব্যাপারটা এখন বুঝতে পারছেন। এক বছর আগে যা বলেছি, সেটা কিন্তু হচ্ছে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

তারেক রহমান নিজের বক্তব্যে বাংলাদেশকে একটি সুখী, কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে তার প্রণীত দেশ গড়ার পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

ওসমান হাদি আর নেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি বুধবার হাদিকে দেখতে হাসপাতালে যান। পরে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরে নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছিলেন ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র হাদি। রাজধানীর পল্টনের কালভার্ট রোড এলাকায় ঘাতকরা তাকে গুলি করে। মাথায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে নেওয়া হয় এভারকেয়ার হাসপাতালে। গত সোমবার দুপুরে উন্নত চিকিৎসার জন্য সরকার দ্রুত এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়। এ সময় হাদির অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন ছিল। সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিলেন তিনি।

এরপরও পরিবারের সম্মতি নিয়ে বৃহস্পতিবার ওই হাসপাতালের চিকিৎসকরা সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়ে তার মস্তিষ্ক থেকে গুলি বের করার জন্য অস্ত্রোপচার করেন। কিন্তু তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। মৃত্যুবরণ করেন হাদি। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ রাজনৈতিক দলের নেতারা তার এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এদিকে হাদির মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। সাধারণ মানুষ ও ছাত্ররা রাস্তায় নেমে আসে। ঢাকায় শাহবাগ অবরোধ করা হয়। সেখানে জুলাই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রনেতারা বক্তব্য দেন। তারা অবিলম্বে খুনীদের ভারত থেকে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করার দাবি জানান। পাশাপাশি পলাতক শেখ হাসিনাকে ফেরতসহ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে পদত্যাগের দাবি জানান। এছাড়া বিক্ষুব্ধ মানুষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা-ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় দেশে আসবে ওসমান হাদির মরদেহ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখভাগের অকুতোভয় যোদ্ধা ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ শুক্রবার সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুর থেকে দেশে আনা হবে।

এনসিপির স্বাস্থ্য সেলের প্রধান ও হাদির চিকিৎসায় নিয়োজিত থাকা ডা. আব্দুল আহাদ সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'ওসমান হাদির মরদেহ শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ বিমানের একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইট স্থানীয় সময় বিকাল সাড়ে ৩টা ৫০মিনিটে সিঙ্গাপুর থেকে রওয়ানা হয়ে সম্ভাব্য সময় সন্ধ্যা ৬টা ৫মিনিটে ঢাকায় অবতরণ করবে।'

এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা

ওসমান হাদির মৃত্যুতে শনিবার এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বৃহস্পতিবার রাতে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে এমনটি জানান প্রধান উপদেষ্টা।

প্রধান উপদেষ্টা জানিয়েছেন, হাদির হত্যার সাথে যাদের নাম আসবে তাদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনা হবে। তিনি সবাইকে ধৈর্য্য ধারণের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান ওসমান হাদির স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানের দায়িত্বে নেবে রাষ্ট্র।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস জানিয়েছেন শনিবার সরকারি আধা সরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

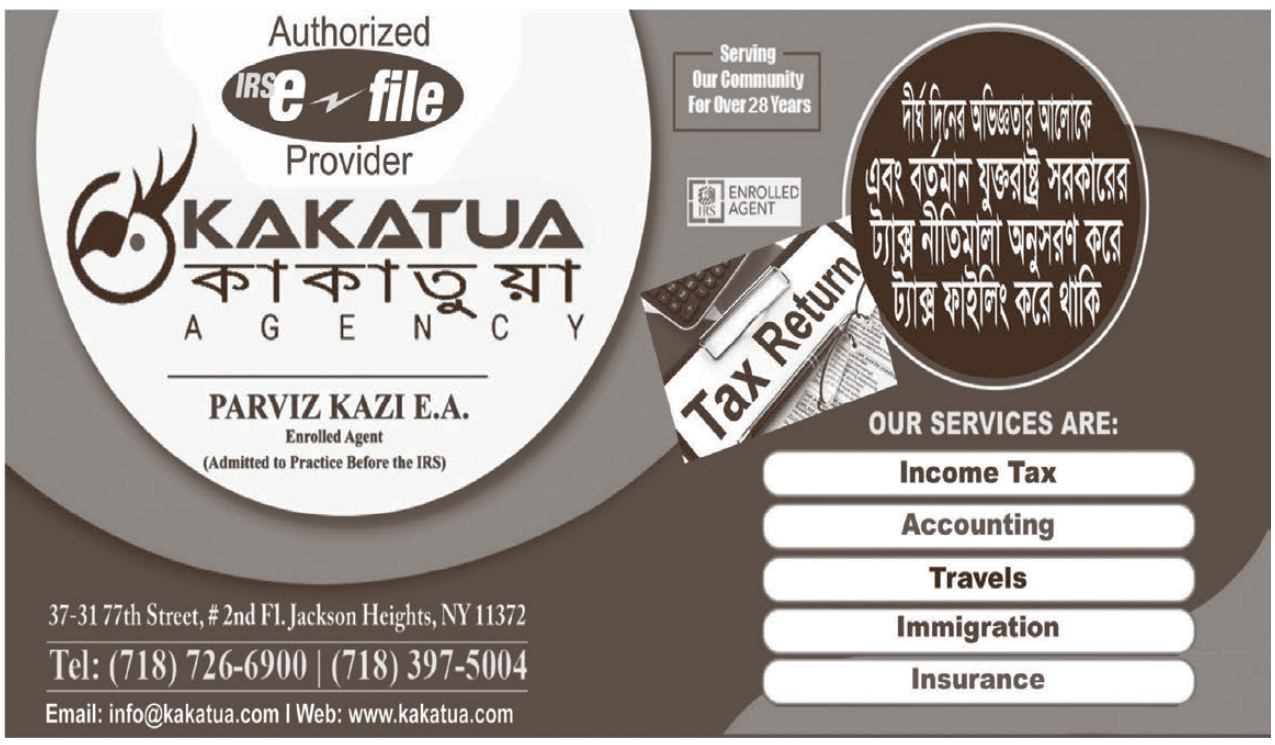
হাদির মৃত্যুতে তারেক রহমানের শোক

ইনকিবাল মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

বৃহস্পতিবার রাতে নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পোষ্টে তারেক রহমান লেখেন, আমি শরীফ ওসমান হাদির মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে গভীরভাবে শোকাহত। আল্লাহ যেন তার রুহের মাগফিরাত করেন। তার এই অকাল শহীদি মৃত্যু আবারও মনে করিয়ে দিল-রাজনৈতিক সহিংসতা কত বড় মানবিক মূল্য দাবি করে।

হাদি ছিলেন এক সাহসী রাজনৈতিক কর্মী এবং নির্ভীক কণ্ঠস্বর, যিনি সব সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র হিসেবে তিনি জুলাইয়ের যোদ্ধাদের অধিকার রক্ষা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধরে রাখা এবং জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষায় অসাধারণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

আমি তার শোকাহত পরিবার, স্বজন ও সহযোদ্ধাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। একই সঙ্গে অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, দ্রুত তদন্ত করে অপরাধীদের গ্রেফতার, শাস্তি এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে।





বিজয় দিবসে ঢাকার ওসমানী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস এবং উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের কাছ থেকে পদক নিচ্ছেন কল্লোল আহমদ

কল্লোল আহমদ দম্পতি পেলেন শিল্প ও বিনিয়োগ খাতে সর্বোচ্চ সম্মাননা

বিশেষ প্রতিনিধি

শিল্প ও বিনিয়োগ খাতে অবদানের জন্য বাংলাদেশে প্রবাসী পর্যায়ে স্বীকৃতির শীর্ষ সম্মান "সিআইপি" (কমার্শিয়ালি ইমপোর্ট্যান্ট পার্সন) সম্মাননা এবার শ্রেষ্ঠ শিল্প বিনিয়োগকারী দম্পতি কল্লোল আহমদ ও তাঁর স্ত্রী-এর কপালে ঝুলেছে। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার ওসমানী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস এবং উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল-এর হাত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ পদক হস্তান্তর করা হয়।

এবার মোট ৮৬ জন বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশিকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সিআইপি হিসেবে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কল্লোল আহমদ একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সরাসরি বাংলাদেশে শিল্পে বিনিয়োগের জন্য এই শীর্ষ সম্মান অর্জন করেন।

সিলেটের সন্তান কল্লোল আহমদ একজন উদীয়মান ও সফল ব্যবসায়ী। দীর্ঘদিন ধরে তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে শিল্প বিনিয়োগ করে আসছেন। প্রবাসী অবস্থায় ধারাবাহিক বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেই তিনি এই সম্মাননা লাভ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রিমিয়াম ফুড ইন কর্পোরেট-এর মতো ব্যবসা পরিচালনার পাশাপাশি তিনি জনহিতকর ও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় ভূমিকা রেখে দেশে ও প্রবাসে একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত।

অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস বলেন, প্রবাসীরা শুধু রেমিট্যান্স পাঠানোর মাধ্যমেই নয়, বরং সরাসরি বিনিয়োগ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির দুয়ার গ্লোবাল বিনিয়োগকারীদের জন্য আরও উন্মুক্ত করতে হবে, যাতে দেশ বৃহত্তর ব্যবসায়িক সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

কল্লোল আহমদ দম্পতির এই অর্জন বাংলাদেশে প্রবাসী শিল্প বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত। এটি প্রমাণ করে যে প্রবাসে থেকেও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর অবদান রাখা সম্ভব। এ উপলক্ষে প্রথম আলো উত্তরা আমেরিকা-এর পক্ষ থেকে কল্লোল আহমদ দম্পতিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে চাকরির প্রবৃদ্ধি মন্থর, বেকারত্ব চার বছরের সর্বোচ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রে নভেম্বরে চাকরি সৃষ্টির গতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে, যা শ্রমবাজারে গতি হারানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে। দেশটির শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিএলএস)-এর সর্বশেষ তথ্যে দেখা গেছে, বেকারত্বের হার বেড়ে ৪ দশমিক ৬ শতাংশে পৌঁছেছে। যা গত চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে যোগ হয়েছে মাত্র ৬৪ হাজার নতুন চাকরি। অক্টোবরে তীব্র পতনের পর এই সামান্য বৃদ্ধি শ্রমবাজারের চলমান চ্যালেঞ্জকে আরও স্পষ্ট করেছে। সাম্প্রতিক সরকারি শাটডাউনের কারণে তথ্য সংগ্রহে বিঘ্ন ঘটায় প্রতিবেদনটি স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় দেরিতে প্রকাশ করা হয়। সংশোধিত তথ্যে দেখা গেছে, অক্টোবরে চাকরি সংখ্যা কমেছে ১ লাখ ৫ হাজার। ২০২০ সালের শেষ দিকের পর যা মাসভিত্তিক সবচেয়ে বড় পতন। এর বড় একটি অংশ এসেছে ফেডারেল সরকারি চাকরি হ্রাস থেকে, যা সামগ্রিক চাকরি প্রবৃদ্ধির ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করেছে।

শ্রমশক্তিতে নতুন করে মানুষ যুক্ত হলেও বেকারত্ব বেড়েই চলেছে। দীর্ঘমেয়াদি বেকারত্ব ২০২১ সালের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। পাশাপাশি, পূর্ণকালীন চাকরি না পেয়ে খণ্ডকালীন কাজে যুক্ত হওয়ার হারও বেড়েছে।

শ্রমবাজারের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ফেডারেল রিজার্ভ। অর্থনৈতিক গতি শ্লথ হওয়ার লক্ষণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক টানা তৃতীয় বৈঠকে সুদের হার কমিয়েছে, যাতে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতি আসে। তবে ২০২৬ সালে আরও সুদ কমানোর প্রয়োজন হবে কি না—এ নিয়ে নীতিনির্ধারকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় আর্থিক বাজারে সতর্কতা দেখা গেছে। প্রধান শেয়ার সূচকগুলো দিনের শুরুতে নিম্নমুখী ছিল এবং মার্কিন ডলার সামান্য দুর্বল হয়েছে। বিনিয়োগকারীরা শ্রমবাজারের এই মন্থরতা কতদিন স্থায়ী হবে এবং ভবিষ্যৎ মুদ্রানীতিতে এর প্রভাব কী হতে পারে—তা নিয়ে হিসাব-নিকাশ করছেন।



সীমান্ত হত্যা বন্ধের বার্তা দিতে 'ফেলানী অ্যাভিনিউ' উদ্বোধন

উপদেষ্টা আদিলুর রহমান

ঢাকা অফিস

সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে নিহত কিশোরী ফেলানীর স্মৃতিকে অম্লান রাখতে এবং সীমান্ত হত্যা বন্ধের জোরালো দাবি প্রতিষ্ঠা করতেই ফেলানীর নামে সড়কের নামকরণ। এমনটাই বলেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) উদ্যোগে গতকাল মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) মহান বিজয় দিবসে গুলশান-২ গোলচত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গুলশান-২ থেকে প্রগতি সরণি পর্যন্ত সড়কটির নামফলক উন্মোচন করা হয় 'ফেলানী অ্যাভিনিউ' নামে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, 'আমাদের বোন ফেলানী কাঁটাতারে ঝুলন্ত অবস্থায় জীবন দিয়েছিল। তার প্রতি কী ধরনের নিষ্ঠুরতা চালানো হয়েছিল, সেটি বাংলাদেশের মানুষের কাছে এবং বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিদিন মনে করিয়ে দিতেই সড়কটির নাম "ফেলানী অ্যাভিনিউ" নামে নামকরণ করা হয়েছে।'

তিনি জানান, এই নামকরণের মাধ্যমে দেশের মানুষের সীমান্ত হত্যা বন্ধের সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি যোগ করেন, একই সঙ্গে বিশ্ব বিবেকের কাছে সীমান্ত হত্যার মতো একটি 'জঘন্য পরিস্থিতি' বিরাজ করছে—এই বার্তাটি তুলে ধরাই আজকের এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান জোর দিয়ে বলেন, বর্তমান সরকার সব ধরনের সীমান্ত হত্যা বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, এই অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে এবং মহান বিজয়ের দিনে সীমান্ত হত্যার বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে ফেলানীর নামে এই সড়কের উদ্বোধন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ফেলানী হত্যাকাণ্ড নিয়ে সরকারের অবস্থান আরও স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, 'ফেলানী হত্যাকাণ্ড নিছক একটি হত্যাকাণ্ড নয়, এটি একটি সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা।' তাঁর মতে, এই নামকরণ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে একটি জোরালো বার্তা পৌঁছে দেবে। অনুষ্ঠানের শেষে ডিএনসিসি মসজিদের ইমাম মাওলানা আনসার উল করিম দোয়া পরিচালনা করেন।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার অনন্তপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত হয় ১৪ বছরের ফেলানী। তার লাশ অন্তত পাঁচ ঘণ্টা কাঁটাতারে ঝুলে ছিল। সেই ছবি দেশি-বিদেশি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হলে সমালোচনার ঝড় ওঠে।

পুলিশি বাধায় পণ্ড ভারতীয় হাইকমিশন ঘেরাও কর্মসূচি

ঢাকা অফিস

জুলাই অভ্যুত্থানের একাধিক সংগঠনের মোর্চা জুলাই ঐক্যের ডাকা 'মার্চ টু ইন্ডিয়ান হাইকমিশন' আটকে দিয়েছে পুলিশ। ভারতীয় হাইকমিশন ঘেরাওয়ের উদ্দেশে মোর্চার নেতা-কর্মীরা রামপুরা ব্রিজ থেকে মিছিল নিয়ে উত্তর বাড্ডার হোসেন মার্কেট এলাকায় পৌঁছালে সেখানে ব্যারিকেড দিয়ে তাদের আটকে দেওয়া হয়।

এ সময় বিক্ষোভকারীদের একাংশ সড়কে বসে পড়ে। অপর অংশ ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

এদিন বেলা সোয়া ৩টার দিকে রামপুরা ব্রিজ থেকে মিছিলটি শুরু হয়। কয়েকশ বিক্ষোভকারী 'দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা, ঢাকা' সহ বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে ভারতীয় হাইকমিশনের দিকে এগুতে থাকেন। বিকেল ৪টার দিকে উত্তর বাড্ডায় তাদের আটকে দেওয়া হয়।

গুলশান জোনের এক সহকারী কমিশনার বলেন, জুলাই ঐক্যের ব্যানারে করা কর্মসূচি উত্তর বাড্ডার হোসেন মার্কেটের সামনে আটকে দেওয়া হয়েছে। তারা ব্যারিকেড ভাঙতে চাইলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এতে কেউ আহত হয়নি।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গুলশান বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) রওনক আলম বলেন, 'নিরাপত্তার জন্য আমরা সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছি। বাড্ডা এলাকায় মিছিলকারীদের মিছিল আটকে দেওয়া হয়। তারা বিকেলেই সেখান থেকে চলে যায়। এরপর যান চলাচলও স্বাভাবিক হয়।'

জুলাই ঐক্যের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জুলাই অভ্যুত্থানের সময় দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাজাপ্রাপ্তদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে এবং 'ভারতীয় প্রক্সি রাজনৈতিক দল ও সরকারি কর্মকর্তাদের অব্যাহত ষড়যন্ত্রের' অভিযোগে 'মার্চ টু ইন্ডিয়ান হাইকমিশন' কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
Bangladesh Society, Inc.
86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সাধারণ সভা

তারিখ : ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫, রোববার ◆ সময় : সন্ধ্যা ৫টা
স্থান : কুইন্স প্যালেস, 37-11 57th St, Woodside, NY 11377

বাংলাদেশ সোসাইটির সম্মানিত আজীবন সদস্য ও নবায়নকৃত সাধারণ সদস্যবৃন্দ আসছে আগামী ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫, রোববার বাংলাদেশ সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় আপনার উপস্থিতি বিশেষভাবে কামনা করছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:- বার্ষিক এই সাধারণ সভা শুধুমাত্র ৩০ নভেম্বর , রোববার ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত যারা সোসাইটির আজীবন সদস্য অথবা সাধারণ সদস্য পদ গ্রহণ করেছেন কেবলমাত্র তাঁরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

আলোচ্য বিষয়

◆ সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ◆ কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট ◆ গঠনতন্ত্র সংশোধনীর প্রস্তাবনা উত্থাপন ◆ বিবিধ

অনুরোধক্রমে

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান *(সিনিয়র সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, মো: কামরুজ্জামান কামরুল *(সহ-সভাপতি)* ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯, আবুল কালাম ভূইয়া *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)* ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি) *(কোষাধ্যক্ষ)*, ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২, ডিউক খান *(সাংগঠনিক সম্পাদক)* ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯, অনিক রাজ *(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)* ৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩, রিজু মোহাম্মদ *(প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক)* ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, জামিল আনসারী *(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)* ৩৪৭-৮৩৩-১০২৮, মো: আখতার বাবুল *(সাহিত্য সম্পাদক)* ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, আশ্রাব আলী খাঁন লিটন *(ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক)* ৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯, মোহাম্মদ হাসান (জিলানী) *(স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক)* ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩, *কার্যকরী সদস্য:* হারুন উর রশিদ ৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮, জোহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮, মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, আবুল কাশেম চৌধুরী ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, মুনসুর আহমেদ ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও হাছান খান ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

প্রচারে: রিজু মোহাম্মদ, *প্রচার সম্পাদক*

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Tax Preparation
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
  (No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী



এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ফ্যাক্স সার্ভিস ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২



মিশিগানে সাংবাদিকদের সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সুব্রত দে'র মতবিনিময়

মিশিগান প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সফরে আগত বাংলাদেশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সুব্রত দে মিশিগানে বাংলা প্রেসক্লাব অব মিশিগান ইউএসএ এর নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেছেন। গত ১৪ ডিসেম্বর (রবিবার) সন্ধ্যায় হ্যামট্রাম্যাকের হলরুকে অবস্থিত বাংলা সংবাদের কার্যালয়ে এই মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মত বিনিময় সভার শুরুতেই প্রধান অতিথি সুব্রত কুমার দে কে স্বাগত জানান বাংলা সংবাদের সম্পাদক ও প্রকাশক ইকবাল ফেরদৌস। এ সময় ফুল দিয়ে অতিথি সুব্রত কুমার দে'কে বরণ করেন বাংলা প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও অতিথি সুব্রত কুমার দে'কে প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

বাংলা প্রেসক্লাব অব মিশিগান ইউএসএ-এর সভাপতি ও প্রথম আলো'র মিশিগান প্রতিনিধি পার্থ দেবের সভাপতিত্বে ও বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও নিউজ ২৪ টেলিভিশনের মিশিগান প্রতিনিধি জুয়েল খানের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সুব্রত দে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সুব্রত কুমার দে অভিবাসী বাংলাদেশিদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে যাচ্ছেন। এই প্রতিযোগিতা মুলক বিশ্বে বাংলাদেশিরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিদেশের মাটিতে একটা সম্মানজনক জায়গা করে নিয়েছেন এটা আমাদের জন্য গর্বের।

বক্তব্য রাখেন বাংলা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ সভাপতি ও ভয়েস অব মিশিগানের সম্পাদক শফিক রহমান, যমুনা টেলিভিশনের যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি ইকবাল ফেরদৌস, এন টিভির মিশিগান প্রতিনিধি মাহমুদুল হক লিটু।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি নেতা মানবেশ রায় ও আবাসন ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর হোসেন।

মোদির ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে বিবৃতি জারি করতে হবে: আখতার

ঢাকা অফিস

মহান বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেওয়া বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। একই সঙ্গে অবিলম্বে অন্তর্বর্তী সরকারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে দায়িত্ব নিয়ে মোদির 'ইতিহাস বিকৃতি'র বিরুদ্ধে বিবৃতি জারির আহ্বান জানিয়েছেন এই নেতা।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় 'মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আগ্রাসনবিরোধী যাত্রা' শেষে সমাবেশে আখতার এসব কথা বলেন।

সমাবেশে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ১৬ ডিসেম্বরকে নরেন্দ্র মোদি ভারতের বিজয় দিবস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাংলাদেশের বিজয় দিবসকে, বাংলাদেশের জনযুদ্ধকে, বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামকে ভারতের বিজয় হিসেবে দেখানোর মধ্য দিয়ে নরেন্দ্র মোদি দৃশ্যত ইতিহাস বিকৃতি করেছেন।'

Tax & Immigration Services



MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e-file

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES



আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি



(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫



ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউজার্সির বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউ জার্সির উদ্যোগে গত ১৩ ডিসেম্বর শনিবার যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয়েছে বিজয় দিবস ২০২৫। নিউ জার্সির নিউ ব্রান্সউইকে রাটগার্স ইউনিভার্সিটির কলেজ অ্যাভিনিউ স্টুডেন্ট সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনটি পরিণত হয় এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক মিলনমেলায়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি-আমেরিকান শিশু ও কিশোরদের পরিবেশনা। জন্ম বা বেড়ে ওঠা আমেরিকায় হলেও মাটি ও সংস্কৃতির টানে তারা গেয়েছে দেশের গান, নেচেছে বাংলাদেশের সুরে—পরম মমতা ও আবেগ নিয়ে। তাদের পরিবেশনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে শেকড়ের সঙ্গে এক গভীর আত্মিক সম্পর্ক।

নৃত্য পরিবেশনায় অংশ নেয় শিশু শিল্পীরা—অনিমা, আইজা, জিবা, শেহরিশ, আইশা, এলিনা, জয়া, সিয়ানা, তানিশা, প্রিয়তা, নাশিতা, ফারিন, ফিমা, সারিনা, নোরা ও তারানা। শিশু নৃত্য বিভাগের নির্দেশনায় ছিলেন ফাহমিনা জাব্বার উর্মি।

শিশুদের গান পর্বে অংশগ্রহণ করে ফারাজ, ওয়াফিক, জুহায়ের, শেহরিশ, সারা, এহসান, আয়ান, জয়া, হুতম, রিক, প্রিয়তা, রায়ান, জিবা ও নোভা। এই পর্বের নির্দেশনায় ছিলেন ফারহানা আখতার তুলি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি শিল্পী হিসেবে ভার্জিনিয়া থেকে অংশ নেন শোয়েব রহমান বাপ্পি, যাঁর উপস্থিতি ও পরিবেশনা অনুষ্ঠানকে করে তোলে আরও প্রাণবন্ত।

নৃত্য, গান ও সুরের মাধ্যমে এসব নবপ্রজন্মের শিল্পীরা বহুজাতির দেশ আমেরিকায় বসবাস করেও তাদের শেকড়ের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে। বিজয় দিবসের এই আয়োজন প্রমাণ করে—প্রজন্ম বদলালেও ইতিহাস, পরিচয় ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অটুট।



বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউ জার্সির উদ্যোগে আয়োজিত বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান। ব্রান্সউইকে রাটগার্স ইউনিভার্সিটির কলেজ অ্যাভিনিউ স্টুডেন্ট সেন্টার।

বিটিএসপি নির্বাচনে ঐতিহাসিক ঐক্য

মোহাম্মদ ইসলাম আরিফ

ফিলাডেলফিয়ার বাংলাদেশি কমিউনিটির অন্যতম বৃহৎ ও প্রভাবশালী সংগঠন বাংলাদেশ ট্যাক্সি সোসাইটি অব ফিলাডেলফিয়া (বিটিএসপি)-এর ২০২৫–২০২৭ মেয়াদের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদ ও নির্বাচন কমিশনের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

গত ১৩ ডিসেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আমীর হোসাইন অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের উপস্থিতিতে এই ঘোষণা দেন। এর আগে শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগঠনের নির্বাচন সম্পন্ন হয়, যা কমিউনিটিতে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে।

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন গোলাম মোস্তাফা (টিপু) এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মোঃ মাহিদুন নবী (রুকু)। সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মহিউদ্দিন আহমেদ এবং সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মোহাম্মদ বাবু চৌধুরী।

এছাড়া সহকারী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে গোলাম মঈন উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ হিসেবে সাইফুল ইসলাম, সহকারী



কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নূর আলম চৌধুরী (বিপু), সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে এফ. এন. ইউ. রাশিদুজ্জামান (সোহেল), দপ্তর সম্পাদক হিসেবে আবদুল্লাহ আল আমিন (চাঁন), প্রচার সম্পাদক হিসেবে মোঃ মিজানুল হক চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে নূর হোসেন (এরশাদ) এবং সমাজকল্যাণ সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ শাহ আলম নির্বাচিত হয়েছেন। কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন সরওয়ার আলম, মোহাম্মদ এ. হোসাইন ও কাজী এম. আসাদুজ্জামান (শামীম)।

উপদেষ্টা পরিষদে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আজম মাহাবুবুর রহমান। উপদেষ্টা পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা হলেন মোঃ সাইদুজ্জামান (ড্যানি), শাকাওয়াত হোসাইন (টিপু), মোহাম্মদ শাহজাহান ও মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন। নবগঠিত নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা হলেন মোহাম্মদ আবদুল খালেক, কামাল উদ্দিন ভুট্টো, আবদুস সবুর তনু ও মোঃ সাইফুল ইসলাম।

নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ এক যৌথ প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তারা বিটিএসপিকে আরও শক্তিশালী, গতিশীল ও গণমুখী সংগঠনে রূপান্তরিত করতে কাজ করবেন এবং ফিলাডেলফিয়ার বাংলাদেশি ট্যাক্সি শ্রমিক ও কমিউনিটির সার্বিক কল্যাণে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবেন।

এই নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া ও ঐক্যের যে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে, তা কমিউনিটির কাছে একটি ঐতিহাসিক অর্জন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশি সংগঠনগুলোর জন্য একটি অনুকরণীয় উদাহরণ হয়ে থাকবে। বিটিএসপি পরিবারের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত সকল নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশি গাড়িচালকের ওপর হামলা নিউইয়র্কে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



নিউইয়র্কে গাড়ি চালানোর সময় সাইদুর রহমান (২৩) নামে এক বাংলাদেশি যুবকের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। গত বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার সময় লা–গার্ডিয়া বিমানবন্দর অভিমুখী ব্রুকলিন–কুইন্স এক্সপ্রেসওয়েতে এই ঘটনা ঘটে। সাইদুর রহমানের বাড়ি চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে। তিনি নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বসবাস করেন।

জানা গেছে, ড্রাইভ করার সময় রং সাইড থেকে আসা একটি গাড়ি সাইদুর রহমানের গাড়িকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এরপর তিনি পুলিশকে ফোন করে সাহায্য চাইলে অপর গাড়িরচালক ক্ষিপ্ত হয়ে তার গাড়ির সাইড লুকিং গ্লাস ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি দেখার জন্য সাইদুর গাড়ি থেকে নামলে হামলাকারী তাকে ঘুষি মারতে থাকে। এ সময় মাথা ও ঘাড়ে একাধিক আঘাতে তিনি রাস্তায় পড়ে যান।

সাইদুর রহমান জানান, আমি পুলিশে কল দেওয়ার পরপরই সে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ এসে আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করায়।

এদিকে ঘটনার পর স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তারা এই ঘটনায় তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুত অভিযুক্তের বিচারের দাবি জানিয়েছে।

ইউএসসিআই'র নতুন ফটো নীতি, ইমিগ্রেশন ডকুমেন্টে তিন বছরের সীমা

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা (ইউএসসিআই) তাদের ইমিগ্রেশন ডকুমেন্টে ব্যবহৃত ছবির নিয়ম কঠোর করেছে। নতুন নীতির আওতায় পূর্বের ছবিগুলো শুধুমাত্র তিন বছরের মধ্যে তোলা হলে পুনঃব্যবহার করা যাবে। এর আগে এই সময়সীমা ছিল দশ বছর।

নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, স্ব-প্রেরিত ছবি গ্রহণ বন্ধ করা হয়েছে এবং সব ছবি অফিসিয়াল ইউএসসিআই বায়োমেট্রিক অ্যাপয়েন্টমেন্টে নেওয়া হবে। কর্মকর্তারা যে কোনো সময় নতুন ছবি চাওয়ার অধিকার রাখবেন, এমনকি তিন বছরের সীমার মধ্যে থাকলেও।

ইউএসসিআই জানিয়েছে, নতুন নীতি নিরাপত্তা বাড়াতে সাহায্য করবে এবং আবেদনকারীর বর্তমান পরিচয় যাচাই সহজ করবে। তবে এর ফলে নবায়ন বা স্ট্যাটাস পরিবর্তনের জন্য অতিরিক্ত বায়োমেট্রিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রয়োজন হতে পারে, যা প্রাথমিকভাবে প্রসেসিং সময় কিছুটা দীর্ঘ করতে পারে।

এই পরিবর্তন ইউএসসিআই'র পরিচয় যাচাই প্রক্রিয়ার আধুনিকায়নের অংশ। আবেদনকারীদের পরবর্তী বায়োমেট্রিকস প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাতে বিলম্ব না ঘটে।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.


RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

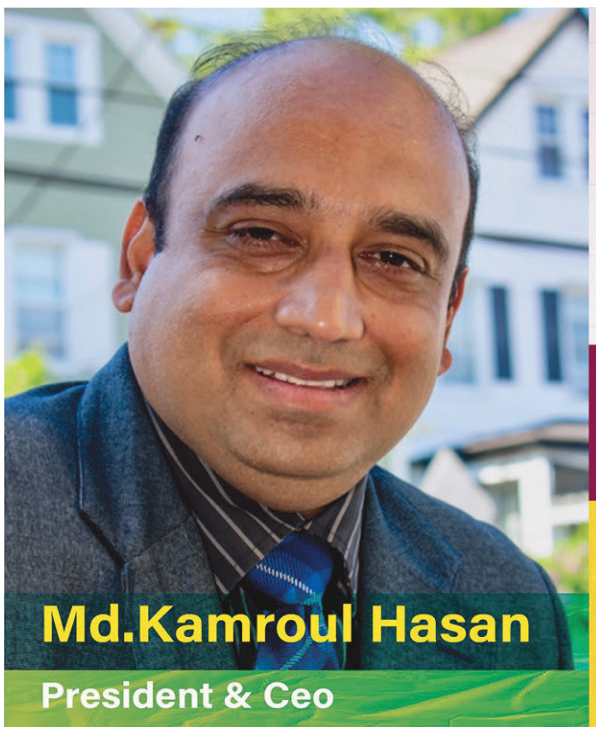

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER
MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com


Md.Kamroul Hasan
President & Ceo

YOURHOMESOLD GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise
YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT
আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN TAXI SERVICES INC

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়



PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

দুই মিত্র জোটের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

আসন ভাগাভাগি

১২ দলীয় জোট ও জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটকে একটি করে আসনে ছাড়ের ইঙ্গিত।

যুগপৎ আন্দোলনে থাকা সব দলকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠনের দাবি তুলেছেন মিত্র জোটের নেতারা। তাঁদের দাবি, জাতীয় সরকারে যেন সব দলকেই মূল্যায়ন করা হয়।

ঢাকা অফিস

আসন ভাগাভাগি নিয়ে সৃষ্ট মতবিরোধ নিষ্পত্তিতে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা দল ও জোটগুলোর সঙ্গে বৈঠক শুরু করেছে বিএনপি। গতকাল বুধবার প্রথম দিনের বৈঠকে ১২ দলীয় জোট ও জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটকে একটি করে আসনে ছাড়ের ইঙ্গিত দিয়েছে দলটি। এ ছাড়া ১২ দলীয় জোটকে আরেকটি আসন ছাড় দেওয়া নিয়েও আলোচনা আছে। এই দুই জোটের অন্য দলগুলোকে বিএনপির পক্ষ থেকে ভিন্নভাবে মূল্যায়নের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

গতকাল রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও বিকেলে ১২ দলীয় জোটের সঙ্গে বৈঠক করে বিএনপির লিয়াজোঁ কমিটি। বৈঠকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ও ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু অংশ নেন।

সূত্র বলছে, ১২ দলীয় জোটের প্রধান ও জাতীয় পার্টির (জাফর) মোস্তফা জামাল হায়দার এবং জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সমন্বয়ক ও এনপিপির চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান ফরহাদকে আসন দেওয়ার ব্যাপারে সবুজসংকেত দেওয়া হয়েছে, যার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে ২০ ডিসেম্বর।

এদিকে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি), ৬ দলীয় জোট গণতন্ত্র মঞ্চ ও গণফোরামের সঙ্গে বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) আসন ভাগাভাগি নিয়ে বৈঠকে বসবে বিএনপি। শুক্রবার জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম), বাম গণতান্ত্রিক ঐক্য ও বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে। সবশেষে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সঙ্গে বৈঠক করবে বিএনপি।

১২ দলীয় জোট ও সমমনা জোটের বৈঠক সূত্র জানায়, কিশোরগঞ্জ-৫, কুষ্টিয়া-২ আসনসহ কয়েকটি আসনে প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছে দুই জোটের মিত্ররা। বিএনপির হাইকমান্ড তাদের আশ্বস্ত করেছে, এই বিষয়গুলো ইতিবাচকভাবে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

এ ছাড়া আগামী দিনে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা সব দলকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠনের দাবি তুলেছেন মিত্র জোটের নেতারা। তাঁদের দাবি, জাতীয় সরকারে যেন সব দলকেই মূল্যায়ন করা হয়। বিএনপির পক্ষ থেকে দুই জোটের নেতাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে, তাঁদের সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করা হবে। যাঁদের মনোনয়ন দিয়ে মূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না, তাঁদের সংসদের উচ্চকক্ষে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বিএনপির। গণতন্ত্র ও দেশের স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

১২ দলীয় জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশ জাতীয় দলের চেয়ারম্যান সৈয়দ এহসানুল হুদা বলেন, 'ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। আমরা আমাদের দাবিগুলো তুলে ধরেছি। তারা দীর্ঘ দিনের মিত্র হিসেবে সর্বোচ্চ মূল্যায়নের চেষ্টা করার কথা জানিয়েছেন।'

জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সমন্বয়ক ও এনপিপির চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান ফরহাদ বলেন, 'আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। আমরা ৯টা আসন চেয়েছি। বিএনপির পক্ষে সমমনা জোটকে আসন দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে। আর যাঁদের এবার মনোনয়ন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তাঁদের ক্ষমতায় গেলে যোগ্যতা অনুযায়ী মূল্যায়ন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।'

এবার একুশে বইমেলা শুরু ২০ ফেব্রুয়ারি

ঢাকা ডেস্ক

সাধারণত ১ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে এক মাস চলে অমর একুশে বইমেলা। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের কারণে পিছিয়ে যাওয়া ২০২৬ সালের অমর একুশে বইমেলা শুরু হবে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি। ওইদিন বেলা ১১টায় বইমেলার উদ্বোধন করা হবে। মেলা চলবে ১৫ মার্চ পর্যন্ত।

বুধবার বিকেলে বাংলা একাডেমির শহীদ মুনীর চৌধুরী সভাকক্ষে অমর একুশে বইমেলা-২০২৬–এর তারিখ নির্ধারণ-সংক্রান্ত এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরে বাংলা একাডেমির ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়।

তারিখ নির্ধারণের এ সভায় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মফিদুর রহমান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমদ, বাংলা একাডেমির পরিচালক সমীর কুমার সরকারসহ প্রকাশক প্রতিনিধি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে ২০২৬ সালের অমর একুশে বইমেলা চলতি বছরের ১৭ ডিসেম্বর শুরু হয়ে ২০২৬ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আয়োজনের সময় ঘোষণা করা হয়েছিল। পরে ২১ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অমর একুশে বইমেলা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের (১২ ফেব্রুয়ারির) পর আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। সেই অনুযায়ী ডিসেম্বরে বইমেলা আয়োজন স্থগিত করা হয়। এ ছাড়া মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের স্মৃতিময় ফেব্রুয়ারি মাসেই বইমেলা আয়োজনের দাবি জানিয়ে আসছিলেন লেখক, কবি, প্রকাশক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা।

এমন পরিস্থিতিতে গত ২ নভেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ফেব্রুয়ারি মাসেই ২০২৬ সালের অমর একুশে বইমেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের সঙ্গে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির (বাপুস) নেতাদের বৈঠক শেষে তখন এ সিদ্ধান্তের কথা জানায় বাংলা একাডেমি।

নিউইয়র্কে শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫ কোটি ফ্রি খাবার পরিবেশন

নিউজ ডেস্ক



নিউইয়র্ক রাজ্যের স্কুলগুলো এই শিক্ষা বর্ষের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া 'সার্বজনীন ফ্রি স্কুল মিলস' কার্যক্রমের আওতায় ১৫ কোটি টিরও বেশি ফ্রি খাবার পরিবেশন করেছে। রাজ্য গভর্নর কেথি হকুলের কার্যালয় শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছে।

এছাড়াও, রাজ্যের স্কুলগুলো প্রতি শিক্ষাদিবসে ২৫ লাখেরও বেশি ফ্রি প্রাতঃরাশ ও দুপুরের খাবার সরবরাহ করছে। গভর্নরের কার্যালয় জানিয়েছে, এই প্রোগ্রামটি প্রতি শিশুর জন্য মাসে প্রায় ১৬৫ ডলার খরচ বাঁচাচ্ছে এবং শিক্ষার্থী, তাদের পরীক্ষা ফলাফল ও উপস্থিতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

গভর্নর হকুল এক বিবৃতিতে বলেন, সার্বজনীন ফ্রি স্কুল মিলস পরিবারগুলোর অর্থ সঞ্চয় করছে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করছে। কোনো শিশুকে ক্লাসরুমে ক্ষুধার্ত থাকতে হবে না, আর কোনো অভিভাবককে লাঞ্চ প্যাক করার জন্য বাজেটের সীমা টানতে হবে না। ১৫ কোটি খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে আমরা নিউইয়র্কের শিশুর জন্য লড়ছি এবং রাজ্যটিকে আরও সাশ্রয়ী করে তুলছি।

এই সার্বজনীন খাবারের প্রোগ্রামটি রাজ্য বাজেটে অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে এ জন্য ৩৪০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। এর আওতায় সমস্ত স্কুল জেলা, চার্টার স্কুল ও ননপাবলিক স্কুল যারা ন্যাশনাল স্কুল লাঞ্চ ও ব্রেকফাস্ট প্রোগ্রামে অংশ নেয়, তারা সব শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে প্রাতঃরাশ ও দুপুরের খাবার সরবরাহ করবে, পরিবারগুলোর আয় নির্বিশেষে।

নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র মামদানির উপদেষ্টা কমিটি ঘোষণা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি তার নির্বাচিত উপদেষ্টা কমিটি ঘোষণা করেছেন। কমিটিতে ১০০-এরও বেশি কর্মকর্তা রয়েছেন, যার মধ্যে গভর্নর ক্যাথি হকুল, ব্রুকলিন প্রতিনিধি হাকীম জেফ্রিস এবং রাজ্য অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস অন্তর্ভুক্ত।

শুক্রবার কমিটির প্রথম বৈঠকের পর মামদানি সাংবাদিকদের জানান, এই কমিটি তার ট্রানজিশন প্রক্রিয়ার অংশ এবং এটি তাঁর প্রশাসনের কর্মীদের কল্যাণ এবং জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর এজেন্ডা গঠনে সহায়তা করবে।

প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ সম্পর্কে প্রশ্নে মামদানি বলেন, "আমরা এখন দল গঠন নিয়ে কাজ করছি এবং বছরের শেষের মধ্যে আমাদের সিটি হলের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদ ঘোষণা করতে পারব। আজ আর কোনো তথ্য দিতে পারছি না, তবে শীঘ্রই জানানো হবে।"

মেয়র-নির্বাচিত এখনও প্রকাশ করেননি কে তাঁর প্রশাসনে কাজ করবেন। এর আগে তিনি তাঁর ডেপুটি মেয়র এবং চিফ অফ স্টাফসহ প্রথম কিছু সিটি হলের নির্বাচিত কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেছিলেন।

তারেক রহমানের জন্য বিএনপির অভ্যর্থনা কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা উপলক্ষে অভ্যর্থনা কমিটি করেছে দলটি। গত সোমবার গঠিত এই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদকে আর সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। দলীয় সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

সূত্র বলছে, অভ্যর্থনা কমিটিতে বিএনপির ১০ বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, অঙ্গসংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবেরা সদস্য হিসেবে রয়েছেন।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব



অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com



বারাক ওবামা

ডেমোক্র্যাটদের প্রতি ঐক্যের ডাক বারাক ওবামার

এইচ বি রিতা

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতাদের উদ্দেশে বলেছেন, দলের ভেতরে মতপার্থক্য থাকলেও এখন মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত আগামী নির্বাচন জয় করা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাবে ছোট বিষয়ও অনেক সময় অতিরঞ্জিত হয়ে ওঠে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সূত্র জানায়, ওবামা সম্প্রতি নিউইয়র্কের সদ্য নির্বাচিত মেয়র মামদানির সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট যেমন আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিও, বার্নি স্যান্ডার্স এবং মধ্যপন্থী নেতা চাক শুমার ও 'ব্লু ডগ' ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে কৌশলগত পার্থক্য থাকলেও মৌলিক বিষয়ে সবাই একমত। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ন্যায্য মজুরি, পরিবার চালানোর সক্ষমতা, স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার এবং বৈষম্যহীন সমাজ।

হাউস ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে গত সপ্তাহান্তে এক বৈঠকে ওবামা বলেন, "আমরা বড় একটি লড়াইয়ে আছি। তাই কৌশলগত পার্থক্যই আমাদের প্রধান উদ্বেগ হওয়া উচিত নয়।" তার মতে, স্বল্পমেয়াদে লক্ষ্য আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন জয় করা, বিশেষ করে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস পুনর্দখল।

তিনি আরও বলেন, দীর্ঘমেয়াদে ডেমোক্র্যাটদের আবার ভোটারদের কাছে টানতে হলে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক বয়ান গড়ে তুলতে হবে। তবে হাউস জিততে না পারলে সেটি সম্ভব হবে না।

ওবামা উল্লেখ করেন, ২০২৫ সালের বিভিন্ন নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের সাফল্য দলকে নতুন করে উজ্জীবিত করেছে এবং ব্যয়ভার কমানো ও স্বাস্থ্যসেবার মতো ইস্যুতে এগোনোর স্পষ্ট পথ দেখিয়েছে। তার ভাষায়, মানুষ যখন অনুভব করে যে পরিশ্রম করলে পরিবার চালানো সম্ভব এবং প্রয়োজনে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যায়, তখন সেই বার্তা তাদের কাছে গভীরভাবে প্রতিধ্বনিত হয়।

২০২৬ সালের নির্বাচনের প্রসঙ্গে ওবামা বলেন, হাউস জয় করা গেলে তা বর্তমান প্রশাসনের কিছু "ক্ষতিকর উদ্যোগ" ঠেকানোর একটি শক্ত ভিত্তি হবে এবং ইতোমধ্যে হওয়া ক্ষতি তুলে ধরে দীর্ঘমেয়াদি বড় সমস্যার সমাধানে যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ তৈরি করবে।

১০ বিলিয়ন ডলারের মামলা: বিবিসির বিরুদ্ধে ট্রাম্পের আইনি যুদ্ধ

সোহানা নাজনীন



প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম বিবিসির বিরুদ্ধে ১০ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ দাবি করে মামলা করেছেন। সোমবার, ১৫ ডিসেম্বর ফ্লোরিডার একটি আদালতে দায়ের করা এই মামলায় বিবিসির বিরুদ্ধে মানহানি, প্রতারণামূলক উপস্থাপনা এবং অন্যায্য বাণিজ্যিক কার্যকলাপের গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে।

৩৩ পৃষ্ঠার মামলায় ট্রাম্প দাবি করেছেন, বিবিসি তাঁকে নিয়ে যে উপস্থাপনা প্রচার করেছে তা ছিল "মিথ্যা, মানহানিকর, বিভ্রান্তিকর, অবমাননাকর, উসকানিমূলক ও বিদ্বেষপূর্ণ।" মামলার ভাষ্য অনুযায়ী, এটি ২০২৪ সালের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হস্তক্ষেপ ও জনমত প্রভাবিত করার একটি সচেতন প্রচেষ্টা।

মামলার মূল অভিযোগ ঘুরে ফিরে এসেছে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ঘটনায় ট্রাম্পের দেওয়া এক ভাষণকে কেন্দ্র করে। ট্রাম্পের অভিযোগ, তাঁর ওই ভাষণের দুটি সম্পূর্ণ আলাদা অংশ—যা প্রায় এক ঘণ্টা ব্যবধানে দেওয়া হয়েছিল—বিবিসি কেটে জোড়া লাগিয়ে প্রচার করেছে। এর ফলে তাঁর বক্তব্যের অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত হয়েছে এবং দর্শকদের সামনে ভুল বার্তা উপস্থাপন করা হয়েছে। এই মামলায় ট্রাম্প ৫ বিলিয়ন ডলার মানহানির ক্ষতিপূরণ এবং আরও ৫ বিলিয়ন ডলার অন্যায্য বাণিজ্যিক কার্যকলাপের জন্য দাবি করেছেন।

এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিবিসির পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে গত মাসে ৬ জানুয়ারির ভাষণের সম্পাদনা নিয়ে ট্রাম্পের কাছে বিবিসি আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চেয়েছিল। একই সঙ্গে তারা মানহানির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলে, এটি ছিল একটি "সম্পাদনাগত ভুল", কোনো ইচ্ছাকৃত অপপ্রচার নয়।

বিবিসির চেয়ারম্যান সামির শাহ এই ঘটনাকে "বিবেচনার ভুল" হিসেবে বর্ণনা করেন। এই ঘটনার পর বিবিসির শীর্ষ নির্বাহী এবং সংবাদ বিভাগের প্রধান পদত্যাগ করেন—যা ব্রিটিশ গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঠিক আগে বিবিসি "Trump: A Second Chance?" শিরোনামে এক ঘণ্টার একটি তথ্যচিত্র সম্প্রচার করে। এতে ২০২১ সালের ভাষণ থেকে নেওয়া কয়েকটি উদ্ধৃতি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন ট্রাম্প সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে ক্যাপিটলে মিছিল করতে এবং "fight like hell" বা শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে আহ্বান জানিয়েছেন। তবে সেখানে সেই অংশটি বাদ দেওয়া হয়, যেখানে তিনি সমর্থকদের শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ওভাল অফিসে এক বক্তব্যে ট্রাম্প বলেন, তিনি বিবিসির বিরুদ্ধে মামলা করেছেন "আমার মুখে কথা বসানোর জন্য।" তাঁর ভাষায়, "আমি যে দেশপ্রেম আর ভালো বিষয়ের কথা বলেছিলাম, সেগুলো তারা দেখায়নি। বরং এমন কথা আমার মুখে বসিয়েছে, যা আমি কখনো বলিনি।"

আইনি দিক থেকে এই মামলাটি জটিল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, তথ্যচিত্রটি যুক্তরাষ্ট্রে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়নি। তবে মামলায় বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের দর্শকেরা BritBox নামের সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম বা ভিপিএন ব্যবহার করে বিবিসির কনটেন্ট, এমনকি 'Panorama' সিরিজও দেখতে পারেন।



সংগীত-সংস্কৃতিতে বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউজার্সির মিলনমেলা

বিজয় দিবস ২০২৫

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউ জার্সির উদ্যোগে গত ১৩ ডিসেম্বর শনিবার যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয়েছে বিজয় দিবস ২০২৫। বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক আয়োজন, শাড়ি চুড়িসহ দেশজ পণ্যের স্টল, বাংলাদেশি খাবারের মেলা এবং সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় প্রবাসে এক টুকরো বাংলাদেশে।

নিউ ব্রান্সউইকের রাটগার্স কলেজ অ্যাভিনিউ স্টুডেন্ট সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে বিরূপ আবহাওয়া ও হিমঝরা শীত উপেক্ষা করে বিপুলসংখ্যক দর্শকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি–আমেরিকানদের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত ও অর্থবহ করে তোলে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউ জার্সির সভাপতি সৈয়দ মাহমুদ তুহিন। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আশফাক জামান, আর সার্বিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন কালচারাল সেক্রেটারি আফরোজা শিরিন তুলি। তাঁদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে সুসংগঠিত ও প্রাণময়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সমবেত কণ্ঠে সংগীত পরিবেশনা। কোরাসে অংশ নেন নাসের আলী চিশতী, আফজাল খান, মোহাম্মদ এস হক, আতীক রহমান, রাহাত চৌধুরী, নাদিরা খান, ফারহানা তুলি, মানিজা ইসমত, আমিনা জারিন রহমান, ফারিয়া নীরা ও সামিয়া চৌধুরী। পুরনো দিনের বাংলা গান ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে তাঁদের পরিবেশনায় প্রবাসী দর্শকরা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। মিলনায়তনজুড়ে বারবার করতালিতে তাঁদের অভিনন্দন জানাতে দেখা যায়।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শামীমা হোসেইন, তিন্নি এ সৈয়দ এবং জাভেদ মাহমুদ —তিনজনের সাবলীল উপস্থাপনায় পুরো অনুষ্ঠান আরও গতিশীল হয়ে ওঠে।

সংগীতানুষ্ঠানের মূল পর্বে পারফর্ম করেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী অনিলা। 'এক পায়ে নূপুর', 'গাইবো না', 'ঝিলমিল'সহ তাঁর বহু কালজয়ী গানে দর্শকরা ফিরে যান নব্বই ও দুই হাজার দশকের স্মৃতিময় সময়ে। একই মঞ্চে পরিবেশন করে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক বাংলা রক ব্যান্ড ক্রুনএজ। ঐতিহ্যবাহী বাংলা সুর ও আধুনিক রকের মেলবন্ধনে ব্যান্ডটির পরিবেশনা সব প্রজন্মের সংগীতপ্রেমীদের জন্য আলাদা আকর্ষণ হয়ে ওঠে।

এই আয়োজন শুধু একটি সংগীতানুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক মিলনমেলা। অনুষ্ঠানে ছিল নিউইয়র্ক টাইমসে আলোচিত টং ফুচকাসহ বিভিন্ন জনপ্রিয় বাংলাদেশি খাবারের স্টল, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বিক্রেতাদের অংশগ্রহণ, পাশাপাশি কমিউনিটির শিশু ও স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনা। পরিবারসহ অংশ নেওয়ার মতো এক উৎসবমুখর সন্ধ্যায় রূপ নেয় পুরো আয়োজন।

অনুষ্ঠান শেষে এক প্রতিক্রিয়ায় সভাপতি সৈয়দ মাহমুদ তুহিন বলেন, "বিজয় দিবস আমাদের স্বাধীনতা, আত্মত্যাগ ও ঐক্যের প্রতীক। প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে এই চেতনাকে পৌঁছে দিতে এবং কমিউনিটিকে একসূত্রে বাঁধতেই আমাদের এই উদ্যোগ।"

সাধারণ সম্পাদক আশফাক জামান বলেন, সবার জন্য উন্মুক্ত এই অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলাদেশি সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। সাংস্কৃতিক সম্পাদক আফরোজা শিরিন তুলি জানান, "সংগীত ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই বিজয়ের আনন্দ উদযাপন করাই ছিল আমাদের এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।"

সব মিলিয়ে বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউজার্সির এই বিজয় দিবস উদযাপন প্রবাসে বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও চেতনাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

ফিলিস্তিনসহ আরও ৬ দেশের নাগরিকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিল যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ ও অভিবাসনে নিষিদ্ধ দেশের তালিকা বড় হয়েই চলেছে। গত মঙ্গলবার ফিলিস্তিন ও আরও পাঁচটি দেশের ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

বার্তা সংস্থা এপির এক প্রতিবেদনে জানা যায়, নতুন ঘোষণায় আরও পাঁচটি দেশকে যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণ ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের ইস্যু করা নথিতে ভ্রমণকারীদেরও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে। পাশাপাশি আরও ১৫টি দেশের ক্ষেত্রে নতুন করে ভ্রমণ সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে।

প্রশাসনের ভাষ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের মানদণ্ড আরও কঠোর করার চলমান উদ্যোগের অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অন্যায্যভাবে বহু দেশের মানুষের ভ্রমণের সুযোগ সীমিত করছে বলে মনে করছেন সমালোচকেরা।

থ্যাংকসগিভিং ছুটির শেষ দিকে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সেনাকে গুলির ঘটনায় সন্দেহভাজন এক আফগান নাগরিককে গ্রেপ্তারের পর প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা আরও সম্প্রসারণের ইঙ্গিত দিয়েছিল।

ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, যেসব ব্যক্তির আগে থেকেই বৈধ ভিসা আছে, যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা কিংবা যাঁদের ভিসার ধরন কূটনীতিক বা ক্রীড়াবিদদের মতো বিশেষ শ্রেণিভুক্ত, তাঁরা এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবেন। এ ছাড়া যাঁদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ দেশটির স্বার্থে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে, তাঁরাও ছাড় পাবেন। এসব পরিবর্তন আগামী ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

গত জুনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন, ১২টি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হবে। পাশাপাশি আরও সাতটি দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে। এই সিদ্ধান্ত তাঁর প্রথম মেয়াদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে।

সে সময় নিষেধাজ্ঞা তালিকায় ছিল আফগানিস্তান, মিয়ানমার, চাদ, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান ও ইয়েমেন। একই সঙ্গে বুরুন্ডি, কিউবা, লাওস, সিয়েরা লিওন, টোগো, তুর্কমেনিস্তান ও ভেনেজুয়েলার নাগরিকদের ওপর আংশিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

মঙ্গলবার রিপাবলিকান প্রশাসন জানায়, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষিদ্ধ দেশের তালিকা আরও বাড়ানো হচ্ছে। নতুন করে এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে বুরকিনা ফাসো, মালি, নাইজার, দক্ষিণ সুদান ও সিরিয়া।

এ ছাড়া ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের ইস্যু করা ভ্রমণ নথি বহনকারীদের ওপর সম্পূর্ণ ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এটি ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ ভ্রমণ সীমাবদ্ধতা। উল্লেখ্য, দক্ষিণ সুদানের নাগরিকেরা আগেই উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার মুখে ছিলেন।





নিউইয়র্কে কমিউনিটির আস্থার ঠিকানা ফিউশনকেয়ার ফার্মেসি

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কের জ্যামাইকা এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশি মালিকানাধীন 'ফিউশনকেয়ার ফার্মেসি' মানসম্মত ও মানবিক স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে কমিউনিটির আস্থা অর্জন করেছে। এখানে পূর্ণাঙ্গ ওষুধ সেবার পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনার সুবিধা রয়েছে। গ্রাহকদের সুবিধার্থে ফার্মেসিতে ওটিসি ও ইবিটি কার্ড গ্রহণ করা হয়।

স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে ফিউশনকেয়ার ফার্মেসিতে বিনামূল্যে রক্তচাপ ও ব্লাড সুগার পরীক্ষা, ডিএমভি ভিশন টেস্টের সুবিধা রয়েছে। পাশাপাশি হালাল ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্টও পাওয়া যায়। গ্রাহকদের জন্য মেট্রো কার্ড, ১০ সেন্টে ফটোকপি, মাত্র ১ ডলারে ফ্যাক্স সার্ভিস এবং সিনিয়রদের জন্য ১০ শতাংশ ছাড় প্রদান করা হয়।

ওষুধের পাশাপাশি এখানে চাল, ডাল, দুধ পাউডার, তেল, বিভিন্ন ফ্রোজেন আইটেম, ইলিশ মাছ, মিষ্টি ও পরোটাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যায়। জরুরি সেবায়ও পিছিয়ে নেই প্রতিষ্ঠানটি। কোনো গ্রাহক ফার্মেসিতে এসে ওষুধ সংগ্রহ করতে না পারলে বিনামূল্যে ডেলিভারির ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রাহকরা ফোনে যোগাযোগ করলে অন-ডিউটিতে থাকা ফার্মাসিস্ট প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন এবং জরুরি ওভার-দ্য-কাউন্টার ওষুধ তাৎক্ষণিক ডেলিভারি করা হয়।

ফার্মেসি টেকনিশিয়ান ফাতেমা জানান, কোনো গ্রাহকের ওষুধ শেষ হয়ে গেলে প্রথমে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক বা প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তা সম্ভব না হলে জরুরি নম্বর ব্যবহার করে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলা হয়। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে ডোজ মিস এড়াতে কয়েক দিনের জরুরি ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

চিটাগাং অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার ট্রাস্টি বোর্ড ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রবাসের অন্যতম বৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন চিটাগাং অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনকের ট্রাস্টি বোর্ড ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। সংগঠনের গঠনতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্তে এই দুটি পরিষদ গঠন করা হয়। রোববার ব্রুকলিনের চট্টগ্রাম সমিতির ভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় দুইটি পরিষদ গঠন করা হয়।

নবগঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছেন আলহাজ শামসুল আলম চৌধুরী এবং কো-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন কামাল হোসেন মিঠু। উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মোহাম্মদ সেলিম। সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আবু তাহের ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত পত্রের মাধ্যমে ইতিমধ্যে মনোনীত সদস্যদের বিষয়টি জানানো হয়েছে।

ঘোষিত ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, মুনির আহমেদ, এনাম চৌধুরী, সৈয়দ মোশাররাফ হোসেন বাবর প্রমুখ।







বর্ণাঢ্য আয়োজনে বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির নতুন কমিটির অভিষেক

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলে বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনকের ২০২৬-২৭ কার্যকরী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান। এতে সংগঠনটির সভাপতি মো. ইউনুছ সরকার ও সাধারণ সম্পাদক মো. এ সিদ্দিক পাটোয়ারীসহ সংগঠনটির ২১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটির সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন।

শনিবার নিউইয়র্কের কুইন্সের উডসাড এলাকার গুলশান টেরেসে এই অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংগঠনটির সদস্যসহ কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনটির নতুন কমিটির অভিষেককে ঘিরে এইদিন গুলশান টেরেস অডিটোরিয়ামে জড়ো হন বৃহত্তর কুমিল্লাসহ বাঙালি কমিউনিটির সদস্যরা। অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা বিনিময় এবং শপথ ছাড়াও ছিলো নজরকাড়া সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। যেখানে হরেক রকমের গানের তালে দর্শকরা মেতে উঠেন। পরিবার পরিজন ও বন্ধু বান্ধব নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বেশ উপভোগ করেন বলেও জানান তারা।

এদিকে নতুন কমিটির সদস্যরা নতুন নতুন আয়োজন ও উদ্যোগের মাধ্যমে বৃহত্তর কুমিল্লাবাসীসহ বাঙালি কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এর আগে, ১৯ অক্টোবর জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে অনুষ্ঠিত সংগঠনটির সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিতে নতুন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়।

২০২৬-২৭ কার্যকরী কমিটির সদস্যরা হলেন: সভাপতি মো. ইউনুছ সরকার, সাধারণ সম্পাদক মো. এ সিদ্দিক পাটোয়ারী, সিনিয়র সহ-সভাপতি সিরাজুল হক জামাল, সহ-সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর এ সরকার, মামুন মিয়াজী, হাজী মো. ইসমাইল মিয়া এবং আবুল খায়ের আখন্দ।

সহ সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজী, কোষাধ্যক্ষ মো. আবুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, প্রচার সম্পাদক সালাউদ্দিন জাহিদ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ বাবুল মিয়া, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক এমওজি. রাসেল ভূইয়া, মহিলা সম্পাদিকা ফারহানা আক্তার।

এছাড়া কার্যকরী সদস্য হিসেবে রয়েছেন, মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, কাজী আছাদ উল্যাহ, বাছেদ ভূঁইয়া, মো. আলমগীর হোসেন মোল্লা, আব্দুল হান্নান ভূঁইয়া, আব্দুস সামাদ টিটু এবং মাহবুবুল আলম।

স্বপ্ন, সংগ্রাম ও কঠিন বাস্তবতা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে বাংলাদেশিরা

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসী

আল্ মামুন

আমেরিকা—অনেকের কাছে এটি শুধু একটি দেশ নয়, বরং একটি স্বপ্ন। উন্নত জীবন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং সামাজিক মর্যাদার আশায় প্রতিবছর হাজার হাজার বাংলাদেশি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। কিন্তু সেই স্বপ্নের পথ সব সময় মসৃণ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই যাত্রা গিয়ে ঠেকে অবৈধ অভিবাসনের কঠিন, অনিশ্চিত এবং ভয়াবহ বাস্তবতায়।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের আগস্ট ২০২৫ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে আনুমানিক ১ কোটি ৪০ লাখ অবৈধ (অননুমোদিত) অভিবাসী বসবাস করছিলেন—যা দেশটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এই সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪.১ শতাংশ, এবং মোট বিদেশে জন্ম নেওয়া মানুষের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। প্রাথমিক তথ্য ইঙ্গিত দেয় যে ২০২৪ সালেও এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

যদিও সরকারি পরিসংখ্যানে নির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশিদের সংখ্যা আলাদা করে উল্লেখ করা হয় না, বিভিন্ন গবেষণা ও কমিউনিটি-ভিত্তিক অনুমান অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্রায় ১ লাখ থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার বাংলাদেশি অনিয়মিত বা অবৈধ অবস্থায় বসবাস করছেন। এর মধ্যে শুধু নিউইয়র্ক মহানগরীতেই ৫০ হাজারের বেশি বাংলাদেশি অনিয়মিত অভিবাসী থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হয়।

এই সংখ্যাগুলো শতভাগ নিশ্চিত নয়, কারণ অবৈধ অভিবাসীরা সাধারণ জরিপে নিজেদের আইনি অবস্থান প্রকাশ করেন না। ফলে গবেষকদের মাঠপর্যায়ের তথ্য, কমিউনিটি সংগঠন এবং পরোক্ষ পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর করেই এই হিসাব করা হয়।

বাংলাদেশি অভিবাসীদের একটি বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন ভিজিট ভিসা, স্টুডেন্ট ভিসা অথবা আশ্রয়প্রার্থী (Asylum Seeker) হিসেবে। কিন্তু দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া, ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া, কাজের অনুমতি না পাওয়া, বা ভুল আইনি পরামর্শের কারণে অনেকেই বৈধ স্ট্যাটাস ধরে রাখতে ব্যর্থ হন।

এক্ষেত্রে দালাল চক্র ও ভুয়া পরামর্শদাতাদের ভূমিকা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। "সব ঠিক হয়ে যাবে", "কাগজ পাওয়া নিশ্চিত"—এমন আশ্বাসে অনেকেই শেষ পর্যন্ত পড়ে যান অনিয়মিত অবস্থার ফাঁদে।

অবৈধ অভিবাসীদের প্রতিদিনের জীবন কাটে এক অদৃশ্য ভয়ের মধ্যে। কখন ইমিগ্রেশন অফিসের চিঠি আসবে, কখন কর্মস্থলে অভিযান (রেইড) হবে—এই আতঙ্ক সব সময় সঙ্গী হয়ে থাকে।

চিকিৎসা সেবা নেওয়া, ভালো চাকরি পাওয়া, ড্রাইভিং লাইসেন্স করা কিংবা আইনি সহায়তা চাওয়া—সব ক্ষেত্রেই রয়েছে সীমাবদ্ধতা। অনেক বাংলাদেশি কম মজুরিতে দিনে ১০–১২ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য হন। শ্রমের ন্যায্য মূল্য পান না, তবুও মুখ খুলতে পারেন না—কারণ অভিযোগ করলেই পরিচয় ফাঁস হওয়ার ভয়।

সবচেয়ে গভীর ক্ষতটি মানসিক। দেশে থাকা মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে বছরের পর বছর দেখা হয় না। কেউ কেউ নিজের সন্তানের জন্ম কিংবা বাবা-মায়ের জানাজায়ও অংশ নিতে পারেননি। দেশে ফিরে গেলে আবার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ হারানোর ভয় অনেককেই দেশে যাওয়া থেকে বিরত রাখে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে রিপাবলিকান প্রশাসন ও তার নতুন ইমিগ্রেশন এজেন্ডায় অবৈধ অভিবাসীদের জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠছে। ট্রাম্পের ঘোষিত ও প্রস্তাবিত নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে—অবৈধ অভিবাসীদের দ্রুত ডিপোর্টেশন (Mass Deportation), আশ্রয় আইনে আরও কঠোরতা ও সীমাবদ্ধতা, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ জোরদার ও ICE অভিযানের বিস্তৃতি, সরকারি সুবিধা ও কাজের সুযোগে আরও কড়াকড়ি, দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করলেও আইনি সুযোগ সীমিত করা। এই নীতিগুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশিসহ সব অবৈধ অভিবাসীদের জীবন আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

সব প্রতিকূলতার মাঝেও আশার আলো পুরোপুরি নিভে যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন ব্যবস্থায় এখনও কিছু আইনি পথ খোলা আছে—যেমন আশ্রয় মামলা, পারিবারিক পিটিশন, কর্মসংস্থানের মাধ্যমে (EB3) স্ট্যাটাস পরিবর্তন, বা বিশেষ পরিস্থিতিতে আইনি সুরক্ষা। তবে এসব ক্ষেত্রে যোগ্য ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইমিগ্রেশন আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি অবৈধ অভিবাসীদের গল্প শুধুই আইন ভাঙার গল্প নয়। এটি বেঁচে থাকার লড়াই, পরিবারের জন্য আত্মত্যাগ, স্বপ্ন পূরণের মরিয়া চেষ্টা এবং এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কাহিনি।

এই গল্পগুলো জানা জরুরি, বলা জরুরি—যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আবেগ নয়, তথ্য ও সচেতনতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সচেতনতা ছড়ালেই কেবল এই নীরব সংগ্রামের ভাষা পাওয়া সম্ভব।



রিয়েলেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব নিউইয়র্কের 'রানি নাইট' অনুষ্ঠান। সোমবার নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনার ব্যাংকুয়েট হলে।

জমকালো আয়োজনে হলো 'রানি নাইট'

নিউইয়র্ক

অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

জলি আহমেদ

জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে রিয়েলেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব নিউইয়র্কের (রানি) 'রানি নাইট' অনুষ্ঠান। সোমবার নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনার ব্যাংকুয়েট হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এতে মূলধারার রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্টজন, রানির সদস্য ও তাদের পরিবারের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানে নবগঠিত রানির আহ্বায়ক কমিটিকে মঞ্চে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। কমিটির আহ্বায়ক এইচ এম ইকবাল, সদস্যসচিব মাসুদ সিরাজী ও প্রধান সমন্বয়কারী নূরুজ্জামান সরদারসহ ২০ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটির সবাই নিজ নিজ পরিচয় তুলে ধরেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, কো-কনভেনার সাইদুর রহমান লিংকন, কো-কনভেনার আদান ইসলাম, মাসুদ প্রামাণিক, মোহাম্মদ রাজ্জাক মুন্না, জামাল হোসেন, জুবায়ের এইচ ডালি, মাসুম আহমেদ, শামীম নাসির, মোহাম্মদ এ হোসেন, সাদমান জামান, আশিকুর রহমান হৃদয়, আফজালুর রহমান দিদার, নুরুল ইসলাম মিলন, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ কে আহমেদ, মোহাম্মদ এম মিজা ও গোলাম হোসেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে আহ্বায়ক এইচ এম ইকবাল, সদস্যসচিব মাসুদ সিরাজী ও প্রধান সমন্বয়কারী নূরুজ্জামান সরদার সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। তারা নিউইয়র্কে রিয়েলেটর ব্যবসায়ীদের যেকোনো সমস্যায় ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর ন্যাটালিয়া ফার্নান্ডেজ। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক স্টেটের রিয়েলেটর ব্যবসায়ীদের সমস্যা স্টেট সিনেটে তুলে ধরতে এবং সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নিতে তিনি কাজ করবেন। আরেক গেস্ট অব অনার নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান জেনিফার রাজকুমার বাংলাদেশ কমিউনিটির প্রতি তার বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থানের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ কমিউনিটির পাশে তিনি সব সময় থাকবেন। তিনি রানির সাফল্য কামনা করেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, সংগঠনের যেকোনো প্রয়োজনে বাংলাদেশ সোসাইটি পাশে থাকবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আহ্বায়ক এইচ এম ইকবাল বলেন, রিয়েলেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বার্থে কাজ করবে। সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রধান উপদেষ্টা মোস্তাফিজুর রহমান প্রিন্স বলেন, সততাই যেকোনো ব্যবসার মূল চাবিকাঠি। তিনি আবাসন ব্যবসায়ীদের সততার সঙ্গে পেশাগত দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান এবং রানির পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

সদস্যসচিব মাসুদ সিরাজী বলেন, রিয়েলেটর ব্যবসায়ীদের যেকোনো সমস্যা সমাধানে রানি কাজ করবে। প্রধান সমন্বয়কারী নূরুজ্জামান সরদার অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করাই তাদের লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ডিকেসি এক্সিট রিয়েলটির ওসমান ফারুকী, সিটিএসের শ্রাবনী সিং, মর্টগেজ ব্রোকার ডায়ানা ওসপিনা, সিপিএ জাকির চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, ডেনি কলিন্স, ক্যাটলিন কলিন্স, ইউসি তাকিতা, জাকি বাজওয়া ও সারওয়ার খান বাবুসহ অনেকে।

নিউইয়র্কে মা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ক্রিসমাস ডে পালিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



নিউইয়র্কের কুইন্সের রিগো পার্কে মা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে-ফার্স্ট এইড হোমকেয়ার এবং ডি-বি-এ সারাহ হোম কেয়ারের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে জমজমাট ক্রিসমাস ডে।

অনুষ্ঠানে ফাস্ট এইড হোম কেয়ার ও সারা হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ডা. জিসি প্যাট, সিইও ডা. শাহজাদি পারভিন সারা এবং নিউইয়র্ক স্টেট ডিস্ট্রিক্ট ৩৮ অ্যাসেম্বলি ওমেন জেনিফার রাজকুমারসহ কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে হোমকেয়ার সেক্টরে সেবাদানের জন্য ডা. শাহজাদি পারভিন সারাকে লাইফটাইম সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া আয়োজক ও পৃষ্ঠপোষক সংগঠনগুলোর সাথে সম্পৃক্তদের কয়েকজনকেও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

আয়োজকরা জানান, সহকর্মী, সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করতেই এই আয়োজন।



ব্ল্যাকস্টোনস সলিসিটর্স'র নেটওয়ার্কিং ইভেন্টে প্রাজ্ঞবানদের মিলনমেলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

এক বর্ণাঢ্য নেটওয়ার্কিং ইভেন্টের আয়োজন করেছে সুনামধন্য ল ফার্ম ব্ল্যাকস্টোনস সলিসিটর্স। গত ১১ ডিসেম্বর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত পেশাজীবী, বিশিষ্ট একাডেমিক, বিচারপতি, গবেষক এবং কমিউনিটি নেতৃবর্গের এক অনন্য সমাবেশে রূপ নেয়।

পূর্ব লন্ডনে অবস্থিত ব্ল্যাকস্টোনস সলিসিটর্সের অফিসে মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনটি ছিল জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, পেশাগত মতবিনিময় এবং কমিউনিটি সংযোগ আরও সুদৃঢ় করার একটি কার্যকরী প্ল্যাটফর্ম।

অনুষ্ঠানে অংশ নেন—বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম. ইমান আলী, জজ এম. বেলায়েত হুসাইন, জজ নজরুল খসরু, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ড. এম. আব্দুল বারী, গবেষক ড. জামিল শরীফ, কমিউনিটি নেতা শাহগীর বখত ফারুক, সাংবাদিক সৈয়দ নাহাস পাশা, ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ, ব্যারিস্টার সাইফ উদ্দিন খালেদ, ড. আখতারুজ্জামান, শেখ আনিস, অ্যাকাউন্ট্যান্ট মুহিত উদ্দিন, জলাল উদ্দিনসহ আরও বহু অভিজ্ঞ ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব।

অতিথিরা সমাজসেবামূলক কাজ, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, আইনি সেবা, শিক্ষাক্ষেত্র এবং সমসাময়িক সামাজিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে অনানুষ্ঠানিক আলাপ ও মতবিনিময় করেন। তাদের অভিজ্ঞতার আলোচনায় পুরো পরিবেশ ছিল প্রাণবন্ত, গঠনমূলক এবং ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিপূর্ণ।

ব্ল্যাকস্টোনস সলিসিটর্স-এর প্রিন্সিপাল ব্যারিস্টার মোহাম্মদ খালেদ নূর সকল অতিথিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং আয়োজনটি সফল করার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য হলো পেশাজীবীদের মাঝে একটি দৃঢ় নেটওয়ার্ক তৈরি করা, যাতে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা একে অপরকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারি।

NY HOME CARE

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com







We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল



KHAIRUL BASHAR, MBA.,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট



Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748



- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সমাজ ও সংযোগের কাজে স্বেচ্ছা নিবেদিত কিছু মানুষ আর সংগঠনকে নিয়ে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা ও হিউম্যান কন্সার্ন ইউএসএ কমিউনিটি সংযোগ অনুষ্ঠান করেছে ১২ ডিসেম্বর শুক্রবার। নিউইয়র্কের গুলশান ট্যারেসে স্মরণীয় এ অনুষ্ঠানে আসা অতিথিদের ছবি ছাপা হলো পৃষ্ঠা ২০ ও ২১-এ।



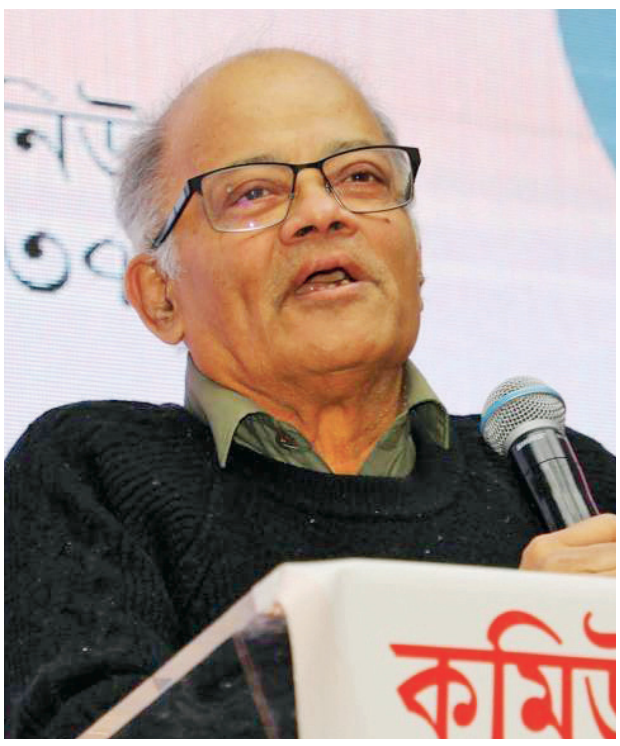















কমিউনিটি সংযোগ


গুলশান ট্যারেস
কমিউনিটি
সংযোগই সমাজের
আপনার সেই




কমিউনি




কমিউনিটি সংযোগ
সংযোগই সমাজের প্রাণ—আমরা চাই,
আপনার সেই প্রাণের স্পর্শ







নিউইয়র্কে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনক'র আলোচনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনক'র উদ্যোগে মহান বিজয় উপলক্ষ্যে আলোচনা এবং বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। গত ১৫ ডিসেম্বর নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্ট এ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন ফোরামের সভাপতি মাহবুবুর রহমান মুকুল এবং সঞ্চালনা করেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান হোসাইন।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে পবিত্র কুরআন থেকে দোয়া কুরআন তেলওয়াত করেন মাওলানা ওমর ফারুক এবং মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা নূর নবী।

মোনাজাতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, আরাফাত রহমান কোকো, শরীফ ওসমান হাদি, ৭১এর শহীদ, ২৪এর শহীদ এবং বেগম খালেদার জন্য দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিজয় দিবসের আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ বাচ্চু মিয়া, ড. নুরুল আমিন পলাশ, গোলাম হোসেন, নাছিম আহমেদ, মাওলানা ওমর ফারুক, মোতাহার হোসেন, এটিএম হেলালুর রহমান, মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ, কে এম কামরুল আহসান, শেখ ইউসুফ আলী, মাওলানা নূর নবী, শেখ জহির, সৈয়দা মাহমুদা শিরিন,আবদুল মুকশিদ চৌধুরী, সেলিম সারোয়ারসহ আরো অনেকে।

উপস্থিত অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে সোহেল রানা, শিহাব আহমেদ, আলাউদ্দিন, মহসিন আহমেদ, তুষার খান, আলাউদ্দিন মাতব্বর, রাজা মিয়া,আবদুল কাহের,মোস্তফা আহমেদ, মোঃ মোসলেহ উদ্দিন, সেলিম সারোয়ারসহ আরো অনেকে।

বিজয় দিবসের আলোচনায় সাবেক সভাপতি ড. নুরুল আমিন পলাশ বলেন, বিজয়ের চেতনা ৭১ও ২৪ কে ধারণ করতে হলে আগামী নির্বাচনে শহীদ জিয়ার আদর্শের দল বিএনপিকে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার বিকল্প নাই।

সাবেক সভাপতি নাছিম আহমেদ বলেন, আমাদেরকে নোংরা রাজনীতি পরিহার করে গণতান্ত্রিক সৌন্দর্য্যের রাজনীতি করতে হবে। তাহলেই বিজয়ের সার্থকতা প্রকাশ পাবে।

সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন বলেন, শহীদ জিয়ার আদর্শের রাজনীতি ধারণ করেই আমাদের আগামী রাজনীতি কর দলকে সংগঠিত করতে হবে ,তবেই আমাদের সফলতা কেউ রুখতে পারবে না।

বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান হোসাইন বলেন , ভারত, আওয়ামীলীগ আমাদের বাংলাদেশের চির শত্রু। তাই মোকাবিলা করেই আমাদের স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে হবে।

সভাপতি মাহবুবুর রহমান মুকুল সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী নির্বাচনে বিএনপির সফলতা কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি গণমাধ্যমের ভূমিকা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি গণমাধ্যম বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে ঐতিহাসিক ও অনন্য ভূমিকা রাখে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চালানো গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট এবং শরণার্থীদের মানবেতর জীবনযাপনের চিত্র বিদেশি সংবাদমাধ্যমে উঠে আসায় বিশ্ববাসী মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত বাস্তবতা জানতে পারে। এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথ আরও দ্রুত ও সুগম হয়।

শুধু আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকাই নয়, বিদেশি বেতার মাধ্যম বিশেষ করে বিবিসি, আকাশবাণীসহ বিভিন্ন রেডিও স্টেশনের সংবাদ, ভাষ্য ও দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠান মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এসব প্রচার যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস ও মনোবল বাড়াতে বড় ভূমিকা রাখে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের পরই আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আঁচ করতে পারে যে পূর্ব পাকিস্তানে বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের প্রায় ৩৭ জন সাংবাদিক ঢাকায় এসে অবস্থান নেন। তাদের অধিকাংশই ২৫ মার্চের আগে শাহবাগের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ছিলেন।

২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা শুরুর আগে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিদেশি সাংবাদিকদের হোটেলে অবরুদ্ধ করে রাখে এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পরে তাদের দেশত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে কয়েকজন সাংবাদিক সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ঢাকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং গোপনে খবর ও ছবি সংগ্রহ করে বিদেশগামী যাত্রীদের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশে পাঠান। পরদিন ২৬ মার্চ থেকেই বিবিসি, কলকাতা আকাশবাণীসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে গণহত্যার খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারিত হতে থাকে।

১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ লন্ডনের 'দ্য অবজারভার' মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে বাংলাদেশের সম্ভাব্য স্বীকৃতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান নিয়ে বিভ্রান্তিকর খবর এবং ভারতীয় নেতৃত্বের পর্যবেক্ষণের বিষয়টি উঠে আসে। একই ভাষায়, এটি ছিল কমিউনিটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং অংশগ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি করার একটি অর্থবহ উদ্যোগ।

এর আগে ২০১৯ সালে উইসকনসিনে ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগ





১৪ এপ্রিল 'ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস' জানায়, বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার স্বাধীনতা ঘোষণা করে বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর কাছে স্বীকৃতি ও সহায়তা চেয়েছে।

১৮ এপ্রিল 'দ্য অবজারভার' 'স্বপ্নভঙ্গের পথে বাংলাদেশ' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ বহু বুদ্ধিজীবী হত্যার তথ্য প্রকাশ করে। ১৩ জুন 'দ্য সানডে টাইমস' এ প্রকাশিত অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের ১৪ পৃষ্ঠার অনুসন্ধানী প্রতিবেদন 'গণহত্যা' বিশ্ব বিবেককে নাড়িয়ে দেয়। এতে পরিকল্পিতভাবে গণহত্যা, ধর্ষণ ও শরণার্থী সংকটের বিস্তারিত বিবরণ উঠে আসে।

'দ্য স্পেকটেটর', 'দ্য সানডে টাইমস', 'টরন্টো টেলিগ্রাম', 'দ্য উইকলি নিউ এজ'সহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয়গুলো মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় যে অবশ্যম্ভাবী, সে বার্তাই বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে।

২০ ডিসেম্বর 'টাইম' সাময়িকী 'যুদ্ধের ভেতর দিয়ে একটি জাতির জন্ম' শিরোনামে লেখে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের তীর থেকে গ্রামবাংলার চত্বরে ধ্বনিত হচ্ছে 'জয় বাংলা'।

আকাশবাণীর দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম আর আখতার মুকুলের 'চরমপত্র', স্টেটসম্যানের মানস ঘোষসহ অসংখ্য দেশি-বিদেশি সাংবাদিক বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহসী ভূমিকা রাখেন। সিডনি শ্যানবার্গ, মার্ক টালি, জন পিলজার, কিশোর পারেখসহ অনেক বিদেশি সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী তাদের লেখনী ও ক্যামেরায় তুলে ধরেছেন মুক্তিযুদ্ধের সত্য ইতিহাস।

নিউজার্সিতে প্রথমবারের মতো হচ্ছে কাউন্টি বনাম কাউন্টি ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিবেদক

আমেরিকান ক্রিকেট ক্লাব, ইনকরপোরেটেড (ACC) গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছে নিউজার্সি কাউন্টি ক্রিকেট লিগ (NJCCL)–২০২৬ আয়োজনের। আগামী ৫ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত নিউজার্সিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে রাজ্যটিতে প্রথমবারের মতো কাউন্টি বনাম কাউন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

আমেরিকান ক্রিকেট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মারুফ আলম তুষার জানিয়েছেন, এনজেসিসিএল ২০২৬ নিউজার্সির ক্রিকেট ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় ক্রিকেট প্রতিভা তুলে ধরা, খেলোয়াড় ও সংগঠকদের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি এবং ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য একটি উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

এনজেসিসিএল-এর কমিউনিটি সংযোগ কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ১৩ ডিসেম্বর, নিউজার্সি বাংলাদেশ সোসাইটি (BSNJ) আয়োজিত বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত কমিউনিটির সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয় এবং নিউজার্সিতে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া কাউন্টি বনাম কাউন্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। আয়োজকদের



(NCL)–এর স্টেট বনাম স্টেট প্রতিযোগিতা সফলভাবে আয়োজনের অভিজ্ঞতা রয়েছে এই আয়োজক দলের। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় তারা এবার নিউ জার্সিতে ভিন্নধর্মী ও বৃহৎ পরিসরের এই কাউন্টি ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে অত্যন্ত উৎসাহী ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

যারা বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি, তাদের জন্যও এনজেসিসিএল ২০২৬–এ যুক্ত হওয়ার নানা সুযোগ রয়েছে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন। টিম ওনারশিপ, স্পনসরশিপ, পার্টনারশিপ ও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে আগ্রহীরা এই উদ্যোগে অংশ নিতে পারবেন।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, এনজেসিসিএল ২০২৬ নিউজার্সির ক্রিকেটকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে এবং প্রবাসী কমিউনিটির মধ্যে খেলাধুলাভিত্তিক সংযোগ আরও দৃঢ় করবে।

বন্ডাই হামলার পর সিডনিতে পুলিশের অভিযানে ৭ সন্দেহভাজন গ্রেপ্তার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডাই সমুদ্রসৈকতে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলার ক্ষত এখনো শুকায়নি। এর মধ্যে সিডনির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন সাত ব্যক্তি। তারা 'সহিংস কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা' করছিলেন—এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সিডনির লিভারপুল এলাকায় তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশের বিশেষ শাখা।

পুলিশ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত বন্ডাই হামলার সঙ্গে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের সরাসরি কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে তারা বন্ডাইয়ের দিকে যাচ্ছিলেন বলে পুলিশের বার্তায় উল্লেখ করা হয়েছে।





আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের বিজয় দিবস উদযাপন

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি। ১৬ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) রাতে সিটির ২৭০৯ ,ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএএসজের সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল।

অনুষ্ঠানমালার বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, দোয়া, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ, সংবর্ধনা, কবিতা আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশন। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন শেষে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মওলানা আবদুল হাই।

অনুষ্ঠানে সদ্য নির্বাচিত কাউন্সিল এট লার্জ সোহেল আহমেদ ও স্কুল বোর্ডের তিনবারের নির্বাচিত সদস্য সুব্রত চৌধুরীকে ক্রেস্ট প্রদান এর মাধ্যমে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় । এছাড়া স্কুল বোর্ডের অন্যতম সদস্য ফরহাদ সিদ্দিককে ফুলেল সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

বিএএসজের সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মনিরুজ্জামান মনির, সাখাওয়াৎ হোসেন, মামুনুল হক, মোঃ দিদার, জহিরুল ইসলাম, সৈয়দ শহীদ, রেজাউল ইসলাম খালিদ, ফরহাদ সিদ্দিক, রওশন উদ্দিন, বীরমুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর হোসেন ভুঁইয়া, নুরুল ইসলাম, বীরমুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর ভূঁইয়া, জহিরুল ইসলাম সেন্টু, মোঃ আইউব, আবু জাহিদ, নূরুন্নবী চৌধুরী শামীম, আবদুর রফিক প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি করেন বাচিক শিল্পী সুব্রত চৌধুরী ও সংগীত পরিবেশন করেন আসিফ আনোয়ার ।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল ও সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ইয়েল বিশেষজ্ঞের সতর্কতা

বিশ্বজুড়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ বুনেছেন ট্রাম্প

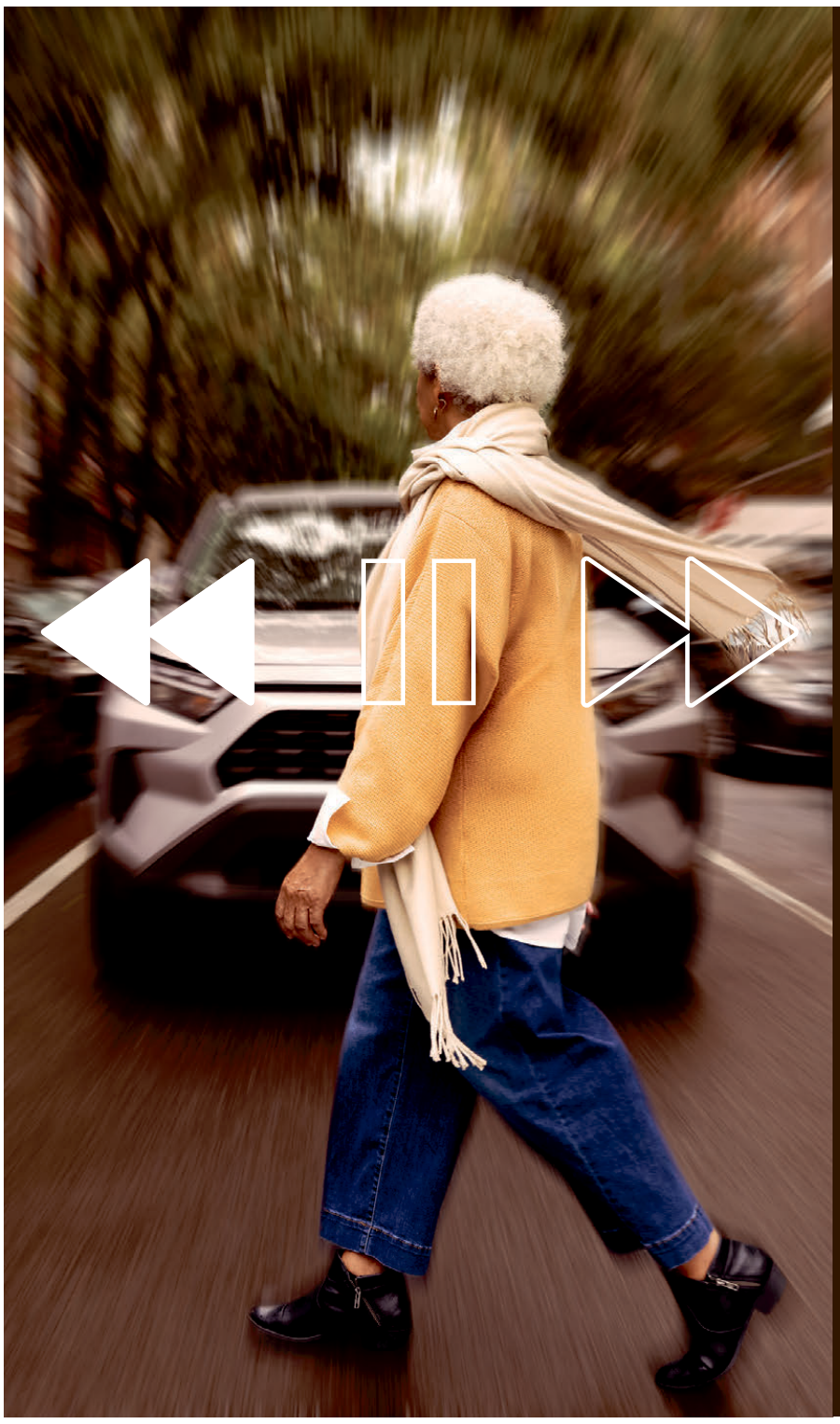
উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিশ্বজুড়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা নতুন করে আলোচনায় এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ও বর্তমান পররাষ্ট্রনীতিকে ঘিরে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শীর্ষ ইতিহাসবিদ সতর্ক করেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি ভবিষ্যতে ভয়াবহ বৈশ্বিক সংঘাতের বীজ বপন করছে।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক গ্রেগ গ্র্যান্ডিন বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনের আগ্রাসী ও একতরফা পররাষ্ট্রনীতি বিশ্বব্যবস্থাকে বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাঁর মতে, এই নীতি শুধু আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে দুর্বল করছে না, বরং বড় ধরনের সামরিক সংঘাতের সম্ভাবনাও বাড়াচ্ছে।

'সম্প্রতি হোয়াইট হাউস প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল প্রতিবেদনের প্রসঙ্গ টেনে গ্র্যান্ডিন বলেন, এতে স্পষ্টভাবে একটি সামরিক ও আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে।





দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তা আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না।

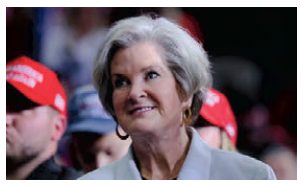
পথচারী পারাপার ব্যবহার করুন।

NYC Delivering for you. Every day. Everywhere.
NEW YORK CITY DOT Ydanis Rodriguez Commissioner
VISION ZERO Building a Safer City

সাক্ষাৎকারে হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ

মাস্ক ‘মাদকসেবী’, ভাইস প্রেসিডেন্ট ‘ষড়যন্ত্রতাত্ত্বিক’

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



সুজি ওয়াইলস

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বলয় নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করে খবরের শিরোনামে হোয়াইট হাউস চিফ অব স্টাফ সুজি ওয়াইলস। ভ্যানিটি ফেয়ারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শীর্ষ ধনী ও ট্রাম্প প্রশাসনের সাবেক সদস্য ইলন মাস্ককে ‘মাদকসেবী’ এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে ‘ষড়যন্ত্রতাত্ত্বিক’ বলে অভিহিত করেছেন তিনি।

সুজি সাক্ষাৎকারে বলেন, টেসলা ইনকর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইলন মাস্ক প্রকাশ্যে কেটামিন (এক ধরনের মাদক) ব্যবহার করেন। আর ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে একজন ‘ষড়যন্ত্রতাত্ত্বিক’ (কনস্পিরেসি থিওরিস্ট) এবং বাজেট প্রধান রাস ভটকে একজন ‘কট্টর ডানপন্থী উগ্রবাদী’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ ছাড়াও, জেফরি এপস্টাইন সংক্রান্ত ফাইলগুলো ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডির ভূমিকার সমালোচনা করেছেন তিনি।

সাক্ষাৎকারে এসব মন্তব্যের প্রভাব কেমন হতে পারে ধারণা করে গতকাল মঙ্গলবারই বিষয়টিকে হালকা করার জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছে হোয়াইট হাউস। এসব মন্তব্য যেন গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গ্রহণ করা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখছে হোয়াইট হাউস।

এরপর সুজি ওয়াইলস একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলেন, ‘তাঁর বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট উপেক্ষা করা হয়েছে।’ একে একটি ‘কপটভাবে সাজানো মানহানিকর প্রতিবেদন’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি।

ওয়াইলসের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেছেন, ট্রাম্পের কাছে সুজির চেয়ে বড় বা বিশ্বস্ত কোনো উপদেষ্টা নেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে লেভিট লেখেন, ‘পুরো প্রশাসন তাঁর (সুজি ওয়াইলস) অবিচল নেতৃত্বের জন্য কৃতজ্ঞ এবং সবাই সম্পূর্ণভাবে তাঁর পাশে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে।’

তবে এই বিস্ফোরক সাক্ষাৎকারটি ট্রাম্প ও তাঁর নীতিগুলো নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তোলার সুযোগ করে দিয়েছে। সেইসঙ্গে মাস্কের সঙ্গে চলমান দ্বন্দ্বও উসকে দিয়েছে বলা যায়।

মাস্কের সম্পর্কে ওয়াইলস এর আগেও বেশ আলোচিত বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘সে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেমতো চলে। ইলনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই হলো আসল চ্যালেঞ্জ।’

অ্যাডলফ হিটলার, জোসেফ স্ট্যালিন এবং মাও সেতুংয়ের আমলে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুর জন্য সরকারি খাতের কর্মীরা দায়ী—মাস্কের এমন একটি বিতর্কিত পোস্ট শেয়ার করা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ওয়াইলস বলেন, ‘আমার মনে হয়, সে যখন এসব লেখে তখন সে মাইক্রোডোজিং (সামান্য পরিমাণে মাদক গ্রহণ) অবস্থায় থাকে।’ তবে ওয়াইলস এটিও স্বীকার করেছেন, মাস্কের মাদক সেবনের বিষয়ে তাঁর কাছে সরাসরি কোনো তথ্য বা প্রমাণ নেই।

এই বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সাড়া দেননি মাস্ক এবং টেসলার মুখপাত্ররা। এর আগে চলতি বছরের শুরুর দিকে নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদনে মাস্কের বিরুদ্ধে কেটামিনসহ অন্যান্য মাদক সেবনের অভিযোগ তোলা হলে তিনি তা অস্বীকার করেছিলেন। সে সময় তিনি জানিয়েছিলেন, কয়েক বছর আগে চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি কেটামিন নিয়েছিলেন, কিন্তু এরপর আর কখনো তা গ্রহণ করেননি।

মাস্ক ট্রাম্পের ‘ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি’ (ডিওজিই)-এর প্রধান ছিলেন। এই বিভাগের লক্ষ্য ছিল ফেডারেল সরকারের আকার ও পরিধি কমিয়ে আনা। এই প্রক্রিয়ার শুরুতে তিনি ‘ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট’ (ইউএসএআইডি) বন্ধ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেন।

ওয়াইলস জানান, মাস্ক যখন ট্রাম্পের পছন্দের কিছু কর্মসূচিও বন্ধ করে দেন, তখন তিনি ‘প্রথমে হতভম্ব’ হয়ে গিয়েছিলেন এবং মাস্কের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

ওয়াইলস ভ্যানিটি ফেয়ারকে বলেন, ‘ইলনের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, আপনাকে কাজটা দ্রুত শেষ করতে হবে। আর এই ধরনের মনোভাব থাকলে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হবেই। তবে কোনো বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই মনে করবে না যে, ইউএসএআইডির প্রক্রিয়াগুলো সঠিক ছিল। কেউই না।’

জেডি ভ্যান্স সম্পর্কেও খুব খোলাখুলি কথা বলেছেন ওয়াইলস। তিনি বলেন, ‘যিনি একসময় ট্রাম্পের কট্টর সমালোচক ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে প্রেসিডেন্টের ‘মাগা’ (MAGA) আদর্শকে আলিঙ্গন করে হোয়াইট হাউসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অবস্থানে (ভাইস প্রেসিডেন্ট) নিজেকে উন্নীত করেছেন।

ওয়াইলস আরও বলেন, ‘তাঁর (ভ্যান্স) এই ভোলবদল (ট্রাম্পের পক্ষে আসা) ঘটেছিল যখন তিনি সিনেট নির্বাচনের জন্য লড়ছিলেন। আর আমার মনে হয়, তার এই পরিবর্তনটা ছিল কিছুটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।’

ট্রাম্পের সমর্থনে নিজের অবস্থান পরিবর্তন নিয়ে ভ্যান্স ভ্যানিটি ফেয়ারকে বলেছিলেন, ‘আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমি তাঁকে পছন্দ করছি, আমার মনে হয়েছিল তিনি অনেক ভালো কাজ করছেন এবং আমি ভেবেছিলাম, দেশ রক্ষার জন্য তিনিই মূলত সঠিক ব্যক্তি।’

রাশিয়া যেকোনো মূল্যে ইউক্রেনে লক্ষ্য অর্জন করবে: পুতিন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউরোপীয় নেতাদের নিয়ে কড়া ভাষায় কথা বলেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও নিজের কঠোর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন। পুতিন বলেছেন, কূটনীতির মাধ্যমে বা সামরিক শক্তি খাটিয়ে—যেভাবেই হোক না কেন, ইউক্রেনে নিজেদের লক্ষ্য পূরণ করবে মস্কো।

বুধবার রাতে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বার্ষিক সভায় এ কথা বলেন পুতিন। এমন সময় তিনি এই অবস্থান তুলে ধরলেন, যখন ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে তৎপরতা বাড়িয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এ তৎপরতা ঘিরে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না।

পুতিন বলেন, যেকোনো মূল্যে মস্কোর বিশেষ সামরিক অভিযানের লক্ষ্য পূরণ করা হবে। ইউক্রেন যদি বাস্তবমুখী আলোচনা না চায়, তাহলে যুদ্ধের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ভূখণ্ডগুলো মুক্ত করবে রাশিয়া। এই যুদ্ধের ক্ষেত্রটা যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সরকারগুলো ইচ্ছা করে সৃষ্টি করেছে বলেও অভিযোগ করেন রুশ প্রেসিডেন্ট। এরপর ইউরোপের নেতাদের নিয়ে কথা বলেন পুতিন। তাঁদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের সঙ্গে হাত মেলানোর অভিযোগ করেন।



ঊনবাঙালের বিজয় দিবস উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চাকারী সংগঠন ঊনবাঙালের উদ্যোগে “বিজয় দিবস ২০২৫” শীর্ষক বর্ণাঢ্য আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৩ ডিসেম্বর (শনিবার) কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরির ফ্লাশিং অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বর্ষীয়ান সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব মুত্তালিব বিশ্বাস। বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিন্তক ও কবি ফরহাদ মজহার ভিডিও বার্তায় বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে প্রবাসে ঊনবাঙালের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রশংসা করেন।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন কবি কাজী জহিরুল ইসলাম। এরপর কাজী জহিরুল ইসলামের গ্রন্থনা ও সৈয়দ মাসুদুল ইসলাম টুটুলের নির্দেশনায় পরিবেশিত হয় এক ঘণ্টাব্যাপী গীতি-কাব্যালেখ্য ‘বিজয় একটি খোলা জানালা’। গান, কবিতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটভিত্তিক বর্ণনায় সাজানো এই পরিবেশনা দর্শকদের গভীরভাবে আবেগাপ্লুত করে।

শেষ গানে ‘পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে’ পরিবেশনের সময় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রজন্মের প্রতিনিধি প্রকৌশলী সৈয়দ ফজলুর রহমান একটি বিশাল জাতীয় পতাকা নতুন প্রজন্মের শিশু আরহামের হাতে তুলে দেন। আরহাম পতাকা ওড়াতে থাকলে পুরো মিলনায়তন করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানে প্রবাসে জন্ম ও বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা বাংলা গান পরিবেশন করেন। পাশাপাশি স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি পর্বে অংশ নেন প্রবাসী কবি ও শিল্পীরা।

সবশেষে ঊনবাঙালের শিল্পীদের একক ও দ্বৈত সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সমাপনী বক্তব্যে ঊনবাঙালের উপদেষ্টা ও বইমেলা উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ফখরুল আলম সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।



NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health





FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER



SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইনকের সভাপতি ওয়াহিদ, সম্পাদক কামাল

নিউজ ডেস্ক

উৎসবমুখর পরিবেশ ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে সম্পন্ন হয়েছে বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইনক-এর ২০২৬–২৭ কার্যকরী কমিটির নির্বাচন। গত রোববার জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজার মামাস পার্টি হলে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন অ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন অ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিন।

নির্বাচনে সভাপতি পদে অ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ ১৬০ ভোট এবং সাধারণ সম্পাদক পদে অ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিন ১০০ ভোট পান। অনলাইন ও অফলাইন মিলিয়ে মোট প্রায় ২৭৫টি ভোট কাস্টিং হয় বলে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

জানা যায়, নির্বাচন উপলক্ষে সকাল প্রায় ১১টা থেকেই ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হতে থাকেন প্রার্থী ও ভোটাররা। দিনব্যাপী চলা এই ভোট উৎসবে সংগঠনটির সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন, যার ফলে নির্বাচনটি অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়ে ওঠে। সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সদস্যরাও নির্বাচিত হন।



তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সংগঠনটির সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন আয়োজনের জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি ধন্যবাদ জানান তারা এবং বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইনক-এর কল্যাণে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নির্বাচনে ধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অ্যাডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল, নির্বাচন কমিশনার ছিলেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবুল বাশার ও অ্যাডভোকেট মো. সামিউল করিম আলমগীর।

বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ'র নবনির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দন

বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইনক. এর ২০২৬–২০২৭ মেয়াদের নবনির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্য অ্যাডভোকেট লোকমান আহমেদ ও অ্যাডভোকেট আবদুল্লাহ আল মামুন।

এক যৌথ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তারা নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিনসহ সব বিজয়ীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইনক. যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি আইনজীবীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ পেশাজীবী সংগঠন। আইন পেশার উন্নয়ন, পেশাগত ঐক্য এবং কমিউনিটির কল্যাণে সংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

তারা আশা প্রকাশ করেন, ২০২৬–২০২৭ মেয়াদে সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে নবনির্বাচিত কমিটি স্বচ্ছতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে এবং সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল ও সুসংগঠিত করবে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, নবগঠিত কমিটির ঐক্যবদ্ধ ও দায়িত্বশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইনক. ভবিষ্যতে আরও সাফল্য অর্জন করবে এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি আইনজীবী সমাজের মর্যাদা আরও সুদৃঢ় হবে।

SECURITY CAMERA
আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন



কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি
কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।
PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432



মিশিগানে ১০৮ সমবেত কণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবত গীতাপাঠ

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েট দুর্গা টেম্পলে দ্বিতীয়বারের মতো ১০৮ সমবেত কণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবত গীতাপাঠ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৪ ডিসেম্বর (রোববার) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আন্তর্জাতিক হিন্দু পরিষদ, মিশিগান, ইউএসএ।

রোববার বেলা ১২টার আগেই বিপুলসংখ্যক ভক্ত দুর্গা টেম্পলে উপস্থিত হন। পুরুষরা সাদা পাঞ্জাবি/ধুতি-পায়জামা এবং নারীরা লাল পাড়ের শাড়ি বা সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাকে অংশ নেন। বিধবারা সাদা পাড়ের শাড়ি পরিধান করেন। শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। সংগঠনের পক্ষ থেকে সবাইকে একটি করে গীতা ও উত্তরীয় প্রদান করা হয়।

গীতাপাঠের আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উৎসব উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ও মুখপাত্র হারান কান্তি সেন বলেন, নতুন প্রজন্মের মধ্যে গীতার মর্মার্থ পৌঁছে দিতেই এ আয়োজন। আন্তর্জাতিক হিন্দু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় দেব বলেন, ভবিষ্যতেও এমন আয়োজন অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আটলান্টা, জর্জিয়া থেকে আগত আন্তর্জাতিক হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সত্যব্রত কর। তিনি প্রবাসে এত সুন্দর ও বৃহৎ আয়োজন দেখে অভিভূত হওয়ার কথা জানান।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226



ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল



ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার



Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।



ultra mobile | SIMPLE MOBILE | h2o | T-Mobile | UNIVISION mobile | Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

بسم الله الرحمن الرحيم
নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)



MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib
Masjid AR-Raiyyan
196-43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423 11423
NYC REGISTERED
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

পাত্র-পাত্রী চাই



আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

রুমমেট আবশ্যক

এলমহার্ষ্ট সাবওয়ের দুই ব্লক দুরে পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। 646-852-8832

বাসা ভাড়া

ব্রংকস পার্কচেষ্টার স্কুল সংলগ্ন ১ বেড রুমের এপার্টম্যান্ট। (পৃথক বেডরুম/ লিভিংরুম/ কিচেন) পাশেই বাংলাদেশি গ্রোসারি। স্টারলিং এভিন্যু। ১ জানুয়ারি থেকে খালি হবে। যোগাযোগ: 732-801-7646

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় শুধুমাত্র ১জন লোকের সাথে এক-বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করার জন্য- উচ্চশিক্ষিত, পেশাদার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, অধূমপায়ী পুরুষ /(স্বামী-স্ত্রী) আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৯৪-২৪৬৭.

FREE ESTIMATE
UIN/LIC: 12000335383

Bengal Electric Systems Corp.

আমাদের সবধরণের Security Systems Installation করার জন্য
DOS হতে Licensed & Background Check করা আছে।



বাসাবাড়ী, অফিস ও রেস্টুরেন্টে ভালমানের টেকসই ও সুলভমূল্যে নিম্নোক্ত কাজগুলি করে থাকি

- CCTV CAMERA SYSTEM (INDOOR AND OUTDOOR)
- INTERCOM SYSTEM
- FIRE ALARM SYSTEMS
- DOOR BEL (AUDIO/ VIDEO)
- ALL KIND OF ELECTRICAL JOBS (RESIDENTIAL & COMMERCIAL)
- ELECTRICAL WIRING
- DIFFERENT KIND OF LIGHT FIXTURE & OUTLET INSTALLATION
- ELECTRIC PANEL UPGRADE
- ALL KIND OF ELECTRICAL VIOLATION REMOVAL

md@bengalelectric.net www. bengalelectric.net
929 253 4767 and 212 763 3747

চাকরির বিজ্ঞপ্তি

লাবণ্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হলে একজন অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার প্রয়োজন। প্রার্থীকে রেস্টুরেন্ট ও পার্টি ইভেন্ট পরিচালনা, টিম সমন্বয়, গ্রাহক সেবা ও দৈনন্দিন কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে দক্ষ হতে হবে। বিক্রয় বৃদ্ধি, মান নিয়ন্ত্রণ ও কর্মীদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা থাকা আবশ্যক। রেস্টুরেন্ট ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ২–৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা অগ্রাধিকার পাবে।

ঠিকানা: **1193 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208. আপনার সিভি ইমেইল করুন: emdadbhuiyan@yahoo.com**

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় 170 বিটুইন 90 Avenue এলাকায় ১ ব্লক দুরত্বে বাস এবং ট্রেন এবং মসজিদ গ্রোসারি নিকটে। লাক্সারি ৩ বেড, বাথ দুটি, কিচেন লিভিং, ডাইনিং ভাড়া হবে। 347-593-1892 ভাড়া $3300

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

বাবুর্চি আবশ্যক

জরুরি ভিত্তিতে অভিজ্ঞ বাংলা ও তান্দুরি খাবারের বাবুর্চি প্রয়োজন। স্থান: ল্যান্সডেল, পেনসিলভানিয়া। একটি স্বনামধন্য হালাল রেস্টুরেন্টে অভিজ্ঞ ও দক্ষ বাবুর্চি আবশ্যক, যিনি বাংলা ও তান্দুরি খাবার প্রস্তুতে পারদর্শী। থাকা ও খাবারের পূর্ণ ব্যবস্থা প্রদান করা হবে।
যোগাযোগ: ২৬৭-৭৩৬-৫০১১

জমি বিক্রয়

সিলেট শহরের ইসলামপুর (মেজর টিলা) এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে জমি বিক্রয় করা হবে।
জমির পরিমাণ: ৯ শতক, চারপাশে দেয়ালঘেরা, দুইটি রাস্তার সংযোগ রয়েছে।
উপযুক্ত ক্রেতার জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় সুযোগ
আগ্রহী ক্রেতাগণ নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন:
✆313-510-7025 (যুক্তরাষ্ট্র)
✆+880 1911-114402 (জুমাদ, বাংলাদেশ)

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল।

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইনিজনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিস্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660
Email: AkmRahman.samsur@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260
Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (88) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE

Our Services

- TLC Insurance
- Private Auto Ins.
- Commercial Auto Ins.
- Home & Business Ins.
- DMV Express Service
- TLC Plate Rent
- TLC Base (Black & Green Cab)
- Defensive Driving Course Certificate



NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE

- NEW REGISTRATION & PLATE
- REGISTRATION RENEWAL
- DUPLICATE TITLE
- CUSTOM PLATES
- VEHICLE TRANSFER
- SURRENDER PLATES
- TLC NEW APPLICATION
- TLC PLATE RENEWAL






CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com

Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377



বেআইনি অভিবাসন ভুক্তভোগীবিহীন অপরাধ নয়

টম হোমানের বক্তব্য

নিজস্ব প্রতিবেদক

বেআইনি অভিবাসন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র বিতর্কের মধ্যে বর্ডার সিজার টম হোমান এবার সরাসরি ক্যাথলিক নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তার কথা—তারা যদি ICE–এর (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) কাজ নিজের চোখে দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন কেন এই সমস্যা এত বড় এবং কেন এটি "ভুক্তভোগীবিহীন অপরাধ" নয়।

ক্যাথলিক বিশপ কনফারেন্স দীর্ঘদিন ধরে ICE–এর অভিযান ও আটক নীতির সমালোচনা করছে। তাদের অভিযোগ—অভিবাসী পরিবারগুলো আতঙ্কে আছে, আটক কেন্দ্রে মানবিক অবস্থা খারাপ, এবং ধর্মীয় পরিচর্যার সুযোগও সীমিত। পোপ লিও চতুর্দশও একই উদ্বেগ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা অনেক শান্তিপ্রিয় মানুষও বর্তমান কঠোর নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে হোমান—যিনি নিজেও ক্যাথলিক—এসব অভিযোগ নাকচ করে বলেন, আইন প্রয়োগকে মানব মর্যাদার বিরুদ্ধে বলা ভুল। তার যুক্তি—আইন না মানালে কার্টেল ও পাচারকারীরা আরও শক্তিশালী হয়, এবং উত্তরমুখী বিপজ্জনক যাত্রায় আরও মৃত্যুর ঘটনা বাড়ে।

বিতর্ক আরও জমে ওঠে বোস্টনের এক চার্চে ন্যাটিভিটি দৃশ্য পরিবর্তন নিয়ে। চার্চ কর্তৃপক্ষ পবিত্র পরিবারের মূর্তি সরিয়ে তার বদলে "ICE was here" লেখা একটি সাইন বসায়। বোস্টন আর্চডায়োসিজ এটিকে পবিত্র প্রতীকের রাজনৈতিক ব্যবহার বলে সমালোচনা করে। হোমানের দাবি—এ ধরনের বার্তা ICE এজেন্টদের নিয়ে বিদ্বেষ বাড়ায় এবং আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের জন্য পরিবেশ আরও বিপজ্জনক করে তুলছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের বর্তমান প্রয়াসকে হোমান "ঐতিহাসিক" বলছেন। তার বক্তব্য—প্রথমে জননিরাপত্তার হুমকি ও জাতীয় নিরাপত্তাকে লক্ষ্য করেই অভিযান চলছে, তবে দেশে অবৈধভাবে থাকা যেকোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধেও আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে। হোমান দাবি করেন—এক বছরেরও কম সময়ে প্রায় ছয় লাখ মানুষকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরানো হয়েছে। প্রশাসন আরও ১০,০০০ এজেন্ট যোগ করার পরিকল্পনা করছে এবং ICE–এর প্রয়োগকারী ইউনিটকে তিনগুণ বাড়াতে চায়।

এই অভিযানের আরেকটি দিক হলো—বাইডেন প্রশাসনের সময় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর যেসব অভিবাসী শিশু হারিয়ে যায়, তাদের খুঁজে বের করা। হোমানের অভিযোগ—প্রায় ৫ লাখ শিশু পাচারকারীদের মাধ্যমে দেশে এসেছিল এবং প্রায় তিন লাখ শিশুর খোঁজ সরকার হারিয়ে ফেলেছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের নির্দেশনা

বিমানবন্দরের যাত্রীতালিকা পাচ্ছে আইস

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশনায় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিমানবন্দর থেকে যাত্রীদের নামের তালিকা নিয়মিতভাবে অভিবাসন প্রয়োগকারী সংস্থা ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইস) কাছে পাঠানো হচ্ছে। এতে সম্ভাব্যভাবে বহিষ্কারের আওতায় থাকা ব্যক্তিদের শনাক্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে মার্কিন গণমাধ্যম।

প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছরের মার্চ মাস থেকে পরিবহন নিরাপত্তা প্রশাসন সপ্তাহে একাধিকবার যাত্রীদের তালিকা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের অধীন আইসের কাছে পাঠাচ্ছে। আইস তাদের নিজস্ব ডেটাবেসের সঙ্গে এসব নাম মিলিয়ে যাদের বহিষ্কারযোগ্য মনে করছে, তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করছে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, এই ব্যবস্থা নতুন নয়। তার দাবি, আগের প্রশাসনের সময় অবৈধ অভিবাসীদের দেশজুড়ে উড়োজাহাজে চলাচলের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। যা বর্তমান প্রশাসন বন্ধ করতে চায়। ট্রাম্প প্রশাসনের লক্ষ্য হলো—যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থানকারীরা যেন দেশ ছাড়ার উদ্দেশ্য ছাড়া আকাশপথে ভ্রমণ করতে না পারেন।

তবে এই কর্মসূচির মাধ্যমে কতজন গ্রেপ্তার হয়েছেন তা সরকারিভাবে জানানো হয়নি। তবে বিভিন্ন গণমাধ্যম কয়েকটি ঘটনার সঙ্গে এই তথ্য বিনিময়ের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছে।

এর মধ্যে রয়েছে গত ২০ নভেম্বর বোস্টনের লোগান বিমানবন্দরে ১৯ বছর বয়সী এক কলেজ শিক্ষার্থীর গ্রেপ্তার। টেক্সাসে পরিবারের সঙ্গে থ্যাংকসগিভিং উদ্‌যাপনে যাওয়ার আগে তাকে আটক করা হয় এবং পরে হন্ডুরাসে পাঠানো হয়। শৈশব থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করা ওই তরুণী নিজেও জানতেন না যে তিনি বহিষ্কারের ঝুঁকিতে রয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, তাঁর বহিষ্কার একটি আদালতের আদেশ লঙ্ঘন করেছে।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax Business Licenses and Setup FBAR and FATCA Filing
Notary Public Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA New York State Society of Enrolled Agents
naea National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার
আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনজন ও অন্যান্যদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই।
এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার জন্য আজই কল করুন
Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914
PROHEALTH HOMECARE
(Ordinary People, Extra Ordinary Care)
PROHEALTH HOMECARE
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন করে

শেষ পৃষ্ঠার পর

বলেন, "সাংবাদিকতা এমন একটি পেশা, যেখানে সব পেশার মানুষের সঙ্গে মেশার সৌভাগ্য হয়। চর অঞ্চলের মানুষের দুর্বিষহ জীবনযাত্রা যেমন দেখেছি, তেমনি আমেরিকায় জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংকের কর্মসূচি কভার করেছি। এখানে মিডিয়ার সাংবাদিকরা সাহসী প্রশ্ন করার অধিকার রাখেন। বিদেশি স্ট্রিমের মিডিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশি সাংবাদিকতার তুলনা করা মূর্খতার শামিল। এখানকার তুলনায় আমরা আসলে সাংবাদিকতার অনেক কিছুই শিখিনি। আমেরিকায় সাংবাদিকদের বেতন কাঠামো, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, রিপোর্টের মান ও নিরাপত্তা—সবই আলাদা।"

ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। একজন সাংবাদিক হিসেবে শাহীন হাওলাদার মনে করেন, "বাংলাদেশে সাংবাদিকদের শারীরিক নিরাপত্তা, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো আইনি চাপ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অভাব, এই চ্যালেঞ্জগুলো নিউইয়র্কের সাংবাদিকতার পরিবেশের তুলনায় অনেকটাই গুরুতর।"

তিনি বলেন, "বাংলাদেশে তিন দশকের কিংবা তারও আগের সাংবাদিকতার ইতিহাসে দেখা যাবে, সংবাদপত্রে স্বাধীনতার বদলে অধীনতা ছিল। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, সাংবাদিকদের মতপ্রকাশের অধীনতা ও নিরাপত্তা ঝুঁকি; এসব বিষয়ে বাংলাদেশের র‍্যাঙ্কিং অনেক নিচে ছিল। তবে ২০২৫ সালে এসে দেখেছি, আমরা ভারতের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে আছি। একসময় সরকারবিরোধী কোনো সংবাদ করলে আমাদের সিনিয়র সাংবাদিকরা সার্বিক চিন্তা করে চাকরি হারানোর ভয়ে তা পত্রিকায় দিতেন না।"

বাংলাদেশের বেশির ভাগ সংবাদমাধ্যম এখনো বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল, যেখানে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বড় ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে নিউইয়র্ক বা পশ্চিমা মিডিয়াগুলো সাবস্ক্রিপশন, ডিজিটাল রাজস্ব ও ডেটানির্ভরতার দিকে ঝুঁকছে। এই ভিন্ন রাজস্ব মডেল দুই দেশের সাংবাদিকদের সংবাদ পরিবেশনের স্বাধীনতা ও সত্যতাকে প্রভাবিত করছে বলে মনে করেন শাহীন হাওলাদার।

তার মতে, "আমাদের করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের দুর্নীতি আড়াল করতে পত্রিকাকে সামনে নিয়ে আসে। প্রায় সব মিডিয়াই চলে বিজ্ঞাপনের ওপর। তবে বিদেশের মিডিয়াগুলো কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে লক্ষ্য করে কাজ করে। সেখানে বাংলাদেশের মিডিয়াগুলো এখনো আর্থিক লাভের দিকে বেশি মনোযোগী।"

পেশাগত সাংবাদিকতা ও খণ্ডকালীন সাংবাদিকতা নিয়ে সমালোচনা করে তিনি বলেন, "একজন খণ্ডকালীন সাংবাদিক যখন সাংবাদিকতার বাইরে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে পূর্ণকালীন চাকরি করেন, তখন তার সংবাদ সংগ্রহ, পরিবেশন ও বিশ্লেষণে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এই 'দ্বৈত আনুগত্যের সংঘাত' খণ্ডকালীন সাংবাদিকতার পেশাদারত্বকে দুর্বল করে।" শাহীন হাওলাদার মনে করেন, সাংবাদিকতাকে অবশ্যই পূর্ণকালীন পেশা হিসেবে রাখা উচিত।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য গত বছর নিউইয়র্কে সম্মাননা পেয়েছেন শাহীন হাওলাদার। এর আগে তিনি গ্লোবাল ইয়ুথ পার্লামেন্টের 'গ্লোবাল ইয়ুথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড–২০২৩' ও 'মাদার তেরেসা গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড–২০২৩' লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'দ্য ন্যাশনাল প্রেস ক্লাব' এর সদস্য তিনি।

'দ্য ন্যাশনাল প্রেস ক্লাব' এ সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিবর্তিত মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপের সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিয়মিত কর্মশালা, সেমিনার ও ফেলোশিপ কর্মসূচি পরিচালনার প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রেস ক্লাব বা নিউইয়র্কের বাঙালি প্রেস ক্লাবগুলোর সঙ্গে পার্থক্য আছে কি না—এ প্রশ্নের উত্তরে শাহীন হাওলাদার বলেন, "যেকোনো পেশাদার সাংবাদিক এখানে উৎসাহ প্রদানের জন্য আবেদন করতে পারেন। আমার তিন বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, 'দ্য ন্যাশনাল প্রেস ক্লাব' সব সাংবাদিকের বৃহৎ সংগঠন। ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনে বিশ্বের বিভিন্ন কূটনীতিক বিতর্ক ও মতপ্রকাশের জন্য আসেন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনৈতিক মিলনের বদলে দলাদলি বেশি।"

তিনি আরও বলেন, "একজন মিডিয়া মালিক রাজনীতি বা নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থে একটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তখন সাংবাদিকতা জনগণের জন্য কাজ করতে ব্যাহত হয়। খবর তৈরি হয় মূলত মালিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব—ভাইরাল হওয়ার প্রতিযোগিতা সংবাদমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। সাংবাদিকতার গভীরতা হারিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ সংবাদপত্রের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে এবং সেখান থেকেই তারা সংবাদ সংগ্রহ করছে।"

এভাবেই নানা আলোচনা ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সোহানা নাজনীন এবং কারিগরি সহায়তায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার 'টক অব দ্য উইক' অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

ওবামাকেয়ার ভর্তুকি নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩১ ডিসেম্বর। সময়মতো বাড়ানো না হলে প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ আমেরিকানের স্বাস্থ্যবিমার খরচ গড়ে দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বুধবার সকালে যে চার রিপাবলিকান এই পিটিশনে স্বাক্ষর করেন, তারা হলেন—ব্রায়ান ফিটজপ্যাট্রিক (পেনসিলভানিয়া), মাইক ললার (নিউইয়র্ক), রবার্ট ব্রেসনাহান (পেনসিলভানিয়া), এবং রায়ান ম্যাকেনজি (পেনসিলভানিয়া)। এই চারজনই এমন সব নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধি, যেখানে আসন্ন নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ডেমোক্র্যাটরা ইতোমধ্যে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছিলেন যে, ভর্তুকি বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য তারা পরোক্ষভাবে দায়ী।

ভর্তুকি প্রথম চালু হয় ২০২১ সালে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সময়। এর মূল লক্ষ্য ছিল—ওবামাকেয়ারের 'বেঞ্চমার্ক' স্বাস্থ্যবিমা পরিকল্পনায় মানুষের আয় অনুযায়ী প্রিমিয়াম সর্বোচ্চ ৮.৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা। ভর্তুকি উঠে গেলে অনেক মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যবিমা কার্যত অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে।

রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান ব্রায়ান ফিটজপ্যাট্রিক এক বিবৃতিতে বলেন, তিনি মাসের পর মাস আপসের চেষ্টা করেছেন এবং বিভিন্ন সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু দলের নেতৃত্ব সব প্রস্তাবই নাকচ করে দিয়েছে।তার ভাষায়, "সংস্কার ছাড়া তিন বছরের পরিষ্কার মেয়াদ বাড়ানো খারাপ হতে পারে, কিন্তু তার চেয়েও খারাপ হলো কোনো বিকল্প ছাড়াই ভর্তুকি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়া।"

এই ইস্যুতে রিপাবলিকান দলে স্পষ্ট বিভাজন দেখা যাচ্ছে। দলের অধিকাংশ সদস্য চান ভর্তুকির মেয়াদ শেষ হোক। তবে একটি ছোট কিন্তু প্রভাবশালী অংশ মনে করছে—হঠাৎ করে ভর্তুকি বন্ধ হলে সাধারণ মানুষের ওপর বড় ধরনের আর্থিক চাপ পড়বে।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই হাউস স্পিকার মাইক জনসন একটি ভিন্ন স্বাস্থ্যনীতি বিল ভোটে তুলছেন, যার নাম "লোয়ার হেলথ কেয়ার প্রিমিয়ামস ফর অল আমেরিকানস অ্যাক্ট"। এই বিলে ডানপন্থীদের পছন্দের কিছু প্রস্তাব রয়েছে, তবে ওবামাকেয়ার ভর্তুকি সরাসরি বাড়ানোর বিষয়টি নেই। এ নিয়ে আলোচনাও ভেঙে যায়।

হাউসের নিয়ম অনুযায়ী, ডিসচার্জ পিটিশনের পর সাতটি আইনসভা কার্যদিবস পার হলে তবেই ভোট হতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস এখন মাত্র শুক্রবার পর্যন্ত বসছে। এরপর দুই সপ্তাহের ছুটি। ফলে ভোটটি জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া হাউসে পাস হলেও বিলটি সিনেটে বড় বাধার মুখে পড়তে পারে। সিনেটের রিপাবলিকান নেতা জন থুন ইতোমধ্যেই বলেছেন, তিনি কেবল মেয়াদ বাড়ানোর পক্ষে নন; বরং পুরো ব্যবস্থার বড় সংস্কার চান।

এই ঘটনা হাউস স্পিকার মাইক জনসনের জন্য আরেকটি রাজনৈতিক ধাক্কা। ২২০–২১৩—এই অল্প ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে হাউস চালানো তার জন্য ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। এর আগেও রিপাবলিকান বিদ্রোহীদের কারণে জেফ্রি এপস্টেইন–সংক্রান্ত নথি প্রকাশের বিষয়ে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে ভোটে হারতে হয়েছিল।

তবে বুধবার সাংবাদিকদের সামনে জনসন বলেন, "আমি হাউসের নিয়ন্ত্রণ হারাইনি। আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ইতিহাসের সবচেয়ে ছোট। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিয়ম-কানুন আরও বেশি ব্যবহৃত হয়—এটাই বাস্তবতা।"

ওবামাকেয়ার ভর্তুকি নিয়ে এই বিদ্রোহ যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যনীতি ও আসন্ন নির্বাচনের রাজনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

কমিউনিটির দাবি-দাওয়ার লড়াইয়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে বাগ শুরু থেকেই জনমুখী কর্মসূচিতে কাজ করছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে আয়োজন করছে সচেতনতা সভা, নাগরিক অধিকারবিষয়ক কর্মশালা, এমনকি কমিউনিটির কর্মসংস্থানের সহায়তায় চাকরি মেলাও। ভোটার তালিকা প্রস্তুতে সহযোগিতা, মানুষের ভোটদানে উৎসাহিতকরণ এবং সিটি, স্টেট ও জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে বাংলাদেশি কমিউনিটি ও অভিবাসীদের পছন্দের প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করা বাগের নিয়মিত কার্যক্রমেরই অংশ।

"তোমার অধিকার জানো, তোমার অধিকারের জন্য সংগ্রাম করো" এই স্লোগান নিয়ে বাগ নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে নিরলসভাবে।

একটির পর একটি নজিরবিহীন সাফল্য

বাগের উদ্যোগে নিউইয়র্ক সিটির সরকারি স্কুলগুলোতে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন ছুটি ঘোষণা করা হয়। স্কুলগুলোতে হালাল খাবার সরবরাহ, মসজিদে প্রকাশ্যে আজান প্রচারের অনুমতি আদায়; এসবই কমিউনিটির দীর্ঘ দিনের দাবি, যার বাস্তবায়নে বড় ভূমিকা রাখে বাগ।

২০১৯ সালের ১৪ আগস্ট ধর্মীয় পোশাক সুরক্ষা বিল স্টেট পর্যায়ে পাস হওয়াটাও বাগের বড় অর্জন। ২০১১ সাল থেকে নিউইয়র্ক স্টেট ক্যাপিটলে প্রতি বছর বাংলাদেশি কমিউনিটির দাবিদাওয়া নিয়ে অধিকার আদায়ের কর্মসূচি চালিয়ে আসছে সংগঠনটি।

নিউইয়র্কের স্কুল ও কলেজসমূহে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার ছুটি (নিউইয়র্ক স্টেটব্যাপী) বাস্তবায়ন, নিউইয়র্কের স্কুলসমূহে হালাল ও কোশার খাবার নিশ্চিতকরণ, স্টেট গভর্নরের তত্ত্বাবধানে মুসলিম অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল গঠন, জলবায়ু, সর্বনিম্ন মজুরি জীবন যাত্রার মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যকরণসহ বিভিন্ন দাবিতে বাগের উদ্যোগে এডভোকেসি অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশি–মুসলিম আমেরিকানদের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বাংলাদেশি মুসলিম নারী ফেডারেল বিচারক হিসেবে নুসরাত চৌধুরীর নিয়োগেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সংগঠনটি।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে ঐতিহাসিক ভূমিকা

২০২৫ সালে নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথম মুসলিম মেয়র হিসেবে জোহরান মামদানীর বিজয়ে অন্যতম সহায়ক শক্তি ছিল বাংলাদেশি আমেরিকান অধিকার আদায় গ্রুপ। যা কমিউনিটি রাজনীতিতে সংগঠনটির অবস্থানকে আরও দৃঢ় করেছে।

অভিজ্ঞ নেতৃত্বে এগিয়ে চলা

মো. শাহজাহান, কামাল ভূঁইয়া, সাবুল উদ্দিন ও মোহাম্মদ রহিমের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের বর্তমান সভাপতি হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন মূলধারার রাজনীতিতে পরিচিত মুখ জয়নাল আবেদীন। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে আছেন শাহানা মাসুম।

দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময় ধরে নাগরিক অধিকার, জনসচেতনতা ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের লড়াইয়ে বাগ আজ বাংলাদেশি আমেরিকান ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটির আস্থার সংগঠনে পরিণত হয়েছে প্রান্তিকের কণ্ঠস্বর হয়ে।

সেবার ক্ষেত্রে ভাষা যেন বাধা হয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তোলার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে মেয়র গত সপ্তাহে শহরের বিভিন্ন সংস্থাকে একটি নির্দেশ জারি করেছেন, যাতে তারা মূল্যায়ন করে দেখতে পারে কীভাবে জনসাধারণের সঙ্গে দৈনন্দিন যোগাযোগে ভাষাভিত্তিক প্রযুক্তি আরও বেশি অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এর লক্ষ্যে সিটি কর্তৃপক্ষ সিটি-মালিকানাধীন স্মার্ট ডিভাইসে অনুবাদ অ্যাপ ইনস্টল করার পরিকল্পনাসহ এনওয়াইপিডি টহল নির্দেশিকায় পরিবর্তন আনছে এবং পাবলিক স্কুল পরিবারের জন্য রিয়েল-টাইম অনুবাদ প্রদানকারী নতুন অ্যাপ 'হ্যালো' এরও উন্নয়ন শুরু হয়েছে।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) কমিউনিটি অপ-এডে অ্যাডামস বলেন, "আমাদের লক্ষ্য হলো ইংরেজিভাষী নন এমন সম্প্রদায়সহ সব নিউইয়র্কবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ আরও উন্নত করা।"

অ্যাডামস নিজেকে শুরু থেকেই একজন "টেক মেয়র" হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তার প্রশাসন সর্বদা নিউইয়র্কবাসীদের নিরাপদ, শক্তিশালী ও অবগত রাখতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়েছে। পাবলিক স্কুলগুলোতে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য এনওয়াইপিডি যুক্ত করা, নিরাপত্তা ড্রোন মোতায়েন করা এবং 'এনওয়াইসিএইচএ' এর বাসিন্দাদের জন্য ব্রডব্যান্ড পরিষেবা সম্প্রসারণ, তার প্রযুক্তিনির্ভর পদক্ষেপের অন্যতম উদাহরণ।

মেয়রের মতে, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রকৃত অর্থেই অ্যাক্সেসযোগ্য শহর হতে হলে নিউইয়র্ককে অবশ্যই বিশ্বের সবচেয়ে ভাষাবান্ধব শহর হতে হবে। এটি একটি বৈশ্বিক শহর, যেখানে রাস্তায়, দোকানে এবং বাড়িতে শত শত ভাষা শোনা যায়। তাই তিনি নিশ্চিত করতে চান, নাগরিক যে ভাষাতেই কথা বলুন না কেন, তিনি যেন সিটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এবং যে পরিষেবাগুলোর জন্য তিনি যোগ্য, সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন।

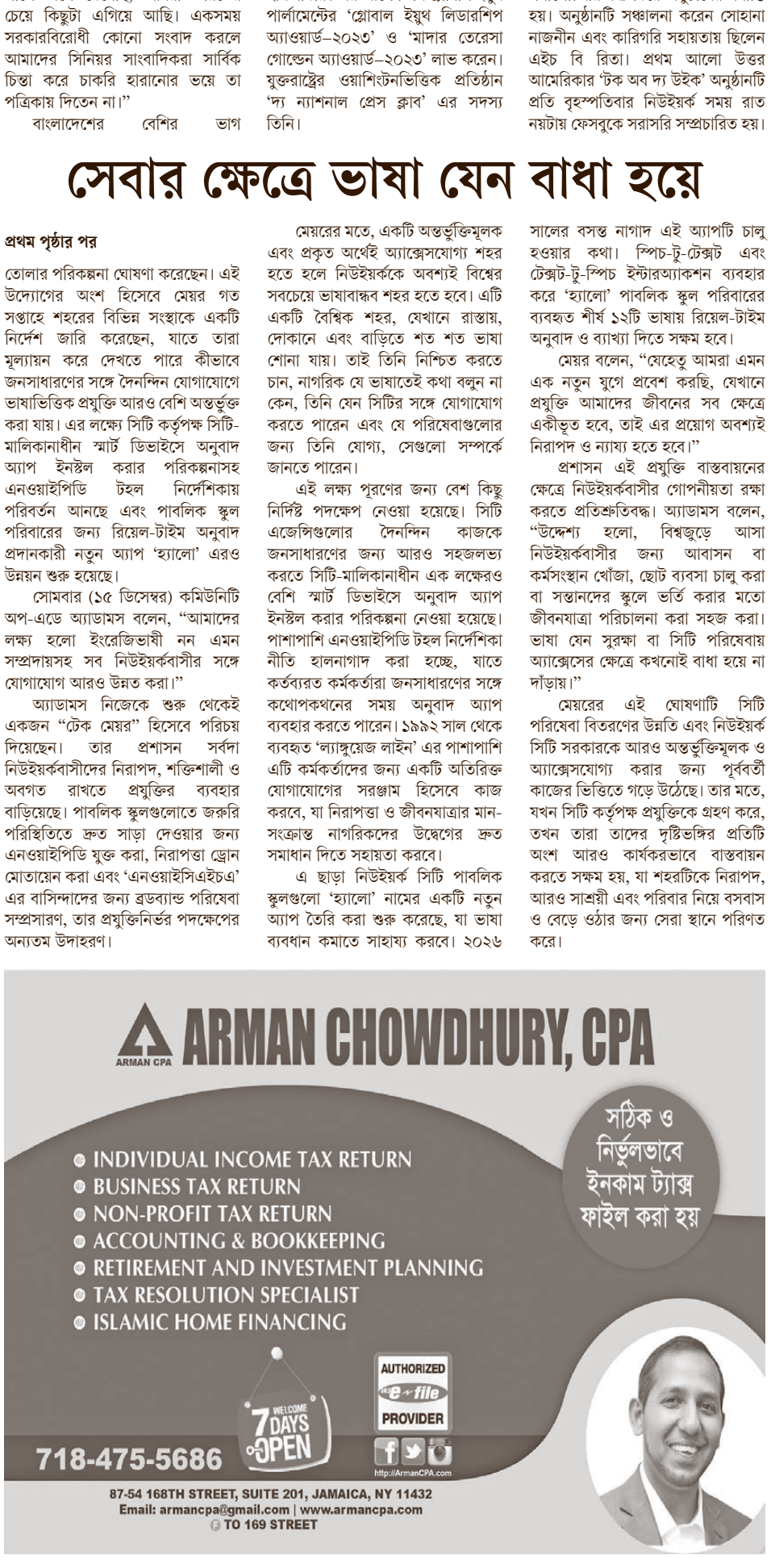
এই লক্ষ্য পূরণের জন্য বেশ কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সিটি এজেন্সিগুলোর দৈনন্দিন কাজকে জনসাধারণের জন্য আরও সহজলভ্য করতে সিটি-মালিকানাধীন এক লক্ষেরও বেশি স্মার্ট ডিভাইসে অনুবাদ অ্যাপ ইনস্টল করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এনওয়াইপিডি টহল নির্দেশিকা নীতি হালনাগাদ করা হচ্ছে, যাতে কর্তব্যরত কর্মকর্তারা জনসাধারণের সঙ্গে কথোপকথনের সময় অনুবাদ অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন। ১৯৯২ সাল থেকে ব্যবহৃত 'ল্যাঙ্গুয়েজ লাইন' এর পাশাপাশি এটি কর্মকর্তাদের জন্য একটি অতিরিক্ত যোগাযোগের সরঞ্জাম হিসেবে কাজ করবে, যা নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার মান-সংক্রান্ত নাগরিকদের উদ্বেগের দ্রুত সমাধান দিতে সহায়তা করবে।

এ ছাড়া নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলগুলো 'হ্যালো' নামের একটি নতুন অ্যাপ তৈরি করা শুরু করেছে, যা ভাষা ব্যবধান কমাতে সাহায্য করবে। ২০২৬ সালের বসন্ত নাগাদ এই অ্যাপটি চালু হওয়ার কথা। স্পিচ-টু-টেক্সট এবং টেক্সট-টু-স্পিচ ইন্টারঅ্যাকশন ব্যবহার করে 'হ্যালো' পাবলিক স্কুল পরিবারের ব্যবহৃত শীর্ষ ১২টি ভাষায় রিয়েল-টাইম অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হবে।

মেয়র বলেন, "যেহেতু আমরা এমন এক নতুন যুগে প্রবেশ করছি, যেখানে প্রযুক্তি আমাদের জীবনের সব ক্ষেত্রে একীভূত হবে, তাই এর প্রয়োগ অবশ্যই নিরাপদ ও ন্যায্য হতে হবে।"

প্রশাসন এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিউইয়র্কবাসীর গোপনীয়তা রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অ্যাডামস বলেন, "উদ্দেশ্য হলো, বিশ্বজুড়ে আসা নিউইয়র্কবাসীর জন্য আবাসন বা কর্মসংস্থান খোঁজা, ছোট ব্যবসা চালু করা বা সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করার মতো জীবনযাত্রা পরিচালনা করা সহজ করা। ভাষা যেন সুরক্ষা বা সিটি পরিষেবায় অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রে কখনোই বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।"

মেয়রের এই ঘোষণাটি সিটি পরিষেবা বিতরণের উন্নতি এবং নিউইয়র্ক সিটি সরকারকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অ্যাক্সেসযোগ্য করার জন্য পূর্ববর্তী কাজের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। তার মতে, যখন সিটি কর্তৃপক্ষ প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে, তখন তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিটি অংশ আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়, যা শহরটিকে নিরাপদ, আরও সাশ্রয়ী এবং পরিবার নিয়ে বসবাস ও বেড়ে ওঠার জন্য সেরা স্থানে পরিণত করে।







হঠাৎ বাতিল নাগরিকত্বের শপথ অনুষ্ঠান

প্রশাসনের কঠোরতা

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা বা গ্রিন কার্ডধারীদের জন্য নাগরিকত্ব লাভের শেষ ধাপ এখন আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন নীতির কারণে অন্তত ১৯টি দেশের অভিবাসীদের নাগরিকত্ব ও গ্রিন কার্ড সংক্রান্ত আবেদন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে।

এই ‘হাই রিস্ক’ তালিকায় রয়েছে কিউবা, ইরান, হাইতি, সোমালিয়া, লাওস ও মিয়ানমারসহ একাধিক দেশ। ফলে এসব দেশের বহু গ্রিন কার্ডধারীর নাগরিকত্ব গ্রহণের শপথ অনুষ্ঠান হঠাৎ করেই বাতিল করা হচ্ছে।

সাধারণত গ্রিন কার্ডধারীরাই যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থায় সবচেয়ে কঠোর যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে আসেন। নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করলে তাদের আবারও ব্যাকগ্রাউন্ড চেক, সাক্ষাৎকার, ইংরেজি ও সিভিকস পরীক্ষা পাস করতে হয়। এসব ধাপ শেষ করেই শপথ অনুষ্ঠান হয়, যা নাগরিকত্বের চূড়ান্ত পর্যায়।

নিউইয়র্ক লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স গ্রুপের অভিবাসন সুরক্ষা ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক আইনজীবী ডেবোরা চেন বলেন, “যাদের শপথ অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারিত ছিল, তারা প্রয়োজনীয় সব যাচাই ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছেন।”

তবু নতুন নীতির আওতায় ফ্লোরিডায় কিউবান অভিবাসী আনি ক্যাবরালেস শপথ নেওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে নাগরিকত্ব অনুষ্ঠান বাতিলের ফোনকল পান। ম্যাসাচুসেটসে এক হাইতিয়ান নারীকে সরাসরি শপথ অনুষ্ঠানের লাইনের মাঝখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে চলতি বছরে প্রশাসন নাগরিকত্ব প্রস্তুতি কর্মসূচিতে দেওয়া সরকারি অনুদান কমিয়ে দিয়েছে। ফলে ইংরেজি ও সিভিকস প্রশিক্ষণ দেওয়া বহু সংগঠন কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। রোড আইল্যান্ডে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অভিবাসীদের জন্য নাগরিকত্ব প্রশিক্ষণ কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় কমিউনিটি নেতারা।

নতুন করে চালু করা হয়েছে ‘নৈতিক চরিত্র’ যাচাইয়ের নামে প্রতিবেশী ও সহকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, পাশাপাশি কঠোর সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রিনিং। এমনকি কর পরিশোধে কিস্তি সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কিছু আবেদন বাতিলের অভিযোগ উঠেছে। এই বাড়তি কড়াকড়ির কারণে অনেক আইনজীবী এখন অভিবাসীদের নাগরিকত্বের আবেদন না করে শুধু গ্রিন কার্ড নবায়নের পরামর্শ দিচ্ছেন, যাতে আইনি ঝুঁকি এড়ানো যায়।

এদিকে ইউএসসিআইএস জানিয়েছে, শিগগিরই আটলান্টায় একটি নতুন ভেটিং সেন্টার চালু করা হবে, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশেষভাবে ‘উদ্বেগজনক দেশ’ হিসেবে চিহ্নিত রাষ্ট্রগুলোর আবেদন যাচাই করা হবে।

পেন্টাগনের নথি ফাঁস

তাইওয়ানে যুদ্ধে জড়ালে চীনের কাছে হারতে পারে যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

তাইওয়ানে কোনো যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে গেলে মার্কিন সামরিক বাহিনী চীনের কাছে পরাজিত হতে পারে। এমনটাই ইঙ্গিত মিলল পেন্টাগনের এক অতি গোপনীয় মূল্যায়ন থেকে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস এক বিশেষ প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

সম্প্রতি তাইওয়ানে চীনা আগ্রাসন পরিস্থিতি তৈরি করে মহড়া চালায় যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে দেখা গেছে, বেইজিং চাইলে মোতায়েনের আগেই মার্কিন ফাইটার স্কোয়াড্রন, বড় যুদ্ধজাহাজ এবং এমনকি উপগ্রহ নেটওয়ার্কগুলোকেও অচল করে দিতে পারে। অত্যন্ত শ্রেণিবদ্ধ এই নথির নাম হলো ‘ওভারম্যাচ ব্রিফ।’

পেন্টাগনের অফিস অব নেট অ্যাসেসমেন্টের তৈরি করা এই দলিলে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র তার উন্নত এবং মহামূল্যবান অস্ত্রের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হওয়ায় চীনের দ্রুত তৈরি করা কম দামি অস্ত্রের সামনে সে বড়ই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আছে।

ওই প্রতিবেদনে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, সংঘাত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চীন আমেরিকান সম্পদগুলো অকেজো করে দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছে। এর কয়েক দিন আগেই চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাইওয়ান প্রশ্নটি ‘পরম বিচক্ষণতার সঙ্গে সামলাতে’ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে ৫ বছরের সোশ্যাল মিডিয়া ইতিহাস বাধ্যতামূলক প্রস্তাব

ভিসামুক্ত ভ্রমণে কড়াকড়ি

ইব্রাহীম চৌধুরী

ট্রাম্প প্রশাসন এমন একটি প্রস্তাব করেছে, যার আওতায় ভিসা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুবিধাপ্রাপ্ত কয়েক ডজন দেশের নাগরিকদের ভ্রমণের আগে অতিরিক্ত ব্যক্তিগত তথ্য দিতে হবে। এই তথ্যের মধ্যে গত পাঁচ বছরের সোশ্যাল মিডিয়া ইতিহাসও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (DHS) এই সপ্তাহে প্রকাশিত এক সরকারি নোটিশে এ তথ্য জানিয়েছে।

ভিসা ওয়েভার প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত ৪২টি দেশের নাগরিকরা সাধারণত পর্যটন বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ ৯০ দিনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আসতে পারেন, এবং তাদের মার্কিন দূতাবাস বা কনস্যুলেটে ভিসার আবেদন করতে হয় না। এই সুবিধার তালিকায় রয়েছে যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্সসহ বহু ইউরোপীয় দেশ এবং মার্কিন মিত্র অস্ট্রেলিয়া, ইসরায়েল, জাপান, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়া।

এসব দেশের ভ্রমণার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের আগে ইলেকট্রনিক সিস্টেম ফর ট্রাভেল অথরাইজেশন (ESTA)–এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হয়, যাতে যাচাই করা হয় তারা ভিসামুক্ত ভ্রমণের যোগ্য কি না এবং নিরাপত্তাজনিত কোনো ঝুঁকি আছে কি না।

ট্রাম্প প্রশাসন এবার এই ESTA ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনতে চাইছে—মূলত এটিকে মোবাইলভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করতে। নতুন পরিকল্পনায় আবেদনকারীদের নিজেদের এবং তাঁদের নিকট আত্মীয়দের সম্পর্কে আরও ব্যক্তিগত তথ্য দিতে হবে বলে জানিয়েছে মার্কিন কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন (CBP)।

নোটিশ অনুযায়ী, ভিসা ওয়েভার ভ্রমণকারীদের গত পাঁচ বছরের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের তথ্য, গত ১০ বছরে ব্যবহৃত ইমেইল ঠিকানা এবং নিকট আত্মীয়দের ফোন নম্বর ও ঠিকানাসহ ব্যক্তিগত তথ্য জমা দিতে হবে। এর মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া ইতিহাস বাধ্যতামূলক।

সমালোচকেরা বলছেন, এই প্রস্তাব সম্ভাব্য ভ্রমণার্থীদের নিরুৎসাহিত করতে পারে এবং পর্যটন খাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে—বিশেষ করে ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপের ঠিক আগমুহূর্তে, যখন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথভাবে আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

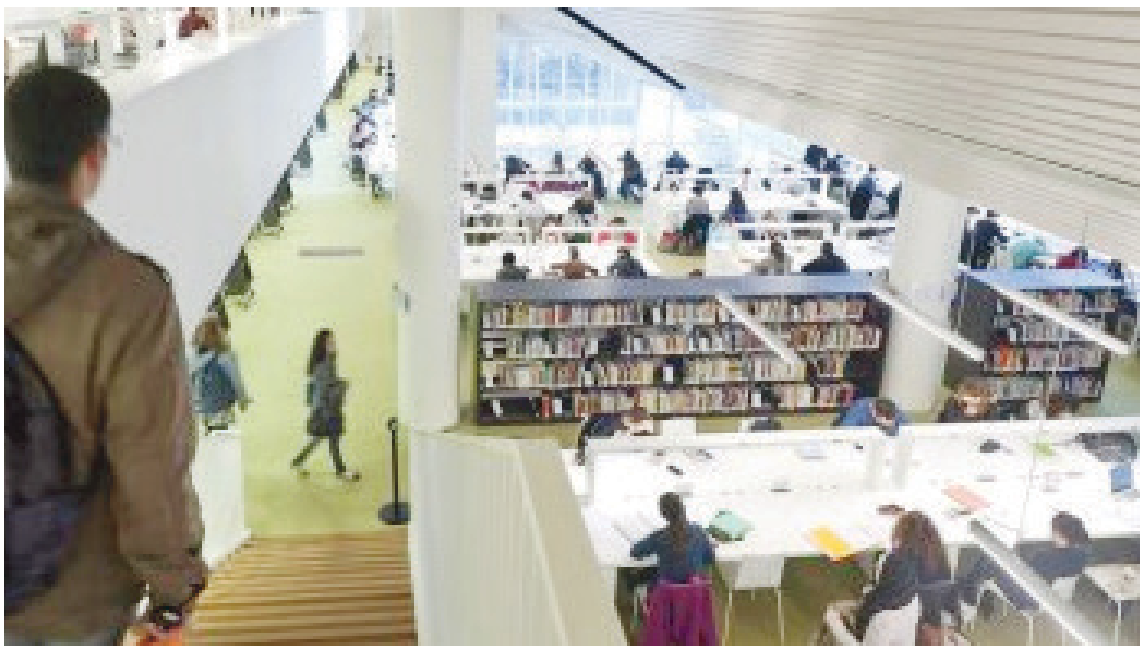
একই সঙ্গে, মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা (USCIS) কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট শ্রেণির অভিবাসীদের সোশ্যাল মিডিয়া ইতিহাস গভীরভাবে যাচাই করতে—বিশেষ করে এমন মতামত বা কার্যকলাপ খুঁজতে যা “অ্যান্টি-আমেরিকান” বলে বিবেচিত হতে পারে। সংস্থাটি নাগরিকত্ব আবেদনকারীদের “সু-নৈতিক চরিত্র” যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও আরও কঠোরতা আরোপ করেছে।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেল্‌স ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
নিউইয়র্ক স্টেটের হেল্থ ডিপার্টমেন্টের সিডিএসপি/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের ‘কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড’ থেকে ‘কন্ডিশন’ রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি’তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

প্যারিসের বুলাক: যেখানে মেলে বাংলা ভাষা, ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতার সংযোগ

শাহাবুদ্দিন শুভ



প্যারিসে আসার পর থেকেই একটা চিন্তা আমাকে প্রায় তাড়া করত—বাংলা বই কি এখানে পাওয়া যাবে? প্রবাসে থাকলে বইয়ের অভাবটা খুব তীব্রভাবে টের পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে মনে হতো, যদি লন্ডনে থাকতাম! শুনেছি লন্ডনের সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে নাকি প্রচুর বাংলা বই রয়েছে।

তাই ভেবেছিলাম ফ্রান্সে নিশ্চয়ই এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে হাজার হাজার বাংলা বই পাওয়া যায়।

কিন্তু আমার সেই ধারণা একেবারে ভুল প্রমাণ করলো বুলাক BULAC—Bibliothèque universitaire des langues et civilisations। প্যারিসের হৃদয়ে অবস্থিত এই লাইব্রেরি শুধু বইয়ের সংগ্রহশালা নয়; এটি বিশ্বের ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার এক মহাঅভিভাবক। এখানে রয়েছে ৩৫০টি ভাষার বই, ৮০টিরও বেশি লিপিতে লেখা নথি, আর প্রায় ১৫ লক্ষেরও বেশি সংগ্রহ। এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে বাংলা ভাষার এক বিশাল ভাণ্ডার—যা ইউরোপে অন্যতম ।

বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগারিক প্রদীপ চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ : একদিন নির্ধারিত সময়ে বাংলা বিভাগের দায়িত্বে থাকা প্রদীপ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে বুলাক (BULAC) -এ গেলাম। সময় ছিল বিকেল চারটা, কিন্তু কৌতূহল আর উত্তেজনায় প্রায় ৪৫ মিনিট আগেই পৌঁছে যাই। গিয়ে দেখি দাদা আমার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য প্রস্তুত—কাগজপত্র গুছিয়ে রেখেছেন, কিছু আনুষ্ঠানিক বিষয়ও আগেই সেরে ফেলেছেন। রিসেপশনের ভদ্রমহিলাও শুনে অবাক হলেন যে একজন বাংলাদেশি সাংবাদিক এসেছে বাংলা সংগ্রহ দেখতে। দাদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বুঝলাম—ফ্রান্সে বাংলা বইয়ের প্রতি তাদের আগ্রহ নতুন নয়। বরং এর একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

বাংলা ভাষার সঙ্গে ফরাসিদের পরিচয়

ফরাসিদের সামনে বাংলা ভাষা প্রথম পরিচিত হয় ১৯১৩ সালে, যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর Gitanjali গীতাঞ্জলি যখন ইংরেজি থেকে ফরাসিতে অনূদিত হয়, তখনই ফরাসি পাঠকরা জানতে পারে—"বাংলা" নামে একটি ভাষা আছে, যার সাহিত্য এত গভীর ও সমৃদ্ধ। পরে রবীন্দ্রনাথের প্যারিস সফরগুলো এবং তাঁর বিশ্বব্যাপী আড্ডা–আলোচনা ফরাসি সাহিত্য সমাজে বাংলার প্রতি আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দেয়।

তবে ধারাবাহিক বাংলা শিক্ষা বা গবেষণা তখন স্থায়ী হয়নি। পরে ১৯৬০-এর দশক থেকে বুলাক (BULAC) নিয়মিতভাবে বাংলা বই সংগ্রহ করা শুরু করে। প্রথমে বই আসত ডোনেশনের মাধ্যমে। পরে ফরাসি সরকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়—ফলে কলকাতা ও ঢাকা থেকে নিয়মিতভাবে বই সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সংগ্রহ রূপ নেয় এক বিশাল আর্কাইভে।

বাংলা বইয়ের বিস্ময়কর সংগ্রহ

বুলাক (BULAC) -এ আজ প্রায় ৮,৫০০ বাংলা বই আছে। ফরাসি ও ইংরেজি অনুবাদ এবং কলকাতার বই মিলিয়ে এই সংখ্যা ১০,০০০ ছাড়িয়ে গেছে। এখানে রয়েছে—বাংলা ছাপাখানার প্রারম্ভিক বাংলা মুদ্রণ, দুর্লভ পাণ্ডুলিপি, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রকাশিত অসংখ্য গবেষণাধর্মী বই, বাংলাদেশের ইতিহাস–রাজনীতি–ধর্ম–সংস্কৃতির বিস্তৃত দলিল, উপন্যাস–গল্প–কবিতার ক্লাসিক প্রকাশনা, মীর মশাররফ হোসেন থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমদিকের বই—সবই এখানে সংরক্ষিত।

এমনকি ১৯২২ সালে প্যারিসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের কণ্ঠে রেকর্ড করা দুর্লভ অডিও রেকর্ডিংও রয়েছে BULAC-এর সংগ্রহে—যা যে কোনো গবেষকের জন্য এক অসাধারণ সম্পদ। এই সুবিশাল সংগ্রহ দেখে আমি বুঝলাম—বাংলাদেশের অনেক লাইব্রেরিতেও এমন সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া কঠিন।

এশিয়া বিভাগ থেকে বেইসমেন্ট পর্যন্ত বিস্ময়ের পর বিস্ময়

দাদা আমাকে প্রথমে নিয়ে গেলেন এশিয়া বিভাগের বইয়ের তাকগুলোতে। প্রথম নজরে মনে হয়েছিল, হয়তো খুব বেশি বই নেই। কিন্তু ধীরে ধীরে তাকগুলো একের পর এক দেখার পর বুঝলাম—এটি কেবল সূচনা। দাদা জানালেন, বেইসমেন্টে নেমে গেলে আরও কয়েকটি স্তরের বিশাল সংগ্রহ আছে। সেই সব পুরোনো মলাট, প্রাচীন মুদ্রণ, বিরল নথি দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না।

জ্ঞান, গবেষণা ও সভ্যতার মিলনস্থল

বুলাক (BULAC) শুধুই বই পড়ার জায়গা নয় — এটি এক ধরনের বৌদ্ধিক নগরী। এখানে একসঙ্গে সংরক্ষিত রয়েছে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, বিরল মুদ্রণ, মানচিত্র, গবেষণাপত্র, জার্নাল, নথিপত্র, ডিজিটাল আর্কাইভ — বই, কাগজপত্র এবং নথির ওই বিশাল ভাণ্ডার হাতে ছোঁয়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে।

বলকান অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া, চীন–জাপান–কোরিয়া এবং এমনকি ওশেনিয়া ও আমেরিকার স্বদেশভূমিরই নথি-সংগ্রহ এখানে আছে। ১৮০টিরও বেশি দেশ, ৩৫০টি ভাষা এবং ৮০টিরও বেশি লিখন পদ্ধতির (লিপি) নথি-গ্রন্থ বুলাক (BULAC)-এর কনটেন্টে রয়েছে।

এখানে শুধু সাহিত্য বা ইতিহাস নয় — ভাষাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, জাতি–সংস্কৃতি, ধর্ম, ভূগোল, এবং নৃতত্ত্বের মতো বিভিন্ন শাখার গবেষণামূলক বই, নথি ও আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া যায়। ফলে, যে কোনো ভাষা বা সভ্যতা নিয়ে গভীরভাবে জ্ঞানার্জন বা গবেষণা করতে চাইলে বুলাক (BULAC)-র সংগ্রহ, ডিজিটাল রিসোর্স ও আরকাইভগুলো এক অনন্য সুযোগ। এটি ইউরোপের মধ্যে এমন একটি ভিউ-উন্মুক্ত ভাষা ও সভ্যতা কেন্দ্র, যা অধিকাংশ বড়-বড় বিশ্ববিদ্যালয়কেও ছাড়িয়ে যায়।

অতীতে ছাপাখানায় প্রথম মুদ্রণের বাংলা ছাপ, বিরল পাণ্ডুলিপি, প্রাচীন ইতিহাস, সাংস্কৃতিক–সামাজিক গবেষণা, পৃথিবীর নানা কোণের ইতিহাস-সংস্কৃতি — সবই বুলাক (BULAC) -তে পাওয়া যায়। এই ভাণ্ডার শুধু পঠন বা পড়াশোনা নয়, বরং গবেষণা, পুরনো সংস্কৃতি বুঝে–বোঝার,ভাষা ও সভ্যতা নিয়ে আন্তর্জাতিক সংলাপের জন্য একটি স্থায়ী প্ল্যাটফর্ম।

ছাত্র–ছাত্রী এবং ভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য বুলাক (BULAC)

বুলাক (BULAC) -র সংগ্রহ কেবল গবেষক বা প্রফেশনালদের জন্য নয়। যারা ভাষা শেখার প্রবৃত্তি রাখে — বিশেষত ছাত্র, রাজনৈতিক অভিবাসী, বাঙালি বংশোদ্ভূত তরুণ–তরুণী, অথবা যারা মাতৃভাষা,

ইতিহাস বা সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে সংযোগ রাখতে চায় — তারা বুলাক (BULAC)-কে এক মূল্যবান রিসোর্স হিসেবে পাবে।

বুলাক (BULAC) -র সংগ্রহে কেবল বাংলা নয়, পৃথিবীর প্রায় ৩৫০টি ভাষার বই ও নথি রয়েছে। নতুন ভাষা শেখা, পুরনো ভাষার শেখায় ডুব দেওয়া বা নিজের সাংস্কৃতিক–ভাষাগত শিকড়ের সঙ্গে পরিচয় রক্ষা করার জন্য এটি একটি আদর্শ জায়গা। প্রিন্টেড বই, পাণ্ডুলিপি, ইতিহাস ও ভাষাগত গবেষণা—সবকিছু একত্রে মিলিয়ে বুলাক (BULAC) -তে পাঠ্য-আলোচনা বা ভাষা অধ্যয়ন করা যায়। এছাড়া, বুলাক (BULAC)-র ডিজিটাল রিসোর্স এবং অনলাইন কাতালগ সুবিধা অন্তর্ভুক্ত, যা দীর্ঘ-দূরেও আপনাকে একটি লাইব্রেরার মতো সমৃদ্ধ পাঠের সুযোগ দেয়।

ফলে, যদি আপনি যেকোনো ভাষা, তার ইতিহাস বা সংস্কৃতি সম্পর্কে শিখতে চান — বুলাক (BULAC) অন্তত একবার ভিজিট করার মতো একটি জ্ঞানভাণ্ডার।

সদস্য হওয়ার সুযোগ সবার জন্য

বুলাক (BULAC)-এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো—এটি সবার জন্য উন্মুক্ত। ছাত্রছাত্রী, গবেষক, শিক্ষক, কিংবা সাধারণ পাঠক—যে কেউ সহজ রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সদস্য হতে পারেন। সদস্য হলে পাওয়া যায় পাঠকক্ষ ব্যবহারের সুযোগ, ডিজিটাল রিসোর্স অ্যাক্সেস, এবং যোগ্য হলে বই ধার নেওয়ার সুবিধা।

এখানে নিয়মিত আসে দুই ধরনের শিক্ষার্থী—ফরাসিরা যারা বাংলা শিখতে আগ্রহী, এবং বাংলাদেশি তরুণ–তরুণীরা যারা ফ্রান্সে বড় হলেও মাতৃভাষার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায়। এছাড়া INALCO-র গবেষক ও অধ্যাপকরা বুলাক (BULAC)-এর অন্যতম প্রধান ব্যবহারকারী।

বাংলার সঙ্গে ফরাসিদের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন

ফ্রান্সে বাংলা ভাষা প্রচারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ, বিশেষত ঢাকা শাখা। লালনসহ

বাংলা সাহিত্যকে ফরাসিতে অনুবাদ করার উদ্যোগগুলো ফরাসিদের আরও কাছে এনেছে বাংলা ভাষাকে। গত দুই দশকে বাংলাদেশ থেকে যারা পেশাগত, গবেষণা বা শিক্ষার কারণে ফ্রান্সে এসেছেন—তারাও এই সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ধারাকে মজবুত করেছেন।

প্রবাসে থেকেও শেকড়ের সন্ধান

বুলাক (BULAC)-এ দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছিল—প্যারিসের মাঝখানে যেন একটি ছোট বাংলাদেশ তৈরি হয়ে আছে, যেখানে বইয়ের পাতা উল্টালে ভেসে ওঠে আমাদের ভাষা, ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্পন্দন। প্রবাসে থাকলেও এখানে এসে নিজের শেকড়কে নতুন করে চিনে নেয়া যায়। বুলাক (BULAC) আমাকে বুঝিয়েছে—ভাষা এবং জ্ঞানের কোনো সীমান্ত নেই। আর বাংলা ভাষার জন্য প্যারিসে এমন এক বিশাল ভাণ্ডার থাকা—আসলেই গর্বের।

গবেষক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট
প্যারিস, ফ্রান্স
ahmedshuvo@gmail.com

আবার ফিরবে কি গ্রামের পৌষ পার্বণ?

দীপংকর গৌতম



কৃষিকে ভিত্তি করেই এগিয়েছে সভ্যতা। সময়ের আবর্তন আর ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে কৃষি উৎপাদনে ক্রমেই এসেছে বৈচিত্র্য। তবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া আর উদ্ভাবনের মিশেলে কৃষি ব্যবস্থাপনায় এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তাইতো বৈশ্বিক উষ্ণতার চোখ রাঙানিও উপেক্ষা করার সাহস সঞ্চয় করেছে মানুষ।

বাঙালির পালা-পার্বনের সঙ্গে খাদ্য ছাড়াও আরও একটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেটা হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাচ, গান, কবিতা, নাটিকা না হলে উৎসব পূর্ণতা পায় না। বারো মাসে তেরো পার্বনের প্রসঙ্গ এলে স্বাভাবতই প্রশ্ন আসে, এই উৎসবগুলোর নাম কি? এসব উৎসবের এলাকাভিত্তিক খোঁজ নিলে দেখা যাবে উসব তের শুধু নামে, আসলে উৎসব তারচেয়েও অনেক বেশি। বাংলার আদি পার্বণগুলো সময়ের বিবর্তনে পুরোদস্তর সামাজিক রূপ নিয়ে বাঙালির উৎসবে পরিণত হয়েছে।

আমরা যদি পৌষ পার্বণের কথা বলি, তাহলে দেখা যাবে পোষলা একটি শস্যউৎসব। এ উপলক্ষে মুসলিম রাখাল ছেলেরা মানিক পীরের গান গেয়ে, আর হিন্দু রাখালরা লক্ষ্মীর নামে ছড়া কেটে সারা পৌষ মাস সন্ধ্যার পর বাড়ি বাড়ি মাগন করত। মাগনশেষে তারা পৌষ সংক্রান্তির সকালে মাঠ বা বনের ধারে রান্না করত; পিঠা বা শিন্নী বানিয়ে পীর বা দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করত এবং পরে নিজেরা খেত। একে পিঠাপর্বও বলা হতো।

বর্তমানে পৌষ পার্বণ উৎসবটি গ্রামবাংলার পাশাপাশি শহরাঞ্চলেও লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে ব্যাপকভাবে পালিত হয়। এই পালনের যে অবিশ্যকতা ছিল, তা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। এখন শহরের পিঠে-পুলি অর্ডার করলেই মিলবে। মিলবে খেজুর গুড়, রস—সবই। কিন্তু নাগরিক উপাচার গ্রামীণ ঐতিহ্যের যে ফারাক, সেটাকে মিলাবে কে? তারপরও এটাই ঠিক যে আমাদের চিরায়ত উৎসবগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। হারাচ্ছে পালা-পার্বন; কমে যাচ্ছে বা হারিয়ে যাচ্ছে কথাটির অর্থ আছে। এই হারানো বলতে আমরা বুঝি বাঙালির ঐতিহ্যবাহী উৎসব, লোক-উৎসব ও গ্রামীণ মেলাগুলোর জৌলুস কমে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া বা রূপান্তর হওয়া। বাঙালির ঐতিহ্য একসময় 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' থাকলেও আধুনিকতা, নগরায়ন ও প্রযুক্তির প্রভাবে এগুলোর মূল আকর্ষণ, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং সামাজিক সম্প্রীতি হ্রাস পাচ্ছে।

বারো মাসে তের পার্বনের মধ্যে শীতের সময় অল্প হলেও ব্যাপ্তি বিশাল। আমাদের দেশ শীত প্রধান নয়। যে কারণে শীত ঋতু আমাদের প্রকৃতিতে আসে অনেক পালা-পার্বন ও আদর আহ্লাদের মধ্যে। একসময়ে গ্রামবাংলায় শীত মানেই হাসি-গান, যাত্রা-নাটক, পালাগান কীর্তন, জারি-সারি, যাত্রা, পুতুল নাচ, ঘুড়ি ওড়ানো, নবান্ন, পৌষ সংক্রান্তির মেলা, খেজুরের রস দিয়ে মিঠাই তৈরির ঐতিহ্যবাহী আয়োজন। শীতকাল নিয়ে আনন্দ উৎসবের শেষ ছিল না। শীতের কুয়াশা ভরা সকাল মানেই টাটকা খেজুর রস পান, জমে যাওয়া মাছের ঝোলের সঙ্গে গরম করা রাতের ভাত, আর রাতে উষ্ণ কম্বলের তলায় শুয়ে গল্প বলার আসর—এটা একেবারে অনন্য।

বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে শীত মানেই খাওয়া-দাওয়া, বাড়িতে অতিথীর ভিড়, বিয়ে-শাদি, ভ্রমণ আর পিঠাপুলির উৎসব। শীত মানেই আনন্দ-উৎসব আর পালা-পার্বনের সময়। আমাদের সামর্থ্য যত সীমিতই হোক না কেন, এর মধ্যেও আমরা শীতকালকে উপভোগ করি। শীতের সকালে আয়েশ করে রোদ বা আগুন পোহানো, সুস্বাদু পিঠা খাওয়া, খেজুরের রস, পুকুরে মাছ ধরা কিংবা কুয়াশামাখা সবুজ প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর মজাগুলো ফিরে আসে।

শীতের এসব অনুভূতির পাশাপাশি শীত আমাদের নাগরিক জীবনকে এখনো স্মৃতিকাতর করে। শহুরে জীবনে পৌষ পার্বণ নেই, আছে কেবল পিঠাপুলির স্মৃতিচারণ। নাগরিক সভ্যতার কল্যাণে এখানে আদিবাসীদের ওয়ানগাল্লা উদযাপিত হয়, বিভিন্ন অনলাইনে পিঠে-পুলি-পায়েস, খেজুর গুড় বা রস সরবরাহ করা হয়। কিন্তু তাতে মফস্বলের উৎসবের আমেজ থাকে না। যে কারণে নগর জীবনের উৎসব আরো স্মৃতিকাতর করে। মনে পড়ে শৈশবের দিনগুলোর কথা! শীতের কথা, শীতের পিঠার কথা!

একসময় পৌষ মাস ছিল বাঙালির পিঠা-উৎসবের মাস। শহর থেকে গ্রাম—এই উৎসব তখন চলত সবখানেই। তখনো যৌথ পরিবারে ভাঙন ধরেনি। একান্নবর্তী পরিবারে হেঁসেলের দায়িত্ব সামলাতেন মা-কাকিরা। সেই সময়ে পৌষ সংক্রান্তির দিনগুলোতে বাড়িঘর ম-ম করত পিঠাপুলি আর পায়েসের গন্ধে। বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তখন তৈরি হতো নানা রকমের পিঠা। অগ্রহায়নের মাঠভরা ধান ততদিনে চাল হয়ে প্রবেশ করতো ঢেকিঘরে। শুরু হতো চাল কোটার উৎসব। আশ-পাশের বাড়ির কাকিরা-ভাবিরা এসযোগদিত চাল কোটার এই উৎসবে। পালাক্রমে সবার বাড়ি চাল কোটা হলে শুরু হতো পিঠা বানানোর উৎসব। রাত জেগে মা-খালারা বানাতেন নানারকমের পিঠা। পুলিপিঠার মধ্যে থাকত মুগের পুলি, ভাঁজাপুলি, দুধপুলি, চন্দ্রপুলি আর সেদ্ধপুলি। অন্য ধরনের পিঠা বলতে, পাটিসাপটা, দুধ-চিতই, নারকেল পিঠা, দৈলা, চষি, গড়গড়া, ভাপা ইত্যাদি।

চালগুঁড়োর সঙ্গে আটা বা ময়দার সহযোগে দুধ, খোয়া, ক্ষীর, নারকেল কোরা, চিনি, খেজুর গুড়, মুগডাল বা বিউলির ডাল, আর সুজি দিয়ে বানানো হতো পিঠা। কখনো আলু বা মিষ্টি আলুও ব্যবহার করা হতো উপকরণ হিসেবে। আর থাকত পরিষ্কার সাদা সুতি কাপড়। অনেক যত্ন ও সজাগ তত্ত্বাবধানে তৈরি হতো এসব পিঠা। পিঠা কতটা সুস্বাদু হবে, তা অনেকটা নির্ভর করত চাল কত নিখুঁতভাবে গুঁড়ো করা হয়েছে, তার ওপর।

পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন গৃহস্থ বাড়িতে চাল ভিজিয়ে রাখা হতো। পিঠা তৈরির জন্য ভেজানো চাল কতটা নরম হতে হবে, এই বিষয়টা তখন মা-কাকিমাদের নখদর্পণে থাকত। তাদের নিখুঁত হিসাব একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মিলেও যেত। এটি হলো পিঠা তৈরির আগের পর্ব। সংক্রান্তির দিন সকাল সকাল স্নান সেরে নিয়ে পরিষ্কার কাপড় পরতেন মা-কাকিমারা। তারপর শুরু হতো পিঠা-পর্ব। কী নিখুঁতভাবে তৈরি হতো প্রত্যেকটা পুলি, পাটিসাপটা আর অন্য পিঠাগুলো! উনুনে আগুনের আঁচ যেন গৃহিণীদের হাতের ছোঁয়ায় নিজে থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে যেত। একটা পাটিসাপটাও পুড়ে যেত না। কড়াই, তাওয়া আর খুন্তির যুগলবন্দিতে প্রত্যেকটাই কী দারুণ সুস্বাদু হয়ে উঠত! খুব সাবধানে তৈরি করা হতো পুলিপিঠা। সেগুলো দুধে দিয়ে ফোটানোর সময় খুলে বা ফেটে গেলেই সর্বনাশ! সব পরিশ্রম তখন বৃথা হত।

পিঠার সঙ্গে সংক্রান্তির দিনে তৈরি হতো নতুন গুড় দিয়ে পায়েসও। নতুন চাল আর গুড়ের সেই গন্ধ বাঙালির আরেক ঐতিহ্য। সেই গন্ধ এখনোও নাকে লেগে রয়েছে। পুলি-পিঠা-পায়েসের উৎসব সম্পূর্ণ হয়ে উঠত বাড়ির বয়স্ক নারী এবং নবীন মেয়েদের মেলবন্ধনে। তখন ননস্টিক ফ্রাইং প্যান বা আধুনিক কোনো বাসনপত্রের জন্ম হয়নি। চালগুঁড়োও যে প্যাকেটবন্দি হতে পারে, তা ভাবনাও অকল্পনীয় ছিল।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা বদলাতে শুরু করল। প্রথমে আর্থসামাজিক পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগল মাল্টিসিটিগুলোয়। তারপরে বিশ্বায়নের ঢেউ এসে পৌঁছল শহরে। প্রভাব পড়ল গ্রামজীবনেও। ধীরে ধীরে ভাঙতে শুরু করল যৌথ পরিবার। পিঠাপুলির চর্চা ক্রমশ অপসৃত হতে থাকল। পিঠা তৈরির মূল কারিগরদের অনেকেই পিঠা-পর্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হলো বাঙালির ডায়াবেটিস বা 'সুগার' এবং মিষ্টির প্রতি অনীহা। সব মিলিয়ে শহর থেকে গ্রাম অনেকটা ম্লান হয়ে গেল পৌষ পার্বণের একান্নবর্তী উৎসবের আবহ।

বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন মেলায় খাবারের স্টলে পুলিপিঠা বিক্রি হচ্ছে। বিক্রি হচ্ছে পাটিসাপটা, ভাপা পিঠাও। এই শীতকালের মেলা ছাড়াও অনেক জায়গায় ভাপা পিঠা বিক্রি হয়। মেলায় খাবারের স্টলে ঝাঁ-চকচকে এক্সপ্রো মেশিনের পাশে হয়তো কাচের পাত্রে রাখা থাকে পাটিসাপটা, তার পাশে ভাপা পিঠা।

এখন পরিণত বয়সে পৃথিবীর এক নম্বর দূষণের শহরে বসে খুব মনে পড়ে সেই পিঠা-উৎসব, পিঠার ঘ্রাণ, সেই হাড়-কাঁপানো শীতে মায়ের নিবিড় মমতা ও শ্রমে তৈরি সুস্বাদু পিঠা-পায়েসের দিনগুলোর কথা। এখন অনেকটাই ম্লান, কারণ প্রযুক্তির প্রভাব, শহরের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির অবমূল্যায়নের ফলে এসব উৎসবের জৌলুস কমে গেছে এবং অনেক কিছুই বিলুপ্তির পথে, যা বাঙালির ঐতিহ্যবাহী শীতকালীন আনন্দকে বর্ণাঢ্য করে তুলতো। এখন যাত্রা, পালাগানের জন্য সরকারি পারমিশন লাগে। ভেঙ্গে গেছে একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধন। মানুষ ক্রমশ একা হয়ে যাচ্ছে। এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ হলো গ্রামীণ সংস্কৃতির ভাঙা পথগুলো মেরামত করা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাধবে কে?

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, দেশকাল পত্রিকা

বহু বিবাহ কতটা যৌক্তিক আর কতটা বৈষম্যমূলক?

নূরুল খান

আহলে কিতাবের সব অনুসারীদের ধর্ম বিশ্বাসে পুরুষের বহু বিবাহ অনুমোদিত। ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় ধর্ম হিন্দু ধর্মে বহু বিবাহের ইতিহাস রয়েছে। আজ আমরা যে হিন্দু ধর্মে বহু বিবাহের প্রচলন দেখি না তা সনাতন ধর্মবিশ্বাসের মতো নয়; এটি হিন্দু পুরোহিতদের নিরুৎসাহ ও ভারত সরকারের আরোপিত বিধিনিষেধের ফল। একইভাবে জুডাইজম ও ক্রিশ্চিয়ানিটি পুরুষের বহু বিবাহ সমর্থন করে কিন্তু ইহুদি রাবাইদের বিরোধিতা ও খ্রীষ্টীয় ধর্মগুরুদের নারীবিহীন জীবনযাপন—এই দুটি ধর্মের মানুষদের বহু বিবাহ নিরুৎসাহিত করে আসছে। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি যে, সারা বিশ্বের মানুষ বিশ্বাস করে যে শুধুমাত্র ইসলাম ধর্ম পুরুষকে চারজন স্ত্রী রাখার বৈধতা দিয়েছে। মুসলমানরা যেমন মুখে মুখে সব মুসলমান... তেমনি ধর্মজ্ঞানে অজ্ঞতা ও মূর্খতা অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের মানুষদের মধ্যেও প্রবল। নিজ ধর্মগ্রন্থের পাতা না উল্টিয়ে ধর্মবিশ্বাসের দাবিদার বিশ্বের এক বিরাট জনগোষ্ঠী। আর বিশ্বের প্রভাবশালী গণমাধ্যমগুলোর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচারের ফলে মুসলমান পুরুষরা চিহ্নিত হয়েছেন নারী লোভী এক জাতি হিসেবে।

ধর্মের বিধানে বর্ণিত নারী–পুরুষের অধিকারকে বাইপাস করে বিশ্বব্যাপী যখন নারী–পুরুষের সমান অধিকারের দাবি জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে—নারীরা তাহলে বহু বিবাহের অধিকারে পুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে থাকবে কেন?

নারীদের এই অধিকারের দাবির যুক্তিকতা খোঁজার আগে যদি আমরা বিশ্বের খ্যাতিমান ক্ষমতাবান মানুষের শাসনকালের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করি, তাহলে বাহ্যত জটিল এই প্রশ্নটির একটি সহজ উত্তর পেয়ে যাব। ভেবে দেখুন, একটি দেশের একজন পুরুষ রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানের কত ক্ষমতা! তাদের জুতা পরিষ্কার থেকে শুরু করে সব ধরনের সেবা আপ্যায়ন সবসময় রেডি রাখার জন্য অনেক মানুষ নিয়োজিত থাকেন। তৃতীয় বিশ্ব ও প্রথম বিশ্ব—সব দেশেই পুরুষ শাসকদের পুরুষী রূপ কিন্তু একই রকম। ক্ষমতা আর অবারিত সেবা যেন তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। আগুনে ঝাঁপ দিলে নিশ্চিত মৃত্যু জেনে ও উলু আগুনে ঝাঁপ দেয়। তেমনি একজন রাষ্ট্রপ্রধান পরনারীর একান্ত সান্নিধ্যের পর ক্ষমতা হারিয়ে লাঞ্ছিত–বঞ্চিত হতে পারেন—এমন আশঙ্কা থাকার পরেও প্রণয়ীদের একান্ত সান্নিধ্য গ্রহণে লালায়িত থাকেন। রাষ্ট্র শাসনের ইতিহাসে আমজনতার বিচারে এমন নিন্দিত অনেক শাসকের নাম আমরা সবাই জানি। রসালো গল্প শুনিয়ে পাঠকের মন ভরানো যেহেতু লেখাটির উদ্দেশ্য নয়, তাই স্ক্যান্ডাল সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রনায়কদের ওইসব কাহিনী এখানে তুলে ধরা অনাবশ্যক মনে করি।

বিপরীতক্রমে ইতিহাসে অনেক নারীর রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কথাও আমরা জানি। এইসব নারী শাসকদের কেউই তাদের শাসনকালে নতুন পুরুষ সংগী খুঁজতে কিংবা এক সংগী থাকতে আরও সংগী খুঁজতে মনোযোগী ছিলেন না। ক্ষমতা পেয়ে তাদের কেউ কেউ শত সহস্র জোড়া জুতা, শাড়ি আর গয়নার সংগ্রহ বাড়ানোর দিকে মনোযোগী ছিলেন না।

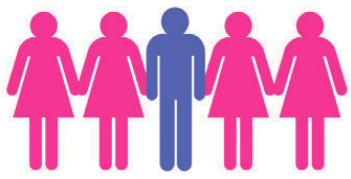
কোরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, ঈমান ও সৎকর্মের বিনিময়ে জান্নাত প্রাপ্ত পুরুষরা জান্নাতে পাকপবিত্র নারী সঙ্গীদের সাথে বসবাস করবেন, যাদেরকে আল্লাহ বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন:

"আর আমি তাদেরকে বিয়ে দেব আয়তলোচনা হুরদের সাথে।" (সূরা দুখান: ৫৩–৫৪)

"তাদেরকে এর আগে কোনো মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করেনি।" (সূরা আর রাহমান: আয়াত ৫৬)

হাদীসে বর্ণিত ৭০টি স্ত্রী (হুর) লাভের কথা কোরআন দ্বারা স্বীকৃত নয়। তবে জান্নাতী পুরুষদের একাধিক স্ত্রী সংগী থাকার বিষয়টি কোরআন থেকেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ইসলামের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে দুনিয়ার জীবনে মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনেক আগে থেকেই পুরুষের একাধিক বিয়ের প্রচলন ছিল। সাহাবীদের অনেকেরই একাধিক স্ত্রী ছিল। নারী–পুরুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি। কোরআনে সৎ কর্মশীল নারী ও সৎ কর্মশীল পুরুষ—উভয়ের জন্যই পুরস্কার হিসেবে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে আল্লাহর দেয়া সত্য অস্বীকারকারী নারী–পুরুষ উভয়ের জন্যই জাহান্নামের হুশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। অবশ্য আল্লাহ যেখানে কঠোর শাস্তির কথা বলেছেন, সেখানে আল্লাহ তার ক্ষমার কথাও বলেছেন।

শারীরিক গঠনে নারী–পুরুষের পার্থক্য যতটুকু, মানসিক গঠনে পার্থক্য তার চেয়ে ঢের বেশি। নারী–পুরুষের এই সব পার্থক্য নিয়ে বিশ্বের নামকরা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নানান গবেষণা হয়েছে। গবেষণায় উঠে এসেছে নারী–পুরুষের পার্থক্যের চমকপ্রদ সব তথ্য–উপাত্ত। কর্মক্ষেত্র, নেতৃত্ব ও সংসার জীবনে সর্বত্রই চিন্তা–ভাবনা ও চাহিদার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মানুষের স্রষ্টা দুনিয়ার জীবনে মানুষের জন্য যেসব বিধিবিধান দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে আমরা নারী–পুরুষের অধিকার ও দায়িত্ব–কর্তব্যের মধ্যে



পার্থক্য দেখতে পাই। নারী–পুরুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি; তাই স্রষ্টার বিধানকে পক্ষপাতিত্ব মনে করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।

বিবাহ নারী–পুরুষ উভয়ের জীবনের জন্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এটি স্বীকার করতে লজ্জার কিছু নেই যে ক্ষুধা–তৃষ্ণার মতোই যৌনতা একটি জৈবিক চাহিদা, যা নর-নারী উভয়ই অনুভব করেন—যদিও প্রকাশ ভঙ্গি নর ও নারীর ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। ইসলাম নারীকে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়নি, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের তুলনায় বেশি অধিকার দিয়েছে। নারীকে ভরণ–পোষণের দায়িত্বটি পুরুষের ওপর আরোপিত হয়েছে। নারীকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে ইসলাম। কোরআনিক বিধান অনুযায়ী স্ত্রীকে তালাক দিলে তাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। একজন নারী একই সাথে বাবামায়ের সম্পত্তি ও স্বামীর সম্পত্তিরও অংশীদার হয়ে থাকে। স্পষ্টতই এখানে পুরুষদের তুলনায় নারীদেরকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইনী সুবিধা ও সুরক্ষা দেয়া হয়েছে। জনপ্রিয় স্লোগান *'নারী–পুরুষের সমান অধিকার'*—এটি মানুষের সৃষ্টি একটি মতবাদ, যা স্রষ্টার বিধানের বিপরীত।

আবার নারী–পুরুষের রয়েছে কিছু সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতা। একজন নারী ৪০–৫০ বছর বয়সে এসে হরমোন পরিবর্তনের কারণে তার শরীর ও মনে নেতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। এর ফলে তার মধ্যে যৌন অনাগ্রহ ও হতাশা দেখা দেয়। অন্যদিকে গড়পড়তা পুরুষের মধ্যে মৃত্যুঅবধি যৌন সক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। আবার পৃথিবীর সর্বত্রই নারীরা বেশি শারীরিক অসুস্থতায় ভোগেন। কারো কারো ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক সাহায্যের জন্য আরেকজন নারীর প্রয়োজন দেখা যায়। ইসলাম পুরুষকে বৈধভাবে ও সংগত কারণে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়। উপমহাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ডাক্তার জাকির নায়েক বলেন, সৃষ্টিগতভাবে পুরুষ বহুকামী। ইসলাম অননুমোদিত নারীর সংস্পর্শকে সমর্থন করে না, এবং ইসলাম কাউকে বহু বিবাহে উৎসাহিতও করে না। একইভাবে ইসলাম পরস্পর দায়িত্ব ও কর্তব্যের মাধ্যমে ধৈর্য্য ও সহমর্মিতার দাম্পত্য জীবনকে উৎসাহিত করে। কিন্তু যদি এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যেখানে পরস্পরের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনের প্রবণতা দেখা দেয়, তবে এমন পরিস্থিতিতে ইসলাম বৈধ উপায়ে তালাকের অনুমতি দেয়। একইভাবে ইসলাম সংগত কারণে বহু বিবাহের অনুমতি দেয়। আর অবৈধ সম্পর্ক তো দূর—ইসলাম নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার ক্ষেত্রেও কঠোর সাবধানতা দিয়েছে। দেখুন সূরা নূরের এই আয়াতটি:

"মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।" (সূরা নূর: আয়াত ৩০)

আবার অবৈধ সম্পর্ক ও অশ্লীলতা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা আরও কঠিনঃ "তোমরা অশ্লীলতার ধারে কাছেও যেও না, সেটা গোপনে হোক বা প্রকাশ্যে।" (সূরা আনাম: আয়াত ১৫১)

লেখাটি যদি আমরা বাংলাদেশের মুসলিম পরিবারের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বিবেচনা করি, তাহলে কিছু বিষয়ের সাথে অনেকেই একমত হবেন। আজকাল বাংলাদেশে ডিভোর্স হওয়া নারীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেশি। ডিভোর্সের অনেক কারণ রয়েছে; সেসব কারণ খতিয়ে দেখা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। এটি অনেকেই স্বীকার করবেন যে সংসার ভাঙা বা ডিভোর্সের ফলে একজন নারী একজন পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি দুর্ভোগের শিকার হন। দেশে কর্মসংস্থানের সংকট ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ফলে একাডেমিক পড়াশোনা শেষ করে অনেক ছেলের পক্ষে সহজে একটি কর্মসংস্থান জোগাড় করা সম্ভব হয় না। আর কর্মজীবী ছেলের অভাবে উপযুক্ত সময়ে বিয়ে হচ্ছে না অনেক মেয়ের। যেখানে ছেলেমেয়েদের বিয়ে না হওয়া একটি সামাজিক সমস্যায় রূপ নিয়েছে, সেখানে ডিভোর্সড নারীর বিয়ে নিয়ে মানুষ এতটা মাথা ঘামায় না।

আবার একজন ডিভোর্সড পুরুষের পক্ষে আরেকবার বিয়ে করা যতটা সহজ, একজন ডিভোর্সড মেয়ের পক্ষে দ্বিতীয়বার বিয়ে করা ততটাই কঠিন। সংসারের সবার ছোট আদরের মেয়েটিও যদি ডিভোর্স হয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসে, তবে সে সেখানে তার সেদিনের আদরের পরিবেশ আর ফিরে পায় না। অনেক মেয়ের জীবন অনাদর-অবহেলায় এভাবেই অমর্যাদার মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যায়। একটি ডিভোর্সড মেয়ের বাকি জীবন বাপ-মায়ের সংসারে কাটানোর চেয়ে আর্থিকভাবে সচ্ছল একজন দায়িত্ববান পুরুষের সংসারে দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে জীবন কাটানো গৌরবের হতে পারে।

একজন ডিভোর্সড নারী সম্পর্কে সমাজে এক ধরনের নেতিবাচক বিশ্বাস আছে। একজন মেয়ে বা পুরুষের যে কথিত দোষের কারণে সংসার ভেঙে যায়, সেই দোষগুলো অন্য মানুষের দৃষ্টিতে গুণ হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু আজও মানুষ এই নেতিবাচক চিন্তা থেকে মুক্ত পারেনি। দ্বিতীয় বিয়ের সুযোগ থাকলে সমাজে অবিবাহিত নারীর সংখ্যা অনেক কমে যেত।

পশ্চিমা বিশ্বে ৪০–৫০ বছর বয়সের নারীদের একটি বড় অংশ পুরুষবঞ্চিত জীবন যাপন করেন। আর্থিক সমর্থন দেয়ার মত কেউ পাশে না থাকায় তাদেরকে একাকী জীবনযাপন করতে হয়। পশ্চিমা সমাজে যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমোদন থাকতো, তবে এইসব নারীদের জীবন আরও সহজ হতো।

কোরআনে আল্লাহ মানুষকে আকল বা বিবেক-বুদ্ধি খাটানোর তাগিদ দিয়েছেন। চিন্তাশীল হওয়ার কথা বহুবার বলেছেন। শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম হলেও একজন ৮০ বছর বয়সী পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করবেন কিনা—এটা তার বিবেচনাবোধের মধ্যেই থাকা উচিত। পুরুষের একাধিক বিবাহের বৈধতা সম্পর্কিত কোরআনের আয়াতটি মনোযোগ দিয়ে দেখি:

"আর যদি তোমরা আশংকা কর যে ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে স্বাধীন নারীদের মধ্যে যারা তোমাদের ভালো লাগে—দুই, তিন বা চার। আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকেই, অথবা তোমাদের ডান হাতের অধিকারভুক্তকেই বিয়ে কর। এতে পক্ষপাত না করার সম্ভাবনা বেশি।" (সূরা নিসা: আয়াত ৩)

একজন বাবা তার চারটি সন্তান থাকলে সবার প্রতি সমান দৃষ্টি রাখেন। একজন কোম্পানির মালিক ৫০/১০০ জন কর্মচারীর সবার প্রতি সমান মনোযোগ দেন। একজন রাষ্ট্রপ্রধান তার দেশের সব মানুষের মঙ্গল করার চেষ্টা করেন ও তাদের সুরক্ষা দিয়ে থাকেন। উল্লেখিত মানুষদের কেউ কেউ স্বামী হিসেবেও তাদের একাধিক স্ত্রীর প্রতি সমান দৃষ্টি দিতে পারবেন বা ইনসাফ করতে পারবেন—এই আশাও করা যায়। কোরআনিক জ্ঞানে অগ্রসর চিন্তাশীল মানুষ যদি আল্লাহর প্রদত্ত শর্ত *ইনসাফ* নিয়ে ভাবতেন, তাহলে কি কি শর্তে একজন পুরুষ কোরআনের নির্দেশিত গাইডলাইন অনুসারে একাধিক বিয়ে করতে পারবেন—এই বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা যেত।

ক বি তা র এ ক পা তা

বিজয়ের মাসে কবি, কবিতাপ্রেমী পাঠকগণ সহ সকলকে আমাদের প্রাণময় শুভেচ্ছা! দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করতে স্বাধীনতার লড়াইয়ে যাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, যে মা-বোনেরা সর্বোচ্চ সম্মান হানির শিকার হয়েছেন, নতমস্তকে আমরা তাঁদেরকে জানাই আমাদেরশ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।
অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদেরকে।
পশ্চিমের দেশসমূহে এবছর শীতের তীব্রতা আগাম সূচনা জানিয়ে দিচ্ছে। ডিসেম্বর সংখ্যায় বিষয় নির্দ্ধারিত না থাকলেও ‘কবিতার একপাতা’র কবিরা কেউ কেউ শীতের কষ্ট ও সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন কবিতায়। আশা করি, কবিতাগুলি আপনাদেরকে পাঠ আনন্দ দেবে।—**ফারুক ফয়সল**



শীতে ঈশ্বর উষ্ণতা খোঁজেন

আলী সিদ্দিকী

গাছের পাতাদের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে আসে শীত
পথেঘাটে মাঠে ময়দানে
মড়কগ্রস্ত মরাপাতারা কুঁকড়ে পড়ে থাকে
শেষকৃত্যহীন
কাঠবিড়ালি লেজ নাচিয়ে পরখ করে শীতের সঞ্চয়
পাখির আনাগোনায় বাড়তে থাকে বিরতি
দাঁতালো বাতাস মেতে ওঠে কামড়ের মহোৎসবে
আমরা বুকের বোতাম খুলে উচ্ছল হবার জামাগুলো
চালান করি বাৎসরিক উষ্ণ দেরাজে
চুলদাড়ি লম্বা করে বাতাসের ঝাপটা ঠেকাতে
মেতে উঠি মিথ্যা প্রয়াসে
রতিক্রিয়া আর প্রজননের ধুম লেগে যায় ঘরে ঘরে
শীত এলে ঘর গরম করার যন্ত্রগুলো হয়ে ওঠে সক্রিয়
ধূমায়িত কফি কাপ ছড়ায় মনোরম ঘ্রাণ
শীতে গৃহহীন মানুষ ঠাঁই নেয় পরিত্যক্ত জায়গায়
ঈশ্বর উষ্ণতার লোভে নিরাপদ ঘরে ঘুমাতে যান।

তোমারে ভুলিয়া

স্বপ্ন কুমার

হয়েছি ফতুর আমি
হয়েছি বিনাশ
আবার উঠিব ভাসি
নাই কোনো আশ

আবার উঠিব পাড়ে
উঠিব দাঁড়াই
নিশ্চত জানি তার
কোনো আশা নাই

তোমারে ভুলিয়া দেখো
তোমারে ভুলিয়া...

হয়েছি বিনাশ আমি
হয়েছি ফতুর
তোমারে ভুলিয়া চলে
গেছি বহু দূর

এতদূর চলে গেছি
এত দূরে আর
কোনো আশা দেখি নাতো
আবার ফেরার

তোমারে ভুলিয়া দেখো
তোমারে ভুলিয়া...

যতিচিহ্নহীন

রেজাউদ্দিন স্টালিন

সেইদিন কপোতাক্ষের
সাগরদাঁড়ির সেইদিন
বঙ্গভাষার সূর্য সংক্রমিত দিন
অমিত্রাক্ষর কূলপ্লাবী অন্তরাবধি

মেঘনাদের মৃত্যুদগ্ধ দিন
বিভীষণের বিভীষিকা ছড়ানো দিন
রৌরব বিছানো রাবণের শয্যাপথ
আর প্রত্যাবর্তনের পথে সীতার কাব্যগাঁথা
আর হংসযূথ রামের বিমান
আর লক্ষ্মণরেখা ভাঙা সীতার
প্রণয়লগ্ন দিন
নিকষাসতীর গর্ভে মধুসূদনের দিন
পাথরের শেকলে গাঁথা কপোতাক্ষের দিন
লঙ্কার পরাভবসিক্ত চোখ
সেই অগণিত আর্ত চিৎকার
আর বিনীত শিলালিপি মহাকাব্যের
পথিকের বিস্ময়ভরা দিন
জাহ্নবীর অগ্নি-জৃম্ভণ রাজনারায়ণের ক্রোধান্ধ দিন
সেই দিন সাগরদাঁড়ির
মহাবেদনার যতিচিহ্নহীন

ট্রেন—‘ব্রহ্মপুত্র’

শিহাব শাহরিয়ার

তুমি ময়ূরাক্ষী নদী
আমি কপোতাক্ষ নদ

তুমি জলকেলি করো
আমি ডুব সাঁতার খেলি

তুমি রাত জাগো
আমি দিন দেখি

তুমি লিপিস্টিক দাও ঠোঁটে
আমি আটকা পড়ি লিফটে

তুমি হিউস্টনে হাঁটো, লং-ড্রাইভে যাও
আমি সান্তিয়াগোতে স্পেনিশ সুর শুনি

তুমি বুড়িগঙ্গার কথা মনে করে বুড়িয়ে যাও
আমি ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে শ্মশানের চিহ্ন খুঁজি

‘ব্রহ্মপুত্র’ ট্রেনে...
রাতে—আমাদের নান্দিনায় নামবার কথা ছিল?

সিজনাল ব্লুজ

রওশন হাসান

এ শহরে উইন্টার নেমে আসে, নামে মন্থর—
ঘ্রাণহীন মৌন যেন কোন বার্ধক্য বাড়ির
সুদূরে থেমে যাওয়া জলাধার।
বেজে ওঠা অ্যালার্মে উধাও স্বপ্ন
ঘুম ভেঙে কে ডেকেছিলো অনাহূত
আশ্রয়ী পাখির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে—
যে পাখি আসেনি ফিরে পুরনো সঙ্গীতে।
জানালার শার্শিতে বাতাস গোণে
অতন্দ্র কুয়াশার ভেজা ভেজা সম্পাত রেখা।
ট্রেনের সাইরেন, সাবধানী জনপদ
স্ট্রীটে, স্টেশনে বিচলিত চোখ
তবুও নীরবে চেনা পথে খুঁজে ফেরে কেউ—
চিবুকের কাছে জিজ্ঞাসা
অবসাদ বিভ্রম, নিঃশব্দ কফির উত্তাপ।
পাতাহীন ডালে ডালে মৃত কোরকের দীর্ঘ
শূন্যতা যেন অদৃশ্য মরণাস্ত্র
আকাশের পানে চেয়ে কবি—
খুঁজে পায় জমাট সংঘাত রুখে দেয়া হাতিয়ার।

শোকার্ত ডানায় রোদের উষ্ণতা

হোসাইন কবির

পাখিরা আকাশে ওড়ে
ভেসে বেড়ায়
পৃথিবীর কোলাহল দেখে–
নিবিড় নিস্তব্ধতায়

জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে
শাসন-বারণ, বিধিনিষেধের দেয়াল–
নিরাপত্তা নজরদারি– নতুন বাস্তবতা
তবু পাখিরা আকাশে ওড়ে
আমরাও তাই
পাখি হতে চাই, পাখি হয়ে যাই
পরিযায়ী পাখি–
দূরে, দূরবর্তী সীমান্তরেখায়

তবে শীত এলে
কোনো এক শিশু পাখির–
শোকার্ত ডানায়– রোদের উষ্ণতা পেতে
আমরাও উড়ে যেতে চাই–
আলোর সুদীর্ঘ ছায়ায়

পৃথিবীতে শীত আসে
হেমন্তের পাতাঝরার বেদনার গানে
হিম নিঃসঙ্গতায়—
পাখিরা আকাশে ওড়ে
ভেসে বেড়ায়
পৃথিবীর কোলাহল দেখে–
নিবিড় নিস্তব্ধতায়

ভুলে যেতে চাই

মনিজা রহমান

হরিণ কিংবা শিম্পাঞ্জি নয়, মানুষেরা হাঁটলেই পথ হয়ে যায়
অথচ পথ মানুষকে চেনে না
দ্বিতীয়বার হেঁটে গেলেও চিনতে পারে না
কত যাযাবর হেঁটে যায়, কার পদচিহ্ন মনে রাখে পথ?
কত আলো জেগে থাকে অন্ধকার বুকে নিয়ে –
বুকের ভেতর নিঃশব্দ অন্ধকার তা জানে না।
উত্তাপ কি মনে রাখে শীতের প্রার্থনা?
একটু উষ্ণতার জন্য শীতের আকুতি?
শীতও ভুলে যায় আগুনের ঋণ।

মানুষের দুর্লভ গুণ- সে সহজেই বিস্মৃত হতে পারে।
আমিও ভুলে যেতে চাই জুতোহীন হিমশৈল দিন
ভুলে যেতে চাই অন্ধকারের মুখোশধারি কষ্টগুলো
ওরা আমাকে নিঃস্বপ্ন জাগিয়ে রাখে শীতার্ত রাতে
জেগে থেকে পথ হাঁটি একা একা স্মৃতিহীন।

এ শহর ভেজে শীতের উত্তাপে

উদয় শংকর দুর্জয়

ধূসর আকাশ ভেঙে আসে, বৃষ্টি কি কুয়াশা কি তুষার মিলে যায় পাবের বেহালা বাদকের সুরে। সাথে থাকা গোল্ডাডোর মাথা গুঁজে শুয়ে থাকে। ফায়ারফক্স থেকে ব্রাউজ করা ফক্স আর ভিক্সেনের লুটোপাটি দেখতে দেখতে ফায়ারপ্লেসের স্ফুলিঙ্গ মনে করিয়ে দেয় শুভ্রতা জড়ানো শৈশব। এখানে শুভ্রতা শুষে অন্ধকার নামে। শহর আরো প্রজ্জ্বলিত হয় যতটা রাত গভীর হয়। রাজনীতিহীন, উপদেশহীন বিশ্বসংসার, নেই বিভেদ, নেই অহমিকা, নেই কোনো রেইসের ঘোড়া। ক্যান্ত্রিকের ভোর, সারি সারি এলইডি, আঁধারভেদী আলোকযান হালকা রঙের পোজ ফেলে ছোটে। ক্যারামেল কফি থেকে স্কচের টেক্সার চিনে মধ্যবয়সী সেনোরিতা আবার কার প্রেমে পড়ে, এ খবর রাখে কি শহর! এ শহর ভেজে শীতের উত্তাপে কোষের পরমাণুতে ঢালে কাচের গুড়ো। কারো জন্য কেউ থাকে না অপেক্ষায় তবু শূণ্য পড়ে থাকে ঘর।

অতল জল

রাশিদা কামাল

'তুমি কেবল যুদ্ধের ছবি আঁক কেন আবির? নদী, পাহাড়, ফসলের মাঠ-এসব আঁকতে ইচ্ছে হয় না?'

আবিরকে কাছে টেনে নিয়ে প্রশ্নটা করলো আশিক। ছবির দিক থেকে চোখ না সরিয়েই আবির বলল, 'ওসব আঁকতেও ভালো লাগে, তবে কেন যেন যুদ্ধের ছবি আঁকতেই বেশি ভালো লাগে।'

'কেন?'

'যুদ্ধে অনেক মানুষ মারা যায়। ছবি এঁকে আমি তাঁদের কথা মনে করি।'

যুদ্ধের ভালো-মন্দ বোঝার বয়স হয় নি আবিরের। তবুও যুদ্ধের ছবি আঁকে। ও কি কাউকে খোঁজে যাকে ও যুদ্ধে হারিয়েছে! আবিরকে কাছে টেনে আবারও প্রশ্ন করে আশিক, 'যুদ্ধে তুমি কি কাউকে হারিয়েছ?'

'হ্যাঁ। বাবাকে। যুদ্ধে গিয়ে বাবা আর ফেরে নি। আমি তাই যুদ্ধের ছবির মধ্যে বাবাকে খুঁজি।'

ছবিটার দিকে তাকায় আশিক। অস্ত্র হাতে একজন শক্ত - সামর্থ লোকের ছবি। এই ছবির মানুষ টাকেই ও হয়তো বাবা ভাবে! আশিকের মনটা খারাপ হয়ে গেলো।

'তুমি তো স্কুল বোর্ডিংয়ে থাক। কিন্তু তোমার মা কোথায় থাকে?'

ছবি থেকে মুখ তুলল আবির। জলভরা চোখে বলল, 'আমার মাও নেই।'

'মার কি হয়েছিলো?' '

'জানি না। আমার মা - বাবা কেউ নেই।'

'কার কাছে থাকো তুমি?'

'আমার পালক বাবা - মার কাছে।'

আবিরকে দেখলে আশিকের মনে হয় ওকে আশিক চেনে। কোথায় যেন দেখেছে! ওর মুখের গড়ন, ঠোঁট, হাসি সবই খুব চেনা কিন্তু কোথায় দেখেছে তা মনে করতে পারে না।

হিসেবটা মেলে না আশিকের। চোখের পানিটা মুছে আবির বলল, 'আমার বাবা- মা আমাকে ভীষণ ভালোবাসে!'

'আর তুমি?'

'আমিও খুব ভালোবাসি।'

আশিক একজন মুক্তিযোদ্ধা। ঢাকা যখন উত্তাল তখন বাবা ওদেরকে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। শুধু আশিকরা না। প্রতিদিনই আসছে অনেক মানুষ। আশিকদের পাশের বাড়িটাতে দুজন মেয়ে এসেছে। কয়েকদিনের মধ্যে বুবলির সাথে ওদের ভাব হয়ে গেলো। মিতু আর রিতু। আস্তে আস্তে আশিকের সাথেও ভাব হলো। ওরা চারজন একই সাথে সময় কাটায়, যদিও সময়টা কাটে দুশ্চিন্তায়। এর মধ্যেও ওরা বেড়াতে বের হয়। সবুজ মাঠ পেরিয়ে কখনও কখনও ওরা বসে নদীর পাড়ে। মিতুর শরীরের ছোঁয়া লাগে আশিকের গায়ে। উষ্ণতা বাড়ে। শরীর কথা বলে। বুনোফুলের তীব্র অথচ মিষ্টি গন্ধ অনুভব করে ওরা।দুজনেই ভাবে এরই নাম কি ভালোবাসা!

এরই মধ্যে অনেকটা সময় চলে গেলো। আশিকের তারুণ্য ওকে অনেক কথা বলতো। যুদ্ধে যাবার ইচ্ছেটা প্রকট হলেও ও মা আর বুবলিকে রেখে যেতে পারলো না। ওর অনিঃশেষ তারুণ্য ওকে উচাটন করে তুলতো। মিতুর দিকে তাকালে মনে হতো এই তো ওর মিতু! এভাবে ঘনিষ্ঠতা বাড়তেই লাগলো দুজনের। আর একসময় পৃথিবীর আদিমতম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লো ওরা।

শহর থেকে হঠাৎ বাবা এলো ওদের কাছে। আশিক সিদ্ধান্ত নিলো যুদ্ধে যাবার। যাবার আগে মিতুকে বলে গেলো, 'সাবধানে থেকো। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।'

না, ফেরে নি আশিক! কথা রাখে নি! এমন কী যোগাযোগও করতে পারে নি। যুদ্ধ শেষ হলো। মিতুর শরীরে তখন বিরাট পরিবর্তন। ওরা ফিরে গেলো ঢাকা। ধরেই নিলো আশিক বেঁচে নেই।

যুদ্ধাহত আশিক অনেক দিন হাসপাতালে ছিলো। সুস্থ হয়ে ফিরে এলেও মিতুর খোঁজ আর পেলো না। একটা স্কুলে চাকরি নিলো। মিতুরা ঢাকায় যে বাসায় থাকতো সেখানেও খবর নিলো। পেলো না। যুদ্ধের পর ওরা অন্য কোথাও চলে গেছে।

স্কুল ছুটি হয়েছে। আবিরের কাছ থেকে আশিক ওদের ঢাকার বাসার ঠিকানা নিয়ে আবিরের মার সাথে দেখা করতে গেলো। মুখোমুখি বসলো দুজন। আশিক বলল,

'দয়া করে আমাকে শুধু একটা কথা বলুন।'

'কী কথা?'

'আবিরের মা কি বেঁচে আছে? ওর নামটা আপনি জানেন?'

'আপনার কেউ হয়?'

'নামটা জানলে বুঝতে পারতাম কেউ হয় কিনা।'

'বেঁচে আছে, নাম মাহফুজা ইসলাম।চেনেন?'

'কোন ডাকনাম নেই?'

'জানি না। যে স্কুলে চাকরি করে সেই স্কুলের ঠিকানা দিতে পারি। সেখানে গেলে আপনি সব জানতে পারবেন। তবে একটা কথা! আবির জানে ওর মা বেঁচে নেই। কথাটা গোপন রাখতে চাই।'

ঠিকানাটা মফস্বলের একটা স্কুলের। সেখানেই যাচ্ছে আশিক। বুকের ভেতর ঘণ্টাধ্বনি। ও কি দেখা পাবে মিতুর! ওর হারিয়ে যাওয়া মিতু! ওর প্রথম প্রেম-প্রথম ভালোবাসা!

একটা ঘরে বসতে দেওয়া হয়েছে আশিককে। সন্ধ্যার ধূসর রঙ ছড়িয়ে পড়েছে প্রকৃতিতে। একটা লোক রুমে আলো জ্বালিয়ে দিলো।

এরপরই এলো সাদা শাড়ি পরা এক মহিলা। অস্পষ্ট আলোয় মহিলা জানতে চাইলো, 'আমার কাছে কী প্রয়োজনে এসেছেন?'

আশিকের ভুল হচ্ছে না! চশমার ফাঁক দিয়েও মিতুর চোখের উজ্জ্বলতা ছুঁয়ে যাচ্ছে ওকে। কতদিন পর দেখা!

'মিতু আমাকে চিনতে পারছ না?'

আলোটা এগিয়ে আনলো মিতু। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো।

'তুমি বেঁচে আছ! কত খুঁজেছি তোমাকে।'

'আমিও তো কত খুঁজেছি!'

'শেষ পর্যন্ত কী করে পেলে?' গলা ধরে এলো মিতুর।

'সে অনেক কথা! তবে আবিরের সাথে তোমার অদ্ভুত মিলটা আমাকে খুঁজতে সাহায্য করেছিলো।'

'আবির তো নেই আমাদের জীবনে।'

'আমি জানি মিতু।'

মিতু আকুল হয়ে কাঁদছে। ওর মাথায় হাত রেখে আশিক বলল, 'কেঁদ না মিতু! আমার কথা শোন!'

মিতু তাকালো কান্নাভেজা চোখে। আশিক দুহাতে ওকে বুকের কাছে টেনে নিলো। ফিসফিস করে বলল, 'আমার আর একজন আবির চাই! আর একজন! যে হবে তোমার আর আমার মত দেখতে!'

মণিহারা স্মৃতিঘর

সেলিনা আক্তার

বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা, কিন্তু রীণা দেবীর মনে তার চেয়েও গভীর এক শৈত্যপ্রবাহ। ঘরের কোণে রাখা পুরনো কাঠের সিন্দুকটির দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, যেখানে রাখা আছে তার জীবনের সবথেকে মূল্যবান কিন্তু স্মৃতি তার ছেলে, শুভ।

একদিন এই মাসেই এক হিম-জমাট সকালে হারিয়ে গিয়েছিল শুভ। পাকিস্তানি সেনারা তখন গ্রামে ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালানো শুরু করেছিল। বাঁচার তাগিদে স্বামী আর আট বছরের শুভকে নিয়ে রীণা ছুটছিলেন সীমান্তের দিকে। ছোটাছুটির সেই বিশৃঙ্খলায়, যখন গুলির শব্দে আকাশ কাঁপছিল, তখন কোনো এক মুহূর্তে তাঁর হাত ফসকে গিয়েছিল শুভর ছোট্ট নরম হাতটি। জনস্রোতে হারিয়ে গেল তাদের একমাত্র সন্তান। রীণা যতবার পেছন ফিরে শুভ বলে চিৎকার করেছে, ততবারই স্বামীর শক্ত হাত তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে মৃত্যুর মুখ থেকে দূরে-কিন্তু শুভকে আর ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

এত বছর পেরোলেও, রীণা দেবীর সময় যেন সেই মুহূর্তেই থেমে আছে। স্বাধীন দেশে তিনি ফিরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই স্বাধীনতা তার কোল শূন্য করে দিয়েছে।

সিন্দুকটি খুলতেই পুরনো কাপড়ের গন্ধ ভেসে আসলো-ভেতরে রাখা আছে শুভর কিছু প্রিয় জিনিস। একটি নীল সোয়েটার, রীণা এখনো মাঝে মাঝে সোয়েটারটি বুকে চেপে ধরেন। চোখ বন্ধ করলে স্পষ্ট অনুভব করতে পারেন, শুভর ছোট্ট বুকটি কীভাবে তাঁর উষ্ণতায় ধুকধুক করত। এই সোয়েটারে লেগে থাকা আবছা সুবাসটুকুই এখন তার কাছে শুভর শেষ স্পর্শ।

পাশেই যত্ন করে রাখা অসম্পূর্ণ একটি ছবি। ক্লাস টু-তে আঁকা ছবিতে একটি হলুদ রঙের সূর্য, নীল নদী, আর মাঝখানে দুটি মানুষের অস্পষ্ট রেখা—শুভ আর তার মা। ছবিটি শেষ হয়নি। শুভ বলেছিল, "মা, এই ছবিটা শেষ করব আমাদের বাড়িতে একটা নতুন খেলনা এলে।" সেই খেলনা আর কেনা হয়নি, ছবিটাও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

রীণা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখে সোয়েটারটি, নেতিয়ে পড়া কাগজের ছবিটি। আঙুলের ডগায় এক লহমায় জেগে ওঠে দীর্ঘ তিন যুগের এক জমাটবদ্ধ হাহাকার। রীণার চারপাশ জুড়ে এখন কেবলই নির্জনতার বিজন প্রহর। তাঁর স্বামীও আজ পাশে নেই। বাইশ বছর আগে শুভর শোক আর ক্ষত বুকে নিয়ে তিনিও পাড়ি জমিয়েছেন না-ফেরার দেশে। আজ রীণা বড্ড একা। সেই যে ৭১-এর মিছিলে হাত ফসকে গিয়েছিল, তারপর থেকে তাঁর পুরো জীবনটাই যেন এক অন্তহীন প্রতীক্ষার স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একাকী যাত্রী। তাঁর বুকের ভেতর এখন এক ভাঙা নদী, যার কোনো কূল নেই, কেবল আছে অতলান্তিক এক রিক্ততা।

ধূর্ত প্রতিবেশি কখনো জানালার পাশে এসে উঁকি দিয়ে বিষাক্ত স্বরে ফিসফিস করত, "রীণা সুন্দরী! এখনো তো জীবনের অনেকটা বাকি। কতদিন আর এই মরা মানুষের স্মৃতি নিয়ে পড়ে থাকবে?"

রীণা দেবী সেই লালসার বিষবাষ্প মাখা কণ্ঠস্বর শুনে ঘৃণায় কুঁকড়ে যেতেন। প্রতিবেশী ভাবত রীণা অসহায়, কিন্তু রীণা জানতেন, যার কোল থেকে সব কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাঁকে নতুন করে ভয় দেখানোর বা প্রলুব্ধ করার ক্ষমতা এই পৃথিবীর কোনো দালালের নেই।

তিনি কেবল সোয়েটারটি বুকে চেপে ভাবতেন, যেই স্বাধীন মাটিতে শুভর মতো নিষ্পাপ প্রাণ হারিয়েছে, সেই মাটিতেই এমন জানোয়ারেরা কীকরে এখনো ঘুরে বেড়ায়!

রীণা আবারো সোয়েটারটি নাকে চেপে ধরেন। ছবিটিতে হাত বুলিয়ে অনুভব করেন রঙ আর ছোট শুভর হাতের স্পর্শ। এই স্মৃতিগুলিই এখন রীণার অলৌকিক স্মৃতিঘর।তাঁর বুক চিরে বেরিয়ে আসে এক দলা কান্না, কিন্তু সেই কান্না আর চোখের জল হয়ে নামে না; বরং বুকের ভেতর পাথরের মতো ভারী হয়ে জমে থাকে।

গভীর রাতে, চুপচাপ টেবিলের সামনে বসে থাকেন রীণা দেবী। চরাচর জুড়ে চলছে বিজয়ের উৎসব, অথচ রীণার উঠোনে কেবল ঝরা পাতার মর্মর ধ্বনি আর দীর্ঘশ্বাসের আনাগোনা।



অসম্পূর্ণ হাতে, সম্পূর্ণ পতাকা

এইচ বি রিতা

ডিসেম্বর, ১৯৭১। বাতাস তখনও পোড়া বারুদের গন্ধ আর সদ্য-স্বাধীনতার উন্মাদনায় ভারী। দীর্ঘ নয় মাস ধরে মাটির গভীরে লুকিয়ে থাকা রক্তনীল কষ্ট আর স্বপ্নের এক বিস্ফোরণের পর অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ-বিজয়।

মোহাম্মদ আলী, বয়সে তরুণ হলেও যুদ্ধে তিনি ছিলেন ইস্পাত-কঠিন এক যোদ্ধা। সম্মুখ সমরের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়েছেন জীবন বাজি রেখে। তাঁর চোখে ছিল স্বাধীনতার জ্বলন্ত স্বপ্ন, আর মনে ছিল দেশকে মুক্ত করার অদম্য অঙ্গীকার; যা তাঁর সমস্ত ভয়কে তুচ্ছ করেছিল। আর একারণে যখন পাকিস্তানি সেনাদের একটি শেল হামলায় তাঁর ডান হাতটি চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিল; তখন সেই ভয়াবহ আঘাতও তাঁর দেশপ্রেমের আগুনকে নেভাতে পারেনি।

অদম্য মনোবল নিয়ে যুদ্ধ জেতা আলী যখন বিজয়ীর বেশে তাঁর চেনা গ্রামে ফিরলেন, তখন সেই চেনা গ্রামটিও আর চেনা ছিল না। চারিদিকে ধ্বংসের ছাপ, পোড়া ভিটে আর নীরবতা। যুদ্ধের বিভীষিকা গ্রাস করেছে তাঁর সবটুকু-ছোট সংসার-প্রিয় স্ত্রী আমেনা আর কোলের শিশু রতন-কেউ নেই। আলী পাগলের মতো প্রতিটি ধ্বংসস্তূপ হাতড়ে বেড়ালেন। প্রতিবেশীর কাছে জানতে চাইলেন, "আমেনা কোথায়? আমার রতন?"

কেউ দিতে পারল না কোনো নিশ্চিত খবর। কেউ বলল নদীর ধারে, কেউ বলল সীমান্তের দিকে। আলী কেবল দেখলেন তাদের চোখে জমাট বাঁধা আতঙ্ক আর অসহায়তা।

আলী খুঁজতে লাগলেন। এক হাতে ভাঙা কুঁড়েঘর, ধানক্ষেত, হাটবাজার-কোথাও আমেনার আঁচলের গন্ধ নেই, রতনের হাসির শব্দ নেই।

দিন যায়, রাত আসে। বিজয়ের মাস ডিসেম্বর পেরিয়ে যায়, মাস শেষে বছর পেরিয়ে যায়, কিন্তু আলীর ভেতরের যুদ্ধ শেষ হয় না। প্রতিটি রাত তাঁর কাছে যেন এক নির্মম বিচারকের মতো। দিনের আলোয় পোড়া ভিটেতে যা খুঁজতে পারেননি, রাতের অন্ধকারে তা আরও তীব্রভাবে অনুভূত হতো। বিছানায় শুয়ে তিনি শুনতে পেতেন না আমেনার শান্ত শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ, অথবা রতনের ঘুমের মধ্যে হাত-পা ছোড়ার আওয়াজ। এই নীরবতা যেন লক্ষ কোটি চিৎকারের চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক ছিল। তাঁর হারানো ডান হাতের মতোই, তার জীবন থেকেও যেন এক অপরিহার্য অংশ চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, যার শূন্যতা কোনো বিজয় বা প্রাপ্তি দিয়ে পূরণ হওয়ার নয়। বুঝতে বাকি রইল না, হয়তো স্বাধীনতা তাঁকে দেশ দিয়েছে, কিন্তু জীবনে তাঁকে করেছে সর্বস্বান্ত।

একদিন, নদীর ধারে একটি পুরনো বটগাছের নিচে বসেছিলেন ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, আর শূন্যতার ভারে নুয়ে পড়া আলী। তাঁর বাম হাতটি ছিল মাটির ওপর আলতোভাবে রাখা, যেন সেই শূন্যস্থানে তিনি আজও খুঁজে ফিরছেন তাঁর স্ত্রীর হারানো আঙুলের স্পর্শ আর ফেলে আসা সংসারের উষ্ণতা।

হঠাৎ দূরে কোথাও যেন ভেসে এল 'জয় বাংলা' ধ্বনি। ১৬ই ডিসেম্বর আবারও ফিরে এসেছে, বিজয়ের আনন্দ উদযাপন করছে নতুন প্রজন্ম।

আলী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। সর্বস্ব হারানোর কষ্ট তাঁর হৃদয়ে ছিল বটে, কিন্তু পরাজিত ছিল না তাঁর আত্মা।

তিনি ভাঙা শরীর আর ভেতরের সমস্ত শক্তি একত্র করে পকেট থেকে বের করলেন যত্নে রাখা এক টুকরো কাপড়; লাল-সবুজের পতাকা। কম্পিত বাম হাতে ধীরে ধীরে তিনি পতাকাটি খুললেন। অসম্পূর্ণ হাতেই শক্ত করে ধরলেন মুক্ত বাংলার প্রতীক-ওপরের নীল আকাশ, নিচের স্বাধীন মাটি, আর মাঝখানে তিনি-এক নিঃস্ব, কিন্তু দেশপ্রেমী বীর।

পতাকা ওড়ছে.....যেন লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগ ও কোটি মানুষের স্বপ্ন বহন করে মুক্তির বার্তা গাইছে বিজয়ের হাওয়ায়।

মুক্ত আকাশের নিচে, এক হাতে সেই লাল-সবুজের পতাকা উঁচু করে ধরে মোহাম্মদ আলী দাঁড়িয়ে রইলেন। দিন শেষ হয়ে আঁধার নেমে এলো রাতের কোলে। মোহাম্মদ আলী দাঁড়িয়েই রইলেন।

চোখে জল নেই, নেই কান্না বা হাহাকার-শুধু এক গভীর নীরবতা, যে নীরবতার ভেতর জ্বলছে অনড় এক সংকল্প। তাঁর বুকের ভেতর যেন শূন্যতার বদলে জ্বলে উঠছে এক অদম্য আগুন-যা হারিয়েছে, সেই ব্যথাকেও ছাড়িয়ে গেছে এই পতাকার মহিমা।

তার চোখে ছিল না পরাজয়, ছিল শান্ত এক সমর্পণ-যেন তিনি নিজেকেই উৎসর্গ করেছেন এই মাটির কাছে, এই রঙের কাছে। যেন বলছেন, "সব হারিয়েও জয়ী আমি, কারণ আমার হাতে এখনো আছে স্বাধীনতার পতাকা।"

মোহাম্মদ আলী আর আমেনা বা রতনকে খুঁজতে বের হলেন না। হয়তো তিনি বুঝেছিলেন, যে ধ্বংসস্তূপ আর রক্তের নদী পেরিয়ে তিনি এসেছেন, সেখানে ফিরে যাওয়ার পথ আছে কিন্তু ফিরে পাওয়ার কিছু নেই।

তিনি হারানো পরিবারকে হয়তো ফিরে পাননি, কিন্তু তাঁর অসম্পূর্ণ হাতই ইতিহাসের একটি সর্বোচ্চ ত্যাগের গল্প, আর অন্য হাতে ধরা পতাকাই ছিল তাঁর জীবনের সম্পূর্ণ বিজয়।

বিতর্কিত অঙ্গভঙ্গি, মুকুট হারালেন মিস ফিনল্যান্ড



গত মাসে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় ফিনল্যান্ডের প্রতিনিধিত্বকারী সারাহ জাফসে বর্ণবাদী এক বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন। তার চোখের কোণ টেনে ধরা একটি ছবি সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি।

বিতর্কিত সেই ছবি পোষ্ট করে ক্যাপশনে তিনি লিখেন, 'এক চীনার সঙ্গে খাচ্ছি'। এ ঘটনার জেরে এরইমধ্যে ২২ বছর বয়সী সারাহর 'মিস ফিনল্যান্ড' মুকুট কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, চোখ বাঁকা বা সরু করে দেখানোর এই ভঙ্গি পূর্ব এশীয়দের প্রতি চরম অবমাননাকর হিসেবে বিবেচিত হয়।

সুন্দরী সারাহ জাফসের ওই পোষ্ট জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও চীনে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। এর রেশ ধরে কেবল সারাহ নন, সমালোচনার মুখে পড়েছে ফিনল্যান্ডের জাতীয় বিমান সংস্থা 'ফিনএয়ার'। এ ঘটনায় গত সোমবার মুখ খোলেন ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেত্তেরি অর্পো। তিনি সারাহর অঙ্গভঙ্গিকে 'কাণ্ডজ্ঞানহীন' বলে উল্লেখ করেন। 'উদ্ভূত এই বিতর্ক ফিনল্যান্ডের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে' বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

সারাহ জাফসে দাবি করেছেন, রাতের খাওয়ার সময় মাথাব্যথার কারণে ওই অভিব্যক্তি ছিল। ফিনল্যান্ডের ট্যাবলয়েড 'ইলতা-সানোমাত'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সারাহ জানিয়েছেন- গত ১১ ডিসেম্বরের ওই পোস্টে তার অনুমতি ছাড়াই এক বন্ধু আপত্তিকর ক্যাপশনটি জুড়ে দেন। এই জন্য ক্ষমা চেয়ে সারাহ বলেন, 'এটি অনেক মানুষের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। এমনটি করা মোটেও উদ্দেশ্য ছিল না। আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি হলো মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, তাদের প্রেক্ষাপট ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করা।' এই কথা তিনি লিখেছেন ইনস্টাগ্রামে।

তবে তার এই ক্ষমা প্রার্থনাও সমালোচনার মুখে পড়েছে। অনেকে একে 'অকপট নয়' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ ক্ষমা চাওয়া পোস্টের ক্যাপশন লেখা ফিনিশ ভাষায়। সমালোচকরা বলছেন, 'ফিনল্যান্ডের বাইরে চীনারা এটি বুঝবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। 'এশীয়রা আপনার কোনো ক্ষতি করেনি'- এমন মন্তব্যও করছেন কেউ কেউ।

এদিকে, ফিনল্যান্ডের ডানপন্থী দুই এমপি- জুহো এরোলা এবং কাইসা গ্যারেডেউ, সুন্দরী সারাহকে সমর্থন জানাতে গিয়ে নিজেরা একই ভঙ্গিতে ছবি তুলে সামাজিকমাধ্যমে পোষ্ট করেন। তবে তীব্র সমালোচনার মুখে পরে সেই পোষ্ট সরিয়ে নেন তারা। এরোলা ক্ষমা চেয়ে বলেন, "আমার মনে হয়েছে সারাহকে 'অপ্রত্যাশিতভাবে কঠোর শাস্তি' দেওয়া হয়েছে।"

ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেত্তেরি অর্পো অবশ্য দুই এমপির কর্মকাণ্ডকে 'শিশুসুলভ' বলে নিন্দা জানান। জনপ্রতিনিধিদের সঠিক আচরণের উদাহরণ সৃষ্টি করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সূত্র: বিবিসি

বয়স পেরিয়েছে ৬০, জীবনের সমীকরণ জানালেন ব্র্যাড পিট

প্রায় চার দশকের ক্যারিয়ার, তবু পর্দায় ব্র্যাড পিট–জাদু এখনো ভোলার নয়। চলতি বছরও তিনি নিজেকে নতুন করে প্রমাণ করেছেন 'এফ ওয়ান' সিনেমা দিয়ে। আজ ১৮ ডিসেম্বর এই হলিউড তারকার জন্মদিন। নিজের বয়স, ক্যারিয়ারসহ নানা প্রসঙ্গে কথা বলেছেন অভিনেতা। জন্মদিন উপলক্ষে জেনে নেওয়া যাক সেসব কথার চুম্বক অংশ।

বয়স ৬০ পেরিয়েছে, ক্যারিয়ারও কম সময়ের নয়—দীর্ঘ এই সময়ে কতটা বদলেছেন ব্র্যাড পিট? সম্প্রতি জিকিউকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, জীবনের এই অধ্যায়ে এসে নিজেকে তিনি 'সংযত' ও 'নিরাপদ' অনুভব করছেন।



সাক্ষাৎকারে ব্র্যাড পিটকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কীভাবে তিনি এই মানসিক অবস্থানে পৌঁছালেন। উত্তরে পিট বলেন, 'ভুল যা–ই হোক না কেন, সেখান থেকে শেখাটাই আসল। এরপর সামনে এগিয়ে যেতে হয়। এই শেখার প্রক্রিয়াই শেষ পর্যন্ত পরবর্তী সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।'

ব্র্যাড পিট আরও বলেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিষয় আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর ভাষ্যে, 'আমার বয়সে এসে আপনি বুঝতে পারেন, কাদের সঙ্গে থাকা জরুরি—যাঁদের আপনি চেনেন, যাঁদের ভালোবাসেন, আর যাঁরা আপনাকে ভালোবাসেন। বন্ধু, পরিবার—এই তো সব। এরপর আমরা আমাদের কাজগুলো তৈরি করতে থাকি। পুরো বিষয়টা আসলে খুবই সহজ এক সমীকরণ।'

৬০ পেরিয়ে ব্র্যাড পিট জীবনকে সহজ ও অর্থপূর্ণ করে তোলার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করলেন। তিনি জীবনের অতিমাত্রায় জটিলতা এড়িয়ে চলা ও সুখী থাকার জন্য মনের শান্তি বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রযুক্তি ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিজের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা সহজভাবে মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন।

সাক্ষাৎকারে ব্র্যাড পিট খোলাখুলিভাবে কথা বলেছিলেন জনসমক্ষে থাকা জীবন নিয়ে। তিনি বলেছিলেন, 'আমার ব্যক্তিগত জীবন সব সময়ই খবরের শিরোনামে থাকে। প্রায় ৩০ বছর ধরে। কিংবা বলা যায়, আমার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো না কোনো সংস্করণ তো সব সময়ই আলোচনায়।'

খ্যাতিকে ব্র্যাড পিট বিভ্রান্তি হিসেবেই দেখেন, যার সঙ্গে তাঁকে মানিয়ে নিতে হয়েছে। তিনি বলেন, 'এটা সব সময়ই একধরনের বিরক্তির বিষয় ছিল—কখনো বেশি, কখনো কম। আমি যখন সত্যিই যেসব কাজ করতে চাই, তখন এর সঙ্গে লড়াই করেই এগোতে হয়। আপনি যদি এটাকে গুরুত্ব দেন, তাহলে এটা সময় নষ্টের একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়, একধরনের অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা,' বলেন তিনি।

তবে এত কিছুর মধ্যেও এখন তিনি মানসিক শান্তির জায়গায় পৌঁছেছেন বলে জানান অভিনেতা। তিনি বলেন, 'আমার জীবন এখন অনেকটাই গোছানো। বন্ধুদের সঙ্গে, প্রিয় মানুষদের সঙ্গে, পরিবারকে নিয়ে এবং আমি কে, সেটি জানার জায়গা থেকে জীবনটা বেশ নিরাপদ লাগে। এসবের পাশে খ্যাতি যেন শুধু একটা মাছি—চারপাশে একটু ঘোরাফেরা করে, এর বেশি কিছু নয়।'

দীর্ঘ ক্যারিয়ারে চলতি বছর নিজেকে নতুন করে ফিরে পেয়েছেন ব্র্যাড পিট। তাঁর অভিনীত সিনেমা 'এফ ওয়ান' বক্স অফিসে আয় করেছে ৬৩০ মিলিয়ন ডলারের বেশি; যা তাঁর ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ আয়। ছবিটি গত সপ্তাহ থেকে স্ট্রিম হচ্ছে অ্যাপল টিভি প্লাসে।

৩০ বছর আগে দুর্ঘটনায় ফর্মুলা ওয়ানের রেস থেকে ছিটকে পড়েন সনি হেইস (ব্র্যাড পিট)। একসময়ের প্রতিভাবান রেসার এখন ভবঘুরে আর পাঁড় জুয়াড়ি। নিউইয়র্কে মাঝেমধ্যে তাঁকে ট্যাক্সি চালাতেও দেখা যায়; কিন্তু স্টিয়ারিং হুইল হাতে পেলে এখনো হয়ে ওঠেন বেপরোয়া। ঘুম থেকে উঠেই চলে যান ডেটোনা সার্কিটে, সেখানে অংশ নেন ২৪ ঘণ্টার রেসে। গাড়ির সিটে বসার পর শূন্য থেকে যখন নিমেষেই গাড়ির স্পিড ১৮০–তে উঠে যায়, তখন দর্শকেরাও যেন সেই সেকেন্ড থেকে ঢুকে পড়েন রেসিংসের টানটান উত্তেজনার দুনিয়ায়। এমন গল্প নিয়ে নির্মিত সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন জোসেফ কোসিনস্কি।

নিজে কখনো রেসের ড্রাইভার হতে চেয়েছেন কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি হেসে বলেন, 'আমি যদি একটু কম বয়সী হতাম, তাহলে হয়তো সত্যিই ওই পথে হাঁটার চেষ্টা করতাম।'

এরপর ব্র্যাড পিট রেসিংয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, 'এই অনুভূতি ভাষায় বোঝানো কঠিন। এর আগে কখনো এমন অনুভব করিনি—ডাউনফোর্স কীভাবে কাজ করে, উচ্চগতিতে বাঁক নেওয়ার সময় গাড়ি কীভাবে রাস্তায় লেগে থাকে—সবকিছুই অবিশ্বাস্য! এটা সত্যিই দারুণ!'

কেন বিয়ের আসরে পারফর্ম করা বাদ দিয়েছেন সাইফ

ধনকুবেরদের বিয়ের অনুষ্ঠান মানেই ঝলমলে আয়োজন, আকাশছোঁয়া খরচ আর বড় বড় তারকাদের উপস্থিতি। এমন বিয়েতে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নাচ-গানে পারফর্ম করতে দেখা যায় বহু নামী তারকাকে। তবে সেই তালিকা থেকে নিজেকে অনেকটাই সরিয়ে নিয়েছেন বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খান।

সম্প্রতি দ্য হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাইফ আলি খান জানান, বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। এমনকি একবার বিয়েতে নাচতে গিয়ে নিজের ফুফুর কাছ থেকে অপমানিতও হয়েছিলেন।

সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরে সাইফ বলেন, "একবার মুম্বাইতে একটি বিয়েতে আমি নাচছিলাম। তখন আমার বাবার বোন, যিনি বেশ রাজকীয় স্বভাবের মানুষ-ব্যাকস্টেজে এসে বলেছিলেন, 'আমাকে বলো না তুমি এই বিয়েতে নাচছ!' সেই মুহূর্তটা খুব অস্বস্তিকর ছিল। এই বিষয়টা মাথায় থাকে। যদি আপনি নিজেকে কেবল একজন বিনোদনদাতা হিসেবে দেখেন, আর আপনাকে অপমান করার মতো কোনও আত্মীয় না থাকে, তাহলে হয়তো সমস্যা নেই।"

সাইফের মতে, একই সামাজিক পরিসরের মানুষদের বিয়েতে পারফর্ম করাটাই আসল সমস্যা তৈরি করে। তিনি বলেন, "একদিকে আপনি একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা, অন্যদিকে সেই সমাজেরই একজন সদস্য-যেখানে বিয়েটা হচ্ছে। এই দ্বৈত অবস্থান অনেক সময় অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। মঞ্চ সব সময় আপনাকে তারকা হিসেবেই দেখবে-এটাই হওয়া উচিত। অতিথিদের সঙ্গে খুব কাছাকাছি হলে সমস্যা হয়।"

বিয়েতে নাচলে অভিনেতার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হয় কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে সাইফ বলেন, "না, মোটেও না। বরং বিষয়টা ভালোই হওয়া উচিত। কিন্তু যেটা হওয়া উচিত নয়, সেটা হলো শুধুমাত্র টাকার জন্য সিনেমা করা।"

তবে বিদেশে বিয়ের অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার অভিজ্ঞতা সাইফের কাছে একেবারেই আলাদা। পর্তুগালের একটি বিয়েতে নাচার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "পর্তুগালে একটি বিয়েতে আমি নেচেছিলাম এবং সেটা দারুণ ছিল। সুন্দর একটা মঞ্চ ছিল। বিদেশে একটা নির্দিষ্ট পরিসরে করলে বিষয়টা ঠিকঠাক লাগে। কিন্তু হরিয়ানার মতো জায়গায়, যেখানে সবকিছু বেশি প্রকাশ্য ও তীব্র-সেখানে বিষয়টা আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে। আমার মনে হয়, নিজেকে কতটা উন্মুক্ত করবেন, সে বিষয়ে বাছবিচার থাকা দরকার।"

সাইফ আরও জানান, ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে এ ধরনের অনুষ্ঠানে পারফর্ম করা তার কাছে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এখন আর সেভাবে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না।

শেষে তিনি বলেন, "কোনও ধনকুবের শহরে এসে যদি ২০ জন অভিনেতাকে পারফর্ম করতে ডাকেন, সেটা দারুণ। আমরা সবাই কখনও না কখনও রমেশ ভাইয়ের বিয়ে বা কারও অনুষ্ঠানে গিয়েছি, মোটা পারিশ্রমিকও নিয়েছি। কিন্তু আজ হয়তো এটা আমার জন্য আর স্বস্তির জায়গা নয়। এটা শুধু আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি। অন্য অনেক অভিনেতা হয়তো এতে স্বচ্ছন্দ।" সূত্র: এনডিটিভি



সাইফ আলি খান

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD,
BRONX, NY 10472



INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM | TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM | SATURDAY 9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.



শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচিঃ
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ–
- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

ABRAMS
LAW GROUP

ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ



INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

PERSONAL INJURY TOP 10 ATTORNEY AND PRACTICE MAGAZINE'S 2022 LAW FIRM

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 18 December 2025, 9th Year, Issue 457

বৃহস্পতিবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ৩ পৌষ ১৪৩২, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৫৭



অভিবাসী জনগোষ্ঠীর পক্ষে শক্তিশালী কণ্ঠ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১০ সালে নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশি আমেরিকান অধিকার আদায় গ্রুপ (বাগ)।

ওবামাকেয়ার ভর্তুকি নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের পাশে ৪ রিপাবলিকান

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ওবামাকেয়ার (অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট—ACA)–এর স্বাস্থ্যবিমা ভর্তুকি বাড়ানো নিয়ে নাটকীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নিজ দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বুধবার চারজন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় (ডিসচার্জ পিটিশন) স্বাক্ষর করেছেন। এর ফলে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে মিলিয়ে মোট ২১৮টি স্বাক্ষর পূর্ণ হয়েছে, যা দিয়ে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে বাধ্যতামূলকভাবে একটি ভোট আনা সম্ভব হবে।

এই ভোটের বিষয় হলো—ওবামাকেয়ারের অধীনে দেওয়া বাড়তি প্রিমিয়াম ট্যাক্স ক্রেডিট বা ভর্তুকি আরও তিন বছরের জন্য বাড়ানো। এই ভর্তুকির

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

টক অব দ্য উইকে শাহীন হাওলাদার

দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন করে তৃপ্তি পেয়েছি

সোহানা নাজনীন



শাহীন হাওলাদার

"ইকোনমিক ইন্ডিকেটর নিয়েই আমার রিপোর্টের অভিজ্ঞতা। ব্যাংকিং, ইন্স্যুরেন্স সেক্টর নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন করেছি, যা পাঠকের মধ্যে সাড়া ফেলেছিল। গ্রামের অবহেলিত শিশুদের নিয়ে কাজ করেছি। তথ্যের প্রয়োজনে আমি গ্রামের চরাঞ্চল থেকে ভোলা কোস্টাল এরিয়া পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি।" সাংবাদিকতা পেশায় নিজের অভিজ্ঞতা এভাবেই প্রকাশ করেন শাহীন হাওলাদার। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) 'টক অব দ্য উইক' অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক ও কলামিস্ট শাহীন হাওলাদার।

শাহীন হাওলাদারের সাংবাদিকতা শুরু হয়েছিল মফস্বল শহরে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর। পারিবারিকভাবে ব্যবসার সঙ্গে কিছুদিন যুক্ত থাকলেও সাংবাদিকতার প্রতি আগ্রহের কারণে তিনি বরিশাল থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক বরিশাল বার্তা'য় লেখালেখি শুরু করেন। উপজেলা প্রতিনিধি থেকে নিউজ করেসপন্ডেন্ট হন। অনলাইনভিত্তিক সংবাদপত্রেও রিপোর্ট করেছেন শাহীন হাওলাদার। দৈনিক সময়ের আলো ও দ্য বিজনেস পোস্ট পত্রিকায় তিনি তিন বছর কাজ করেছেন। ব্যাংকিং রিপোর্টের জন্য তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে রিপোর্ট কলাকৌশল নিয়ে তার একটি প্রকাশনা রয়েছে। শাহীন হাওলাদার বর্তমানে নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকতায় সংবাদ সংগ্রহ, পরিবেশন ও সম্পাদনায় বস্তুনিষ্ঠতা ও পেশাদার নৈতিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে যে প্রাতিষ্ঠানিক চাপ, নির্দেশনা ও স্বাধীনতা দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তার ভিন্নতা রয়েছে বলে জানান শাহীন হাওলাদার। তিনি

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

কমিউনিটি অপ-এড

সেবার ক্ষেত্রে ভাষা যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়

এইচ বি রিতা



এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউইয়র্ক সিটিকে বিশ্বের সবচেয়ে ভাষাবান্ধব শহর হিসেবে গড়ে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

যুক্তরাষ্ট্র

কমিউনিটির দাবি-দাওয়ার লড়াইয়ে সামনে 'বাগ': বদলে দিচ্ছে বাংলাদেশিদের ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশির উদ্যোগে শুরু হওয়া এই সংগঠন এখন বিস্তৃত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশি আমেরিকানদের মতো পিছিয়ে পড়া ও মূলধারায় অনুল্লেখযোগ্য অভিবাসী জনগোষ্ঠীর পক্ষে শক্তিশালী কণ্ঠ গড়ে তোলার লক্ষ্যেই ২০১০ সালে নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশি আমেরিকান অধিকার আদায় গ্রুপ (বাগ)। নাগরিক অংশগ্রহণ বাড়াতে সচেতন কয়েকজন বাংলাদেশির উদ্যোগে শুরু হওয়া এই সংগঠন নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল প্রতিনিধি পরিষদ, এমনকি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্যন্ত বিস্তৃত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

গণঅধিকার, নাগরিক সচেতনতা ও

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

চাকরির বিজ্ঞপ্তি

লাবণ্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হলে একজন অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল

রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার প্রয়োজন

প্রার্থীকে রেস্টুরেন্ট ও পার্টি ইভেন্ট পরিচালনা, টিম সমন্বয়, গ্রাহক সেবা ও দৈনন্দিন কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে দক্ষ হতে হবে। বিক্রয় বৃদ্ধি, মান নিয়ন্ত্রণ ও কর্মীদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা থাকা আবশ্যক। রেস্টুরেন্ট ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ২–৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা অগ্রাধিকার পাবে।

লাবণ্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হলে জন্য বাংলা ভারতীয় ও কন্টিনেন্টাল খাবারে দক্ষ

অভিজ্ঞ কারী ও কাবাব শেফ প্রয়োজন

প্রার্থীকে পার্টি ইভেন্ট অনুযায়ী বিশেষ মেনু তৈরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। রেস্টুরেন্ট বা পার্টি হলে ন্যূনতম ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। টিমওয়ার্ক, সময়ানুবর্তিতা এবং পেশাদারিত্বের মান বজায় রাখার সক্ষমতা থাকতে হবে।

ঠিকানা
1193 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208.
আপনার সিভি ইমেইল করুন: emdadbhuiyan@yahoo.com

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেল্‌স এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫+
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
"REALTOR, YOU CAN DEPEND ON"
RE/MAX PROS
Hashan Chowdhury
Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282
মোবাইল: ৩০১-৬৭৫-১৮২২
অফিস: ৩০১-৯১৬-১৪০০
ফ্যাক্স: ৩০১-৯১৬-০২৮২
Realtorchowdhury@gmail.com
12810 Wisterica Dr, #300
Germantown, MD 208/4

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
IRS e-file
• Income Tax • Business setup
• Sales Tax • Payroll (W2, 1099)
• Corporate Tax • All imigratoin Services
• Partnership Tax • Accounting & Bookkeeping
MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: 347-254-9924, Email: Hillsidetax21@gmail.com

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

মতিন OTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল
929-207-1516
2152B Westchester Ave,
Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
সুলভ মূল্যে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

IATA Accredited Agent
বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর যেকোন দেশে নিরাপদ ভ্রমনের অঙ্গীকার
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
Emirates | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR | ETIHAD
এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ্ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

WWW.MOINLAW.COM
LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • ট্রিপ এন্ড ফল
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা • বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
• স্লিপ এন্ড ফল • লেড পয়জনিং
• IMMIGRATION (Consultation fee applies)
ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

FROMEN INJURY LAW
www.fromenlaw.com 716-855-1222
Licensed in New York and the U.S. Supreme Court.
CALL NOW FOR FREE CONSULTATION
আমরা দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আইন সেবা প্রদান করে থাকি
SERVICES
• Car accidents • Drunk driving accidents
• Truck accidents • Wrongful death
• Bus accidents • Construction site accidents
• Ride share Uber/Lyft accidents • Slip & fall accidents Dog bite
• Pedestrian accidents • Workplace accidents
• Motorcycle accidents • Product liability
NAZMUS SAKEEB, ESQ.
ATTORNEY AT LAW
CONTACT US
OFFICE: 716-855-1222
CELL: 716-377-7918
nsakeeb@fromenlaw.com
www.fromenlaw.com

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: **718-308-5020**, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com